নূরানী পদ্ধতিতে
২৭ ঘণ্টায়
কুরআন শিক্ষা
বাংলা উচ্চারণ ও শূন্যস্থান পূরণসহ
সংকলক
প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
সম্পাদনা
মাওলানা জহুরুল হক
দাওরা হাদীস, দেওবন্দ, ভারত

নূরানী পদ্ধতিতে
২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন

সম্পাদক
মাওলানা জহুরুল হক
দাওরা হাদীস
দেওবন্দ, ভারত

মীনা বুক হাউস

ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
দোকান নং ২০৮ (২য় তলা)
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আদর্শ পুস্তক বিপণী
৫ ও ১৩, বায়তুল মোকাররম
ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
আবু জাফর
মীনা বুক হাউজ
৪৫, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১২১৮৯৩

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ২০১৩

হাদিয়া ঃ ৩০০.০০ টাকা

লেখক
প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
মোবাইলঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০
E-mail:sujon127@hotmail.com
www.quranerbishoy.com
 Moinul Hossain KUET

প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ **হামিদুল ইসলাম**

বর্ণবিন্যাস ঃ **মোঃ বেলায়েত হোসেন**

মুদ্রণে ঃ সোমা প্রিন্টার্স
পাতলাখানা লেন, ঢাকা-১১০০।

Nurani Sataish Ghontay Quran Shikkha By Engineer Moinul Hossain, Edited by Mawlana Jahurul Haque, Published by Mina Book House, Book & Computer Complex, Shop No. 208, First Floor, 45, Banglabazar, Dhaka-1100. Bangladesh. First Edition : July 2013.
Mobile : +88-01922-161780,
E-mail:sujon127@hotmail.com,
www.quranerbishoy.com
Moinul Hossain KUET

Price : Tk. 300.00, US $ 5.00 Only.

কুরআনের বাণী

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۞

আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, চিন্তাশীল কেউ আছে কি? ....
(৫৪ সূরা-আল ক্বামার : আয়াত ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۞

(অথবা রাত্রি জাগরণ করুন) তদাপেক্ষা কিছু বেশি;
আর ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন পাঠ করুন।
(৭৩ সূরা-মুজ্জাম্মিল ঃ আয়াত ৪)

সম্পাদকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ।

বাংলা উচ্চারণ দেখে কুরআন শরীফ পড়তে শেখার ধারণাটা, আমাদের দেশে একদম নতুন। বাজারে বাংলা উচ্চারণ লেখা অনেক কুরআন শরীফ পাওয়া যায়। যে সব ভাইয়েরা আরবী পড়তে না জানেন, তারা কুরআন শরীফ বাংলা উচ্চারণ দেখে পড়েন। মূলত তাদের জন্যই এই বইটি লেখা হয়েছে। বইটিতে প্রতিটি আরবী লেখার নীচে বাংলা উচ্চারণ দেয়া আছে। প্রচুর শূন্যস্থান পূরণ আছে, প্রাকটিস করার সুযোগ আছে। প্রতি ঘন্টার পড়ার শেষে পরীক্ষা আছে।

আমি বিশ্বাস করি, যে ভাই আল্লাহর উপর ভরসা করে, প্রতি দিন ১ ঘন্টা করে ২৭ দিন বইটি পড়বেন সে ভাই কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ। আর যে ভাই ২/৪ দিন পড়ে হাল ছেড়ে দিবেন, সে ভাই শিখতে পারবেন না। আমি কুরআন শরীফ পড়তে না জানা, প্রতিটি মুসলমান ভাইকে অনুরোধ করবো, প্রথম ঘন্টা পড়ুন, শূন্যস্থান পূরণ করে পরীক্ষা দিন। আপনার মন বলবে, 'ইনশাআল্লাহ আমি বইটি পড়ে ২৭ দিনে কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারবো।' আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বইটির পান্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছি। হাফেজ আব্দুল আলিম ও হাফেজ জাকির হোসেন আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

হে আল্লাহ! কুরআন শরীফ পড়তে শেখার এই বইটিকে আপনি মেহেরবানী করে কবুল করুন। আমীন।

০৪/০৭/২০১৩ ইং

মাওলানা জহুরুল হক
দাওরা হাদীস
দেওবন্দ, ভারত
মোবাইল ঃ ০১৯১৫-৮২৬৬৬৭

সবিনয়ে বলতে চাই

আস্‌সালামু আলাইকুম।

যে ভাই কুরআন শরীফ পড়তে না জানেন, তার জন্যই এই বই।

যে ভাই কুরআন শরীফ পড়তে ভুলে গেছেন, তার জন্যই এই বই।

যে ভাই কুরআন শরীফ পড়তে পারেন কিন্তু ভুল হয়, তার জন্যই এই বই।

আমার শ্রদ্ধেয় বাবা আমার কাছে (আমার বয়স ৪৪) কুরআন শরীফ পড়া শিখছেন। ইন্‌শাআল্লাহ! আপনিও কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারবেন, আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। বইটি কিনুন। প্রতিদিন নিয়ম করে সকালে, বিকালে অথবা রাতে ১ ঘন্টা করে বইটি পড়ুন। ইন্‌শাআল্লাহ প্রথম দিন পড়ার পরই আপনার মন বলবে, 'আমি এই বই পড়ে কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারবো।' যে ভাই বলেন, আমি কুরআন শরীফ পড়া শিখতে দৈনিক মাত্র আধা ঘন্টা সময় দিতে পারবো, সে ভাইয়ের শিখতে ৫৪ দিন লাগবে। যে ভাই লেগে থাকবেন, সে ভাই ঠিকই শিখতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

আমি স্বীকার করছি, বাংলা বানান দিয়ে শত ভাগ সহি শুদ্ধভাবে আরবী উচ্চারণ করা সম্ভব নয়।

ধরা যাক, চীন দেশের এক ভদ্রলোক নতুন বাংলা শিখেছে তাকে নীচের ছড়াটি শব্দ করে পড়তে বলা হল।

গাছের ডালে পাখীর বাসা, আষাঢ় মাসে সুখের আশা

খালে বিলে মাছের চাষ, স্বাধীন দেশে বসবাস॥

এখন চীন দেশের ঐ ভদ্রলোকের ‘ছ’, ‘স’, ‘ষ’, ‘শ’ ও ‘স্ব’ এর উচ্চারণ কি একই রকম (ইংরেজী S-এর মত) হবে না। হবে! অথচ প্রত্যেকটি বাংলা অক্ষরের উচ্চারণ আলাদা। তেমনিভাবে আমাদের বাংলাদেশীদের জন্য সাধারণভাবে (س) সীন, (ش) শীন, (ص) ছোয়াদ ও (ث) ছা হরফের উচ্চারণ ইংরেজী “ S ” এর মত হয়ে যায়। আবার আমাদের (ع) ’আইনের উচ্চারণ (ا) আলিফের মত হয়ে যায়। আবার আমাদের (ح) হাঁ, এর উচ্চারণ (ه) হা এর মত হয়ে যায়। কিন্তু এসব প্রতিটি আরবী হরফের মাখরাজ আলাদা, উচ্চারণও আলাদা। বলতে দ্বিধা নেই, শত ভাগ সহি শুদ্ধ করে প্রতিটি আরবী হরফ উচ্চারণ করা শিখতে সাধনা করা প্রয়োজন এবং একজন অভিজ্ঞ আলেমের (মাওলানা/ক্বারী/ হাফেজ সাহেব) পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

তাহলে আমরা নিজেরাই চিন্তা করি, আরবী তো আমাদের মাতৃভাষা নয়। আমাদের পক্ষে কি আল-কুরআন শত ভাগ সহি শুদ্ধ করে পড়া সম্ভব? আমি মনে করি, বয়স্কদের পক্ষে (যাদের জিহ্বা শক্ত হয়ে গিয়েছে) নতুন করে আল-কুরআন শতভাগ (১০০%) সহি শুদ্ধ করে পড়তে শেখা সম্ভব নয়। বয়স্কদের পক্ষে নতুন করে আল কুরআন ৯৫% ভাগ সহি শুদ্ধ করে পড়তে শেখা সম্ভব হতে পারে। বিশেষ করে (’আইন) ع (ক্বফ) ق এবং (হাঁ) ح এই তিন হরফের সহি উচ্চারণ শেখার জন্য কোন অভিজ্ঞ আলেমের (মাওলানা/ ক্বারী/ হাফেজ সাহেব) পরামর্শ নেয়া জরুরী। ইন্‌শাআল্লাহ আমরা আল্লাহপাকের মহান কালাম আল-কুরআন সহি শুদ্ধ করে পড়তে অবশ্যই শিখবো। আশা করছি, বাংলা উচ্চারণ থেকে আমরা ৯৫% ভাগ সহি শুদ্ধ করে আরবী উচ্চারণ শিখতে পারবো। বাকী (অনিচ্ছাকৃত) ভুল ভ্রান্তির জন্য আল্লাহ গফুরুর রহীম।

আমার এই বইটির ৪টি অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে

(১) বইটিতে প্রতিটি আরবী লেখার নীচে, বাংলা উচ্চারণ দেয়া আছে। ফলে যে কোন শিক্ষার্থী (যে বাংলা পড়তে পারে) বাংলা পড়ে, কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

(২) বইটিতে প্রচুর শূন্যস্থান পূরণ আছে। বইটি খাতা হিসাবে কাজ করবে। পৃথক খাতার প্রয়োজন নাই। ভালো রবার ও ভালো পেন্সিল ব্যবহার করতে হবে।

(৩) বইটিতে প্রতি ঘন্টার পড়ার পর পরীক্ষা আছে। ফলে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবেন, তার পড়া শেখা হয়েছে কি-না।

(৪) ইন্‌শাআল্লাহ বইটি প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে পড়ে ২৭ দিনে কুরআন শরীফ পড়া শিখবো।

প্রতিটি ঘন্টার শুরুতে আমি একটি করে কুরআনের বাণী ও হাদীসের বাণী সংযোজন করেছি। ফলে শিক্ষার্থী কুরআন শরীফ পড়তে শেখার পাশাপাশি কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজ, রোজা, হালাল, হারাম, জান্নাত, জাহান্নাম, তওবা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান লাভ করতে পারবেন ও শিক্ষার্থীর মধ্যে নেক আমল করার আগ্রহ পয়দা হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমি বইটিতে কিছু কিছু আল-কুরআনের আয়াতের বাংলা-অর্থ সংযোজন করেছি। ইন্‌শাআল্লাহ এর ফলে, শিক্ষার্থীর মনে আল-কুরআন পড়তে শেখার পশাপাশি অর্থ শেখার প্রতিও আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

কুরআন শরীফ শেখার জন্য, মনের মধ্যে তলব (আগ্রহ) থাকা খুব জরুরী। যার মনের মধ্যে তলব থাকবে, সেই কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারবেন।

এই বই পড়ে কেউ ক্বারী সাহেব হয়ে যাবেন না। বরং ঠেকিয়া ঠেকিয়া কুরআন শরীফ পড়া শিখবেন। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কষ্ট করিয়া, ঠেকিয়া ঠেকিয়া কুরআন শরীফ পড়ে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব লেখা হয়। (মুসলিম শরীফ)

আমার একজন ভাইও যদি আমার এই বইটি পড়ে, কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারেন, তবে আমি আমার এই বই লেখাকে সার্থক বলে মনে করবো। বইটির যে কোন গঠনমূলক সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করবো।

হে আল্লাহ! আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন কুরআন শরীফ থেকে কমপক্ষে ১টি আয়াত হলেও পড়ার ও তার অর্থ বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন ॥

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
ফ্ল্যাট-৫/এ, বাড়ী-২৮৯/এ, রোড-১৫, ব্লক-সি
বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯।
মোবাইলঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০

১৪.০৭.২০১৩ ইং

E-mail:sujon127@hotmail.com
www.quranerbishoy.com
Moinul Hossain KUET

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের তিনটি বিশেষ ফজিলত

(১) দিলের ময়লা দূর হয়।
(২) আল্লাহর তা'য়ালার মহব্বত ও নৈকট্য বাড়ে।
(৩) প্রতি হরফে ১০টি নেকী পাওয়া যায়।

হাদীসের বাণী

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব নেওয়া হইবে। (তিবরানী শরীফ, হাদীস নং-১৮৮০)

উৎসর্গ

মরহুম আব্দুল হালিম ভূইয়া

ও

বেগম রওশন আকতার

নিয়ত

আল্লাহর মেহেরবানীতে, এই বইয়ের মাধ্যমে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে বসবাসকারী বাংলাভাষাভাষী প্রতিটি মুসলমান ভাই-বোনকে, সহিভাবে কুরআন শরীফ পড়া শিখতে সহায়তা করবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

হাদীসের বাণী

নিশ্চয়ই কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।
(বুখারী শরীফ)

লেখকের অন্যান্য বই

(১) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (২০০৬ সাল)

(২) জান্নাত কি তালাশ সে মু'মিন কী ছে আমল (উর্দূ বই - ২০০৭ সাল)

(৩) Six Wooks of Mumin in Search of Heaven (২০০৮ সাল)

(৪) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (বই-২০১১ সাল)

(৫) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (CD - ২০১২ সাল)

(৬) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (ওয়েব সাইট - ২০১৩ সাল)
www.quranerbishoy.com

(৭) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (PDF ২০১৩ সাল)

(৮) নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা (২০১৩ সাল)

(৯) কুরআনের জন্য ৫ মিনিট (প্রক্রিয়াধীন)

সূচীপত্র

ঘন্টা	পাঠ্য সূচি	পৃষ্ঠা
প্রথম	আরবী ২৯টি হরফ চিনি, পরীক্ষা–০১	১৯-২৯
দ্বিতীয়	আরবী ১৭টি মাখরাজ চিনি, পরীক্ষা–০২	৩০-৩৪
তৃতীয়	হরফ মনে রাখার কায়দা, সংযুক্ত হরফ, সংযুক্তিহীন হরফ, পরীক্ষা–০৩	৩৫-৪৮
চতুর্থ	হরফ চেনার সহজ উপায়, এক নজরে হরফ চেনার ছক, কলকলার হরফ, পরীক্ষা–০৪	৪৯-৫৬
পঞ্চম	জযম অথবা সাকিন, জবর, জের ও পেশ দিয়ে সাকিনের উচ্চারণ, প্রাকটিস–১, প্রাকটিস–২, প্রাকটিস–৩, প্রাকটিস–৪, পরীক্ষা–০৫	৫৭-৬৬
ষষ্ঠ	বিভিন্ন হরফের সাথে আলিফ এবং ওয়াও যুক্ত হলে তার চেহারা কেমন হবে তার উদাহরণ, পরীক্ষা–০৬	৬৭-৭৮
সপ্তম	বিভিন্ন হরফের সাথে ইয়া যুক্ত হলে তার চেহারা কেমন হবে তার উদাহরণ, তানবীন, প্রথমে ও মাঝে সংযুক্ত হবে না এমন ৭টি হরফ, পরীক্ষা–০৭	৭৯-৮৭

ঘন্টা	পাঠ্য সূচি	পৃষ্ঠা
অষ্টম	তাশদীদ / জবর + তাশদীদ + জবর / জবর + তাশদীদ + জের / জবর + তাশদীদ + পেশ / পরীক্ষা–০৮	৮৮-১০০
নবম	মাদ / এক আলিফ মাদ / তিন আলিফ মাদ / চার আলিফ মাদ / হরকত (জবর, জের, পেশ) / লীনের হরফ / ২২টি সংযুক্ত হরফের নকশা / পরীক্ষা–০৯	১০১-১১০
দশম	তিন আলিফ মাদ / চার আলিফ মাদ / কখন ও কিভাবে হয় [টেবিল ও ফ্লো চার্টের সাহায্য] / পরীক্ষা–১০	১১১-১১৩
১১তম	নূন সাকিন ও তানবীন / ওয়াজিব গুন্নাহ / মীম সাকিন গুন্নাহ / নূন সাকিন বা তানবীন গুন্নাহ / কখন ও কিভাবে হয় [টেবিল ও ফ্লো চার্টের সাহায্যে] / পরীক্ষা–১১	১১৪-১১৯
১২তম	ইকলাব গুন্নাহ / ইদগামে বা-গুন্নাহ / ইদগামে বেলা-গুন্নাহ / ইজহার / ইখফা গুন্নাহ / পরীক্ষা–১২	১২০-১২২
১৩তম	ছোট শব্দের প্রাকটিস– ১ ২ ৩ ৪ ৫ / ইখফা গুন্নাহর ব্যবহার / আয়াতের শেষে থামার নিয়ম / পরীক্ষা–১৩	১২৩-১৩০

ঘন্টা	পাঠ্য সূচি	পৃষ্ঠা
১৪তম	আয়াতের শেষে গোল (তা) ঃ থাকলে পড়ার নিয়ম; সাকিন ও তাশদীদ পাশাপাশি থাকলে পড়ার নিয়ম; রখসে খতের ব্যবহার; কোন ৮টি হরফে জবর দিলেও জবর উচ্চারণ হবে না; পরীক্ষা–১৪	১৩১-১৩৭
১৫তম	গুন্নাহ (রিভিশন–১); ওয়াজিব গুন্নাহ মীম সাকিন গুন্নাহ; গুন্নাহর টেবিল চার্ট ও গুন্নাহর ফ্লো চার্ট; ওয়াজিব গুন্নাহ ও মীম সাকিন গুন্নাহর উদাহরণ; থামার চিহ্নের ব্যবহার; পরীক্ষা–১৫	১৩৮-১৪৩
১৬তম	নূন সাকিন বা তানবীন গুন্নাহ পড়ার ৫টি নিয়ম; ইকলাব গুন্নাহর উদাহরণ; ইদগামে বা-গুন্নাহর উদাহরণ; পরীক্ষা–১৬	১৪৪-১৪৭
১৭তম	ইদগামে বেলা-গুন্নাহ উদারণ; ইজহারের উদাহরণ; ইখফা গুন্নাহর উদাহরণ; পরীক্ষা–১৭	১৪৮-১৫১
১৮তম	ছোট শব্দের প্রাকটিস ইজহার; ছোট শব্দের প্রাকটিস ইখফা; সাকিন ছোট শব্দের প্রাকটিস; আল্লাহ শব্দের প্রাকটিস (জবর, জের ও পেশ) দিয়ে; রসমে খতের বিবরণ (রিভিশন); পরীক্ষা–১৮	১৫২-১৫৭

ঘন্টা	পাঠ্য সূচি	পৃষ্ঠা
১৯তম	ছোট শব্দের প্রাকটিস ইদগামে বা-গুন্নাহ মীম সাকিন গুন্নাহর প্রাকটিস আল্লাহ শব্দের উচ্চারণের ব্যবহার (রিভিশন) অর্থসহ ঈমানে মুফাচ্ছল পরীক্ষা–১৯	১৫৮-১৬৪
২০তম	ইকলাব গুন্নাহ (রিভিশন-২) ইদগামে বা-গুন্নাহ ইদগামে বেলা-গুন্নাহ ইজহার ইখফার ব্যবহার কালিমায়ে তামজীদ অর্থসহ পরীক্ষা–২০	১৬৫-১৭২
২১তম	কুরআন শরীফ থেকে হরফ চেনা (হরকত ছাড়া) সূরা-মূলক, আয়াত-১-৭ পরীক্ষা–২১	১৭৩-১৮০
২২তম	আল-কুরআনের ছোট ছোট আয়াতের উচ্চারণ শেখা–১, (অর্থসহ) পরীক্ষা–২২	১৮১-১৮৫
২৩তম	আল-কুরআনের ছোট ছোট আয়াতের উচ্চারণ শেখা–২, (অর্থসহ) পরীক্ষা–২৩	১৮৬-১৯১
২৪তম	সূরা মূলকের (আয়াত ১-১১) উচ্চারণ ও অর্থ পরীক্ষা–২৪	১৯২-২০০
২৫তম	সূরা ফাতিহা সূরা নাছ সূরা ইখলাছ সূরা ফালাক্ব সূরা লাহাব উচ্চারণ ও অর্থ পরীক্ষা–২৫	২০১-২১০
২৬তম	সূরা-ইয়াছীন, আয়াত ১-১২ পরীক্ষা–২৬	২১১-২১৬
২৭তম	সূরা-আর রহমান, আয়াত ১-১৩ পরীক্ষা–২৭	২১৭-২২৪

নূরানী পদ্ধতিতে
২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা

-ঃ রব্বি ঝিদ্‌নী ইলমা ঃ-

অসম্ভব মনে হতে পারে কিন্তু আপনি যদি আল্লাহর উপরে ভরসা করে, আজ হতে প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে কুরআন শরীফ পড়া শিখতে শুরু করেন তবে আপনি মাত্র ২৭ দিন শেখার পর কুরআন শরীফ পড়তে, পারবেন ইন্‌শাআল্লাহ। শর্ত হল পড়তে হবে, শূন্যস্থান পূরণ করে লিখতে হবে ও পরীক্ষা দিতে হবে।

এই বইটির ৪টি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে।

❑ প্রতিটি আরবী লেখার নীচে, বাংলা উচ্চারণ দেয়া আছে।

❑ প্রচুর শূন্যস্থান পূরণ আছে। ভালো পেন্সিল ও ভালো রবার ব্যবহার করতে হবে। বইটি খাতা হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

❑ প্রতি ঘন্টা পড়ার পর পরীক্ষা আছে। ফলে আপনি পরীক্ষা দিয়ে নিজেই বুঝতে পারবেন, আপনার ঐ ঘন্টার পড়া শেখা হয়েছে কিনা।

❑ প্রতি দিন ১ ঘন্টা করে বইটি পড়ুন। মাত্র ২৭ দিনে কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারবেন, ইন্‌শাআল্লাহ।

আর কোন কথা নয়। আসুন বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে শুরু করি।

বিনীত
সংকলক ও সম্পাদক

প্রথম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য। যারা গায়েবের (অদেখা) বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে 'রিযিক' বা কল্যাণকর বস্তু দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। (২ সূরা বাকারা ঃ ১-৩)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ হযরত মুআয জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই এরশাদ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন পড়িবে এবং উহার উপর আমল করিবে তাহার পিতা মাতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি মুকুট পরানো হইবে, যাহার আলো সূর্যের আলো হইতেও বেশী হইবে যদি সেই সূর্য তোমাদের ঘরে হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজে কুরআনের উপর আমল করে তাহার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা। (আবু দাউদ, আহমদ)	

সুর করে পড়ি ও মুখস্ত করি, আরবী ডান থেকে বামে এবং বাংলা বাম থেকে ডানে পড়ি

(১)	ظ	ط	م	ا
	জোয়া	ত্বোয়া	মী-ম	আলিফ
মুখস্ত করি	আলিফ - মী-ম - ত্বোয়া - জোয়া			

(২)	ك	ف	ث	ت	ب
	কাফ	ফা	ছা	তা	বা
মুখস্ত করি	বা - তা - ছা - ফা - কাফ				

(৩)	ج	خ	ح
	জী- - - ম	খ	হাঁ
মুখস্ত করি	হাঁ - খ - জী- - - ম		

(৪)	ذ	د	و	ز	ر
	যাল	দাল	ওয়াও	ঝা	র
মুখস্ত করি	র - ঝা - ওয়াও - দাল - যাল				

(৫)	ض	ص	ش	س
	দ্বোয়াদ	ছোয়াদ	শী- - - ন	সী- - - ন
মুখস্ত করি	সী- - - ন - শী- - - ন - ছোয়াদ - দ্বোয়াদ			

(৬)	ل	ق	ن
	লাম	ক্বফ	নূ-ন
মুখস্ত করি	নূ-ন - ক্বফ - লাম		

(৭)	غ	ع	ء
	গইন	’আইন	হামযা
মুখস্ত করি	হামযা - ’আইন - গইন		

(৮)	ى / ي	ﻫ / ه
	ইয়া-	হা
মুখস্ত করি	হা - ইয়া-	

প্রচলিত পদ্ধতিতে আরবী ২৯টি হরফ

ح	ج	ث	ت	ب	ا
হাঁ	জী- - - ম	ছা	তা	বা	আলিফ
س	ز	ر	ذ	د	خ
সী- - - ন	ঝা	র	যাল	দাল	খ
ع	ظ	ط	ض	ص	ش
’আইন	জোয়া	ত্বোয়া	দ্বোয়াদ	ছোয়াদ	শী- - - ন
م	ل	ك	ق	ف	غ
মী-ম	লাম	কাফ	ক্বফ	ফা	গইন
—	ي	ء	ه	و	ن
–	ইয়া-	হামযা	হা	ওয়াও	নূ-ন

পড়ি, হরফ চিনি ও শূন্যস্থান পূরণ করি
জলছাপে হাত ঘুরাই এবং বা দিকের শূন্যস্থান পূরণ করি

ظ	ط	م	ا
জোয়া	ত্বোয়া	মী-ম	আলিফ

					ا আলিফ	ا আলিফ
					م মী-ম	م মী-ম
					ط ত্বোয়া	ط ত্বোয়া
					ظ জোয়া	ظ জোয়া

ك	ف	ث	ت	ب
কাফ	ফা	ছা	তা	বা

					ب বা	ب বা
					ت তা	ت তা
					ث ছা	ث ছা
					ف ফা	ف ফা
					ك কাফ	ك কাফ

	ج	خ	ح	
	জী- - - ম	খ	হাঁ	

					ح হাঁ	ح হাঁ
					خ খ	خ খ
					ج জী- - - ম	ج জী- - - ম

ذ	د	و	ز	ر
যাল	দাল	ওয়াও	ঝা	র

					ر র	ر র
					ز ঝা	ز ঝা
					و ওয়াও	و ওয়াও
					د দাল	د দাল
					ذ যাল	ذ যাল

ض	ص	ش	س
দ্বোয়াদ	ছোয়াদ	শী- - - ন	সী- - - ন

					س সী- - - ন	س সী- - - ন
					ش শী- - - ন	ش শী- - - ন
					ص ছোয়াদ	ص ছোয়াদ
					ض দ্বোয়াদ	ض দ্বোয়াদ

ل	ق	ن
লাম	ক্বফ	নূ-ন

					ن নূ-ন	ن নূ-ন
					ق ক্বফ	ق ক্বফ
					ل লাম	ل লাম

غ	ع	ء
গইন	’আইন	হামযা

					ء	ء
					হামযা	হামযা
					ع	ع
					’আইন	’আইন
					غ	غ
					গইন	গইন

ي	ه
ইয়া-	হা

					ه	ه
					হা	হা
					ي	ي
					ইয়া-	ইয়া-

নূরানী পদ্ধতিতে আরবী ২৯টি হরফ পড়ি ও চিনি

—	ظ জোয়া	ط ত্বোয়া	م মী-ম	ا আলিফ
ك কাফ	ف ফা	ث ছা	ت তা	ب বা
—	—	ج জী- - - ম	خ খ	ح হাঁ
ذ যাল	د দাল	و ওয়াও	ز ঝা	ر র
	ض দ্বোয়াদ	ص ছোয়াদ	ش শী- - - ন	س সী- - - ন
—	—	ل লাম	ق ক্বফ	ن নূ-ন
—	—	غ গইন	ع 'আইন	ء হামযা
—	—	—	ي ইয়া-	ه হা

পরীক্ষা–১

শূন্য ঘরে বাংলা উচ্চারণ লিখি

—	[illegible]	ا	ط	ظ
—				জোয়া
ب	ت	ك	ف	ث
—	—	ح	خ	ج
—	—			
ر	ز	و	د	ذ
—	س	ص	ش	ض
—				
—	—	ن	ق	ل
—	—			
—	—	ء	ع	غ
—	—			
—	—	—	ه	ي
—	—	—		

শূন্য ঘরে বাংলা উচ্চারণ লিখি

(১)		ظ	ط	ء	ا
					আলিফ
মুখস্ত করি	আলিফ-				
(২)	ك	ف	ث	ت	ب
					বা
মুখস্ত করি	বা-				
(৩)			ج	خ	ح
					হাঁ
মুখস্ত করি	হাঁ-				
(৪)	ذ	د	و	ز	ر
					র
মুখস্ত করি	র-				

(৫)	ض	ص	ش	س
				সী- - - ন
মুখস্ত করি	সী- - - ন			

(৬)	ل	ق	ن
			নূ-ন
মুখস্ত করি	নূ-ন		

আরবী হরফ ২৯টি

ت	ج	ا	ح	ب	ث
د	ز	ر	ذ	س	خ
ع	ظ	ش	ض	ص	ط
م	ل	ف	ك	ق	غ
⊛	ي	و	ه	ء	ن

দ্বিতীয় ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ এতদ (কুরআন) সম্পর্কে যদি তোমাদের মধ্যে কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। আর যদি তা না পার অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। (২ সূরা বাকারা ঃ ২৩-২৪)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের অন্তরেও মরিচা পড়িয়া যায় যেমন লোহা পানি পাওয়ার কারণে মরিচা পড়িয়া যায়। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহা পরিষ্কার করার উপায় কি? তিনি বলিলেন, মৃত্যুকে বেশী করিয়া স্মরণ করা এবং কুরআন পাকের তেলাওয়াত করা। (বায়হাকী)	

মাখরাজ (উচ্চারণের স্থান)-এর বিবরণ
আরবী হরফ ২৯টি, মাখরাজ ১৭টি

শতভাগ সহি শুদ্ধ আরবী হরফ উচ্চারণ শেখার জন্য একজন অভিজ্ঞ আলেমের (মাওলানা/ক্বারী/হাফেজ সাহেব) পরামর্শ নেয়া জরুরী।

মাখরাজ	বর্ণনা	হরফ	
১নং	কণ্ঠনালীর শুরু হইতে উচ্চারিত হয়	ه হা	ء হামযা
২নং	কণ্ঠনালীর মধ্যখান হইতে উচ্চারিত হয়	ح হাঁ	ع 'আইন
নোটঃ পরবর্তীতে বাংলা উচ্চারণে অনেক সময় 'আইনকে শুধু এই চিহ্ন '☐ দিয়ে লেখা হয়েছে।			
৩নং	কণ্ঠনালীর শেষ হইতে উচ্চারিত হয়	خ খ	غ গইন
৪নং	জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ق ক্বফ	

মাখরাজ	বর্ণনা	হরফ
৫নং	জিহ্বার গোড়া হইতে একটু আগে বাড়াইয়া তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ك কাফ
৬নং	জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ي | ش | ج ইয়া- | শী- - -ন | জী- - -ম
৭নং	জিহ্বার গোড়ার (যে কোন এক দিকের) কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া	ض দ্বোয়াদ
৮নং	জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাইয়া	ل লাম
৯নং	জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ن নূ-ন
১০নং	জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ر র
১১নং	জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া	ت | د | ط তা | দাল | ত্বোয়া
১২নং	জিহ্বার আগা, সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সঙ্গে লাগাইয়া	ص | س | ز ছোয়াদ | সী- - -ন | ঝা

মাখরাজ	বর্ণনা	হরফ		
১৩নং	জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া (নরম)	ث ছা	ذ যাল	ظ জোয়া
১৪নং	নীচের ঠোটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া	ف ফা		
১৫নং	দুই ঠোঁটের মধ্যস্থল হইতে পড়া হয়	م মী-ম	و ওয়াও	ب বা
১৬নং	মুখের খালি জায়গা হইতে মাদের হরফ পড়া হয়	بُوْ বু-	بِيْ বি-	بَا বা-
১৭নং	নাকের বাঁশি হইতে গুন্নাহ্ পড়া হয়	اِنّ ইন্ ~না	اَمّ আম্ ~মা	

নোট ঃ (ا) আলিফে হরকত দিলে (ء) হামযার মত উচ্চারণ হয়।

পরীক্ষা–২

শূন্যস্থান পূরণ করি

মাখরাজ	বর্ণনা	হরফ	
১নং			ء হামযা
২নং		ح হাঁ	

মাখরাজ	বর্ণনা	হরফ
৩নং		غ
৪নং		ق
৫নং		ك
৬নং		ي ش ج
৭নং		ض
৮নং		ل
৯নং		ن
১০নং		ر

মাখরাজ	বর্ণনা	হরফ
১১নং		ط
১২নং		ز س ص
১৩নং		ذ
১৪নং		ف
১৫নং		م
১৬নং		بَا بِيْ بُوْ
১৭নং		اَمَّ اِنَّ

তৃতীয় ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয় কুরআন

অর্থ ঃ যদি আমি এই কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (৫৯ সূরা হাশর ঃ ২১)

হাদীসের বাণী	বিষয় কুরআন

অর্থ ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিতঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পড়িবে, উহার বিনিময়ে সে একটি নেকী লাভ করিবে এবং (সেই) এক নেকীর সওয়াব দশ নেকীর সমান হইবে। আমি এই কথা বলি না যে, পুরা আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর বরং আলিফ এক অক্ষর, লাম এক অক্ষর এবং মীম এক অক্ষর। (তিরমিযী)

মনে রাখার জন্য

১০ টি কায়দায় ২৪ হরফ এবং কায়দা ছাড়া ৫ হরফ, মোট ২৯টি হরফ মনে রাখব।

(১) ب নকশায় ৫টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ی / ي	ن	ث	ت	ب
	ইয়া	নূ-ন	ছা	তা	বা
নোকতা	নীচে	উপরে	উপরে	উপরে	নীচে
	দুইটি	একটি	তিনটি	দুইটি	একটি

(২) ح নকশায় ৩টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ج	خ	ح
	জী- - -ম	খ	হাঁ
নোকতা	পেটে একটি	উপরে একটি	নাই

(৩) د নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ذ	د
	যাল	দাল
নোকতা	উপরে একটি	নাই

(৪) ر নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ز	ر
	ঝা	র
নোকতা	উপরে একটি	নাই

(৫) ع নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	غ গইন	ع ’আইন
নোকতা	উপরে একটি	নাই

(৬) ڡ নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ق ক্বফ	ف ফা
নোকতা	উপরে দুইটি	উপরে একটি

(৭) ص নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ض দ্বোয়াদ	ص ছোয়াদ
নোকতা	উপরে একটি	নাই

(৮) ط নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ظ জোয়া	ط ত্বোয়া
নোকতা	উপরে একটি	নাই

(৯) ل নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ك কাফ	ل লাম
প্যাচ	আছে	নাই

(১০) س নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ش শী- - -ন	س সী- - -ন
নোকতা	উপরে তিনটি	নাই

(১১) মনে রাখার কায়দা ছাড়া হরফ ৫টি ঃ

ه / ه	ء	و	م	ا
হা	হামযা	ওয়াও	মী-ম	আলিফ

নোট ঃ হা (ه এবং ه) দুই ভাবেই লেখা যায়।

সংযুক্ত অক্ষর পড়ি ও শিখি

ع	غ	ج	ث	ت	ظ	ط	م
'আইন	গইন	জী- - -ম	ছা	তা	জোয়া	ত্বোয়া	মী-ম
خ	ك	ل	ق	س	ش	ض	ص
খ	কাফ	লাম	ক্বফ	সী- - -ন	শী- - -ন	দ্বোয়াদ	ছোয়াদ

নোট ঃ (১) হামযা (ء) এর সাথে হরকত (জবর, জের, পেশ) দিলে আলিফ (ا) এর মত উচ্চারণ হবে।

(২) خ ر ص ض ط ظ غ ق জবর দিলে ও আকার উচ্চারণ না হয়ে সেই হরফটিই উচ্চারণ হবে। এটি একটি ব্যতিক্রম।

পড়ি, জলছাপে হাত ঘুরাই ও শূন্যস্থান পূরণ করি

(১)

আলিফ	মীম	ত্বোয়া	জোয়া

হরফ	ظ	ط	م	ا
সংযুক্ত হরফ	ـظـ	ـطـ	ـمـ	ا
উচ্চারণ	জোয়া	ত্বোয়া	মী-ম	আলিফ
–	আলিফ বাম দিকে ও মাঝে সংযুক্ত হবে না।			
হরফ				
সংযুক্ত হরফ				ا

(২)

বা	তা	ছা	ফা	কাফ

হরফ	ك	ف	ث	ت	ب
সংযুক্ত হরফ	ـكـ	ـفـ	ـثـ	ـتـ	بـ
উচ্চারণ	কাফ	ফা	ছা	তা	বা
হরফ					ب
সংযুক্ত হরফ					بـ

(৩)

হাঁ	খ	জী- - -ম

হরফ	ج	خ	ح
সংযুক্ত হরফ	جـ	خـ	حـ
উচ্চারণ	জী- - -ম	খ	হাঁ
হরফ			ح
সংযুক্ত হরফ			حـ

(৪)

র	ঝা	ওয়াও	দাল	যাল

হরফ	ذ	د	و	ز	ر
উচ্চারণ	যাল	দাল	ওয়াও	ঝা	র
–	এই ৫টি হরফ সংযুক্ত হবে না।				
হরফ					ر

(৫)

সী- - -ন	শী- - -ন	ছোয়াদ	দ্বোয়াদ

হরফ	ض	ص	ش	س
সংযুক্ত হরফ	ضا	صـ	شـ	سـ
উচ্চারণ	দ্বোয়াদ	ছোয়াদ	শী- - -ন	সী- - - ন
হরফ				س
সংযুক্ত হরফ				سـ

(৬)

নূ-ন	ক্বফ	লাম

হরফ	ل	ق	ن
সংযুক্ত হরফ	ل	قـ	نـ
উচ্চারণ	লাম	ক্বফ	নূ-ন
হরফ			ن
সংযুক্ত হরফ			نـ

(৭)

হামযা	'আইন	গইন

হরফ	غ	ع	ء
সংযুক্ত হরফ	غـ	ـعـ	ء
উচ্চারণ	গইন	'আইন	হামযা
–	হামযা সংযুক্ত হবে না।		
হরফ			
সংযুক্ত হরফ			ء

(৮)

হা	ইয়া-

হরফ	ي	ه
সংযুক্ত হরফ	ـي	هـ
উচ্চারণ	ইয়া-	হা
হরফ		
সংযুক্ত হরফ		هـ

(৯) মনে রাখার জন্য (নীচের ৭টি হরফ প্রথমে ও মাঝে সংযুক্ত হবে না)

ا	ء	ذ	د	و	ز	ر
আলিফ	হামযা	যাল	দাল	ওয়াও	ঝা	র
ا	ء	ذ	د	و	ز	ر

-ঃ দোয়া ঃ-

হাম গুনাহ্গার আওর তু গাফ্ফার হায় — ہم گنہگار اور تو غفّار ہے

হাম ভরে আইবূঁ ছে তু ছাত্তার হায় — ہم بھرے عیبوں سے تو ستّار ہے

অর্থঃ আমরা গুনাহগার তুমি যে গাফ্ফার, লুকিয়ে রাখ সকল দোষ তুমি যে ছাত্তার।

তু ওহ্ ক্বদের হায় কে জো চাহে করে — تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے

জিসকো চাহে দে জিসে চাহে না দে — جس کو چاہے دے جسے چاہے نہ دے

অর্থঃ তুমি বড় শক্তিশালী যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, যাকে ইচ্ছা দান কর, যাকে ইচ্ছা মাহ্রূম কর।

পরীক্ষা–৩

শূন্যস্থান পূরণ করি

(১) ب নকশায় ৫টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ي / يـ	ن	ث	ت	ب
					বা
নোকতা					

(২) ح নকশায় ৩টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ج	خ	ح
			হাঁ
নোকতা			

(৩) د নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ذ	د
		দাল
নোকতা		

(৪) ر নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ز	ر ব্ল
নোকতা		

(৫) ع নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	غ	ع 'আইন
নোকতা		

(৬) ف নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ق	ف ফা
নোকতা		

(৭) ص নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ض	ص ছোয়াদ
নোকতা		

(৮) ط নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ظ	ط ত্বোয়া
নোকতা		

(৯) ل নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ك	ل লাম
প্যাচ		

(১০) س নকশায় ২টি হরফ ঃ

মনে রাখি	ش	س
		সী- - - ন
নকতা		

(১১) মনে রাখার কায়দা ছাড়া হরফ ৫টি ঃ

ه / ৪	ء	و	م	ا
				আলিফ

নোট ঃ হা (ه এবং ه) দুই ভাবেই লেখা যায়।

কোন নকশায় কয়টি হরফ মনে রাখি

ط	ل	ص	ح	ف	ر	د	ب
২টি	২টি	২টি	৩টি	২টি	২টি	২টি	৫টি
মোট হরফ	ه	ء	و	م	ا	س	ع
২৯টি	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	২টি	২টি

চতুর্থ ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়
কুরআন

অর্থ ঃ এবং নিশ্চিতই এটা (কুরআন) মু'মিনদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। আপনার পালনকর্তা নিজ শাসন ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ। অতএব, আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন। (২৭ সূরা নমল ঃ ৭৭-৭৯)

হাদীসের বাণী

বিষয়
কুরআন

অর্থ ঃ হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু যর! তুমি যদি সকাল বেলায় গিয়া কালামুল্লাহ (কুরআন) শরীফের একটি আয়াত শিক্ষা কর তবে উহা একশত রাকাআত নফল নামাজ হইতে উত্তম। আর যদি এলেমের একটি অধ্যায় শিক্ষা কর, চাই উহার উপর আমল করা হউক বা না হউক তবে উহা এক হাজার রাকাআত নফল নামাজ হইতে উত্তম। (ইবনে মাজাহ)

হরফ চেনার সহজ উপায়

বর্তমান এই ১১টি হরফের সংযুক্ত নকশা থেকে আমরা ২২টি হরফ শিখবো। **জলছাপে হাত ঘুরাই ও শূণ্যস্থান পূরণ করি।**

(১) প্রথম নকশা بـ হরফ শিখবো -৫টি

يـ	ي	نـ	ن	ثـ	ث	تـ	ت	بـ	ب
ইয়া-		নূ-ন		ছা		তা		বা	
									ب

(২) ২য় নকশা فـ হরফ শিখবো - ২টি

قـ	ق	فـ	ف
ক্বফ		ফা	
			ف

(৩) ৩য় নকশা ـسـ হরফ শিখবো - ২টি

شـ	ش	سـ	س
শী- - - ন		সী- - -ন	
			س

(৪) ৪র্থ নকশা ـصـ হরফ শিখবো - ২টি

ضـ	ض	صـ	ص
দ্বোয়াদ		ছোয়াদ	
			ص

(৫) ৫ম নকশা ـطـ হরফ শিখবো - ২টি

ظـ	ظ	طـ	ط
জোয়া		ত্বোয়া	
			ط

(৬) ৬ষ্ঠ নকশা ـحـ হরফ শিখবো - ৩টি

جـ	ج	خـ	خ	حـ	ح
জী- - -ম		খ		হাঁ	
					ح

(৭) ৭ম নকশা ـعـ হরফ শিখবো - ২টি

غـ	غ	عـ	ع
গইন		’আইন	
			ع

(৮) অবশিষ্ট সংযুক্ত নকশা لكهم হরফ শিখবো ৪-টি

ـم	م	ـه	ه	ـك	ك	ـل	ل
মী-ম		হা		কাফ		লাম	
							ل

(৯) সংযুক্তি ছাড়া হরফ ৭টি

ا	ء	ذ	د	و	ز	ر
আলিফ	হামযা	যাল	দাল	ওয়াও	ঝা	র
						ر

* সংযুক্তসহ হরফ ২৯টি ঃ (৫ + ২ + ২ + ২ + ২ + ৩ + ২ + ৪ + ৭)

এক নজরে হরফ চেনার ছক

ছকটি হরফগুলির উপরে-নীচে ও বামে-ডানে লক্ষ্য করলে খুব সহজে বোঝা যাবে

নকশা	بـ	ـفـ	ـسـ	ـصـ	ـطـ	ـجـ	ـعـ	ـلـ	ـکـ	ـهـ	ـمـ		মোট
উচ্চারণ	বা	ফা	সীন	ছোয়াদ	তোয়া	জীম	'আইন	লাম	কাফ	হা	মীম		
হরফ সংখ্যা	৫	২	২	২	২	৩	২	১	১	১	১		২২টি
বা টাইপ	ـبـ	বা	ـتـ	তা	ـثـ	ছা	ـنـ	নূন	ـيـ	ইয়া			৫টি
ফা টাইপ		ـفـ	ফা	ـقـ	ক্বফ								২টি
ছীন টাইপ			ـسـ সী- - -ন		ـشـ	শী- - -ন							২টি
ছোয়াদ টাইপ				ـصـ	ছোয়াদ	ـضـ	দ্বোয়াদ						২টি
তোয়া টাইপ					ـطـ	ত্বোয়া	ـظـ	জোয়া					২টি
জীম টাইপ						ـجـ	জী---ম	ـخـ	খ	ـحـ	হা		৩টি
আইন টাইপ							ـعـ	আইন	ـغـ	গইন			২টি
লাম								ـلـ	লাম				১টি
কাফ									ـکـ	কাফ			১টি
হা										ـهـ	হা		১টি
মীম											ـمـ	মীম	১টি
												মোট	২২টি
সংযুক্তিহীন হরফ	ر র	ز ঝা		و ওয়াও		د দাল	ذ যাল		ء হামযা		ا আলিফ		৭টি
									সর্বমোট হরফ				২৯টি

কলকলার হরফ পাঁচটি

শিখি জলছাপে হাত ঘুরাই ও শূন্যস্থান পূরণ করি

কলকলার পাঁচটি হরফে পাল্টা আওয়াজ হবে

د	ج	ب	ط	ق
দাল	জী- - -ম	বা	ত্বোয়া	ক্বফ

			اَقْ	اَقْ	ق
			আক্ব	আক্ব	ক্বফ
			بَطْ	بَطْ	ط
			বাত্ব	বাত্ব	তো-য়া
			تَبْ	تَبْ	ب
			তাব্	তাব্	বা
			اَجْ	اَجْ	ج
			আজ্	আজ্	জী- - -ম
			اَدْ	اَدْ	د
			আদ্	আদ্	দাল

পরীক্ষা–৪

শূন্যস্থান পূরণ করি

(১) প্রথম নকশা ـبِ হরফ শিখবো -৫টি

ـيـ	ي	ـنـ	ن	ـثـ	ث	ـتـ	ت	ـبـ	ب
									বা
									ب

(২) ২য় নকশা ـفـ হরফ শিখবো - ২টি

ـقـ	ق	ـفـ	ف
			ف

(৩) ৩য় নকশা ـسـ হরফ শিখবো - ২টি

ـشـ	ش	ـسـ	س
			س

(৪) ৪র্থ নকশা ـصـ হরফ শিখবো - ২টি

ـضـ	ض	ـصـ	ص
			ص

(৫) ৫ম নকশা ـطـ হরফ শিখবো - ২টি

ـظ	ظ	ـط	ط
		তোয়া	
			ط

(৬) ৬ষ্ঠ নকশা ـحـ হরফ শিখবো - ৩টি

ـج	ج	ـخ	خ	ـح	ح
					ح

(৭) ৭ম নকশা ـعـ হরফ শিখবো - ২টি

ـغ	غ	ـع	ع
			ع

(৮) অবশিষ্ট সংযুক্ত নকশা لكهم হরফ শিখবো ৪-টি

ـم	م	ـه	٥	ـک	ك	ـل	ل
							ل

(৯) সংযুক্তি ছাড়া হরফ ৭টি

ا	ء	ذ	د	و	ز	ر
						র
						ر

(১০) ২৯টি হরফ চেনা (শূন্যস্থান পূরণ করি)

ف	ث	ت	ب	ظ	ط	ح	ا
							আলিফ
							ك
দাল	ওয়া	ঝা	র	জীম	খ	হাঁ	কাফ
ل	ق	ن	ض	ص	ش	س	ذ
							জাল
							ع
			ইয়া-	হা	গইন	’আইন	হামযা

পঞ্চম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়। আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না। (৭ সূরা আরাফ ঃ ২০৪-২০৫)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন সাহেবে কুরআনকে বলা হইবে, কুরআন শরীফ পড়িতে থাক এবং বেহেশতে মর্যাদার স্তরসমূহ আরোহণ করিতে থাক এবং থামিয়া থামিয়া পড় যেভাবে দুনিয়াতে থামিয়া থামিয়া পড়িতে। তোমার মর্যাদা উহাই হইবে, যেখানে তুমি শেষ আয়াতে পৌঁছিবে। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)	

যাহাই জযম
তাহাই সাকিন

জযম

بْ*	بْ	بْ	জযম ৩ ভাবে লেখা যায়।
বা-এর উপর জযম			

			** بَسْ	بَسْ বাছ	জযম ওয়ালা হরফ ডান দিকের হরকতের সাথে একত্রে একবার মিলিয়ে পড়তে হয়
			بَرْ	بَرْ বার	
			بَتْ	بَتْ বাত	

নোট ঃ

❑* এই বইয়ে এই জযমটি (بْ) ব্যবহার করা হয়েছে। একে অনেকে কলিকাতা ছাপা বলে।

❑** যেখানেই এ রকম জলছাপ থাকবে, তাতে পেন্সিল দিয়ে হাত ঘুরাবো এবং তার বামের বা নীচের খালি ঘরগুলো জল ছাপের মত করে লিখবো।

সাকিনের ব্যবহার আলিফ দিয়ে

জবর + সাকিন

اَبْ	=	بْ	+	اَ
আব্		বা সাকিন		আলিফ-জবর
اَبْ	=	بْ	+	اَ
আব্		বা সাকিন		আলিফ-জবর

জের + সাকিন

اِبْ	=	بْ	+	اِ
ইব্		বা সাকিন		আলিফ-জের
اِبْ	=	بْ	+	اِ
ইব্		বা সাকিন		আলিফ-জের

পেশ + সাকিন

أُبْ	=	بْ	+	أُ
উব্		বা সাকিন		আলিফ-পেশ
أُبْ	=	بْ	+	أُ
উব্		বা সাকিন		আলিফ-পেশ

সাকিনের প্রাক্‌টিস ب (বা) দিয়ে

بَلْ	=	لْ	+	بَ
বাল্		লাম সাকিন		বা-জবর
بَلْ	=	لْ	+	بَ
বাল্		লাম সাকিন		বা-জবর

بِلْ	=	لْ	+	بِ
বিল		লাম সাকিন		বা-জের
بِلْ	=	لْ	+	بِ
বিল		লাম সাকিন		বা-জের

بُلْ	=	لْ	+	بُ
বুল		লাম সাকিন		বা-পেশ
بُلْ	=	لْ	+	بُ
বুল		লাম সাকিন		বা-পেশ

সাকিনের প্রাক্‌টিস জীম দিয়ে

جَنْ	=	نْ	+	جَ
জান		নূ-ন সাকিন		জিম-জবর
جَنْ	=	نْ	+	جَ
জান		নূ-ন সাকিন		জিম-জবর

جِنْ	=	نْ	+	جِ
জিন		নূ-ন সাকিন		জিম-জের
جِنْ	=	نْ	+	جِ
জিন		নূ-ন সাকিন		জিম-জের

جُنْ	=	نْ	+	جُ
জুন		নূ-ন সাকিন		জিম-পেশ
جُنْ	=	نْ	+	جُ
জুন		নূ-ন সাকিন		জিম-পেশ

(১) সাকিনের ব্যবহার শেখা- জবর দিয়ে ঃ

سَلْ	طَتْ	سَتْ	يَتْ	كَتْ	لَتْ	بَتْ
সাদ্	তত্	সাত্	ইয়াত্	কাত্	লাত্	বাত্
كَبْ	غَتْ	قَتْ	بَتْ	دَتْ	مَتْ	فَتْ
কাব্	গত্	ক্বত্	বাত্	দাত্	মাত্	ফাত্
نَتْ	مَنْ	عَتْ	ثَتْ	نَتْ	اَتْ	حَتْ
নাত্	মান্	’আত্	ছাত্	নাত্	আত্	হাঁত্
ظَتْ	بَعْ	جَتْ	رَتْ	ءَتْ	تَتْ	صَتْ
জোয়াত্	বা‘আ	জাত্	রত্	আত্	তাত্	ছত্

(২) সাকিনের ব্যবহার শেখা- জের দিয়ে ঃ

سِلْ	طِتْ	سِتْ	يِتْ	كِتْ	لِتْ	بِتْ
সিদ্	তিত্	সিত্	য়িত্	কিত্	লিত্	বিত্
كِبْ	غِتْ	قِتْ	بِتْ	دِتْ	مِتْ	فِتْ
কিব্	গিত্	ক্বিত্	বিত্	দিত্	মিত্	ফিত্
دِتْ	مِنْ	عِتْ	ثِتْ	نِتْ	اِتْ	حِتْ
দিত্	মিন্	ই‘ত্	ছিত্	নিত্	ইত্	হিঁত্

(৩) সাকিনের ব্যবহার শেখা- পেশ দিয়ে ঃ

سُلْ	طُتْ	سُتْ	يُتْ	كُتْ	لُتْ	بُتْ
সুদ্	তুত্	সুত্	ইয়ুত	কুত্	লুত্	বুত্
كُبْ	غُتْ	قُتْ	بُتْ	دُتْ	مُتْ	فُتْ
কুব্	গুত্	ক্বুত্	বুত্	দুত্	মুত্	ফুত্
دُتْ	مُنْ	عُتْ	ثُتْ	نُتْ	اُتْ	حُتْ
দুত্	মুন্	উ‘ত্	ছুত্	নুত্	উত্	হুঁত্
ظُتْ	بُعْ	جُتْ	رُتْ	ءُتْ	تُتْ	صُتْ
জুউত	বু‘য়	জুত্	রুত্	উত্	তুত্	ছুত্

সাকিন প্রাক্‌টিস–৪

هُنْ	غَتْ	ثَتْ	تَتْ	كَلْ
হুন্	গত্	ছাত্	তাত্	কাল্
ثُمْ	مَنْ	رَتْ	كَتْ	اِنْ
ছুম্	মান্	রত্	কাত্	ইন্
غُنْ	بَنْ	سَتْ	دَتْ	حَتْ
গুন্	বান্	ছাত্	দাত্	হাঁত্
لَلْ	سَدْ	قَتْ	نَتْ	بَتْ
লাল্	ছাদ্	ক্বত্	নাত্	বাত্
قَدْ	كَبْ	عَتْ	ءَتْ	فَتْ
ক্বদ্	কাব্	‘আত্	আত্	ফাত্
صَدْ	ذَتْ	جَتْ	يَتْ	صَتْ
ছদ্	দাত্	জাত্	ইয়াত্	ছত্
مَكْ	ظَتْ	طَتْ	بَتْ	لَتْ
মাক্	জোয়াত্	ত্বত্	বাত্	লাত্

নোট ঃ (১) হামযা (ء) এর সাথে হরকত (জবর, জের, পেশ) দিলে আলিফ (ا) এর মত উচ্চারণ হবে। (২) خ ر ص ض ط ظ غ ق জবর দিলে ও আকার উচ্চারণ না হয়ে সেই হরফটিই উচ্চারণ হবে। এটি একটি ব্যতিক্রম।

পরীক্ষা–৫

শূন্যস্থান পূরণ করি

هُ^نْ	غَ^تْ	ثَ^تْ	تَ^تْ	كَ^لْ
ثُ^مْ	مَ^نْ	رَ^تْ	كَ^تْ	اِ^نْ
غُ^نْ	بَ^نْ	سَ^تْ	دَ^تْ	حَ^تْ
لَ^لْ	سَ^لْ	قَ^تْ	نَ^تْ	بَ^تْ
قَ^لْ	كَ^بْ	عَ^تْ	ءَ^تْ	فَ^تْ
صَ^لْ	دَ^تْ	جَ^تْ	يَ^تْ	صَ^تْ
مَ^كْ	ظَ^تْ	طَ^تْ	بَ^تْ	لَ^تْ

শূন্য ঘরে বাংলা উচ্চারণ লিখি

দُوْ	دِىْ	دَا	حُوْ	حِىْ	حَا	بُوْ	بِىْ	بَا
								বা-
فُوْ	فِىْ	فَا	عُوْ	عِىْ	عَا	خُوْ	خِىْ	خَا
								খা-
لُوْ	لِىْ	لَا	طُوْ	طِىْ	طَا	صُوْ	صِىْ	صَا
								ছা-
مُوْ	مِىْ	مَا	اُوْ	اِىْ	اَا	سُوْ	سِىْ	سَا
								ছা-
هُوْ	هِىْ	هَا	ءُوْ	ءِىْ	ءَا	وُوْ	وِىْ	وَا
								ওয়া-

ষষ্ঠ ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: মৃত্যু

অর্থ ঃ প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে সফলকাম হবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নয়।
(৩ আল ইমরান ঃ ১৮৫)

হাদীসের বাণী	বিষয়: কুরআন

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ বর্ণিত আছে যে, নামাজের ভিতর কুরআন তেলাওয়াত করা নামাজের বাহিরে তেলাওয়াত করা হইতে উত্তম। আর নামাজের বাহিরে তেলাওয়াত করা তসবীহ এবং তকবীর হইতে উত্তম। আর তসবীহ পড়া ছদকা হইতে উত্তম। আর ছদকা রোজা হইতে উত্তম। আর রোজা দোজখ হইতে বাচিবার জন্য ঢালস্বরূপ। (বায়হাকী)

বিভিন্ন হরফের সাথে (ا) আলিফ যুক্ত হলে তার চেহারা কেমন হবে তা চিনি জলছাপে হাত ঘুরাই ও শূন্যস্থান পূরণ করি

با	=	ا	+	ب
বা-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	বা

			নকশা	=	আলিফ	যোগ	হরফ
		با	با		ا	+	ب
		বা-আলিফ	বা-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	বা
		تا	تا		ا	+	ت
		তা-আলিফ	তা-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	তা
		ثا	ثا		ا	+	ث
		ছা-আলিফ	ছা-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	ছা
		فا	فا		ا	+	ف
		ফা-আলিফ	ফা-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	ফা
		كا	كا		ا	+	ك
		কাফ-আলিফ	কাফ-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	কাফ

			নকশা	=	আলিফ	যোগ	হরফ
		حا	حا		ا	+	ح
		হাঁ-আলিফ	হাঁ-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	হাঁ
		خا	خا		ا	+	خ
		খ-আলিফ	খ-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	খ
		جا	جا		ا	+	ج
		জী- - -ম-আলিফ	জী- - -ম-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	জী- - -ম

			নকশা	=	আলিফ	যোগ	হরফ
		سا	سا		ا	+	س
		সী- - -ন-আলিফ	সী- - -ন-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	সী- - -ন
		شا	شا		ا	+	ش
		শী- - -ন-আলিফ	শী- - -ন-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	শী- - -ন
		صا	صا		ا	+	ص
		ছোয়াদ-আলিফ	ছোয়াদ-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	ছোয়াদ
		ضا	ضا		ا	+	ض
		দ্বোয়াদ-আলিফ	দ্বোয়াদ-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	দ্বোয়াদ

			নকশা	=	আলিফ	যোগ	হরফ
		نا	نا		ا	+	ن
		নূ-ন-আলিফ	নূ-ন-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	নূ-ন
		قا	قا		ا	+	ق
		ক্বফ-আলিফ	ক্বফ-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	ক্বফ
		لا	لا		ا	+	ل
		লাম-আলিফ	লাম-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	লাম

			নকশা	=	আলিফ	যোগ	হরফ
		عا	عا		ا	+	ع
		আইন-আলিফ	আইন-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	’আইন
		ها	ها		ا	+	ه
		হা-আলিফ	হা-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	হা
		يا	يا		ا	+	ي
		ইয়া-আলিফ	ইয়া-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	ইয়া

			নকশা	=	আলিফ	যোগ	হরফ
		ما	ما		ا	+	م
		মী-ম-আলিফ	মী-ম-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	মী-ম
		طا	طا		ا	+	ط
		ত্বোয়া-আলিফ	ত্বোয়া-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	ত্বোয়া
		ظا	ظا		ا	+	ظ
		জোয়া-আলিফ	জোয়া-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	জোয়া

সাতটি হরফ ব্যতিক্রম তারা (প্রথমে) সংযুক্ত হবে না

ا	ء	ذ	د	و	ز	ر
আলিফ	হামযা	যাল	দাল	ওয়াও	ঝা	র

বিভিন্ন হরফের সাথে (و) ওয়াও যুক্ত হলে তার চেহারা কেমন হবে তা চিনি জলছাপে হাত ঘুরাই ও শূন্যস্থান পূরণ করি

بو	=	و	+	ب
বা-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	বা

			নকশা	=	ওয়াও	যোগ	হরফ
		بو	بو		و	+	ب
		বা-ওয়াও	বা-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	বা
		تو	تو		و	+	ت
		তা-ওয়াও	তা-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	তা
		ثو	ثو		و	+	ث
		ছা-ওয়াও	ছা-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	ছা
		فو	فو		و	+	ف
		ফা-ওয়াও	ফা-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	ফা
		كو	كو		و	+	ك
		কাফ-ওয়াও	কাফ-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	কাফ

			নকশা	=	ওয়াও	যোগ	হরফ
		حو	حو		و	+	ح
		হাঁ-ওয়াও	হাঁ-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	হাঁ
		خو	خو		و	+	خ
		খ-ওয়াও	খ-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	খ
		جو	جو		و	+	ج
		জী- - -ম-ওয়াও	জী- - -ম-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	জী- - -ম

			নকশা	=	ওয়াও	যোগ	হরফ
		سو	سو		و	+	س
		সী- - -ন-ওয়াও	সী- - -ন-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	সী- - -ন
		شو	شو		و	+	ش
		শী- - -ন-ওয়াও	শী- - -ন-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	শী- - -ন
		صو	صو		و	+	ص
		ছোয়াদ-ওয়াও	ছোয়াদ-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	ছোয়াদ
		ضو	ضو		و	+	ض
		দোয়াদ-ওয়াও	দোয়াদ-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	দোয়াদ

			নকশা	=	ওয়াও	যোগ	হরফ
		نو	نو		و	+	ن
		নূ-ন-ওয়াও	নূ-ন-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	নূ-ন
		قو	قو		و	+	ق
		ক্বফ-ওয়াও	ক্বফ-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	ক্বফ
		لو	لو		و	+	ل
		লাম-ওয়াও	লাম-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	লাম

নোট ঃ জলছাপে হাত ঘুরাই এবং বাম পাশের শূন্য ঘরগুলো পূরণ করি।

			নকশা	=	ওয়াও	যোগ	হরফ
		عو 'আইন-ওয়াও	عو 'আইন-ওয়াও	=	و ওয়াও	+ যোগ	ع 'আইন
		هو হা-ওয়াও	هو হা-ওয়াও	=	و ওয়াও	+ যোগ	ه হা
		يو ইয়া-ওয়াও	يو ইয়া-ওয়াও	=	و ওয়াও	+ যোগ	ي ইয়া

			নকশা	=	ওয়াও	যোগ	হরফ
		مو মীম-ওয়াও	مو মীম-ওয়াও	=	و ওয়াও	+ যোগ	م মীম
		طو তোয়া-ওয়াও	طو তোয়া-ওয়াও	=	و ওয়াও	+ যোগ	ط ত্বোয়া
		ظو জোয়া-ওয়াও	ظو জোয়া-ওয়াও	=	و ওয়াও	+ যোগ	ظ জোয়া

সাতটি হরফ ব্যতিক্রম তারা (প্রথমে) সংযুক্ত হবে না

ا	ء	ذ	د	و	ز	ر
আলিফ	হামযা	যাল	দাল	ওয়াও	ঝা	র

পরীক্ষা–৬

জলছাপে হাত ঘুরাই ও শূন্যস্থান পূরণ করি

با	=	ا	+	ب
বা-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	বা

			নকশা	=	আলিফ	যোগ	হরফ
		با	با		ا	+	ب
		বা-আলিফ	বা-আলিফ	=	আলিফ	যোগ	বা
		تا	تا		ا	+	ت
		ثا	ثا		ا	+	ث
		فا	فا		ا	+	ف
		كا	كا		ا	+	ك

			নকশা	=	আলিফ	যোগ	হরফ
		حا	حا		ا	+	ح
		خا	خا		ا	+	خ
		جا	جا		ا	+	ج

হরফ	যোগ	আলিফ	=	নকশা			
س	+	ا		سا	سا		
ش	+	ا		شا	شا		
ص	+	ا		صا	صا		
ض	+	ا		ضا	ضا		

হরফ	যোগ	আলিফ	=	নকশা			
ن	+	ا		نا	نا		
ق	+	ا		قا	قا		
ل	+	ا		لا	لا		

নোট ঃ জলছাপে হাত ঘুরাই এবং বাম পাশের শূন্য ঘরগুলো পূরণ করি।

			নকশা	=	আলিফ	যোগ	হরফ
		عا	عا		ا	+	ع
		ها	ها		ا	+	ه
		يا	يا		ا	+	ي

			নকশা	=	আলিফ	যোগ	হরফ
		ما	ما		ا	+	م
		طا	طا		ا	+	ط
		ظا	ظا		ا	+	ظ

সাতটি হরফ ব্যতিক্রম তারা (প্রথমে) সংযুক্ত হবে না

ا	ء	ذ	د	و	ز	ر
						র

বিভিন্ন হরফের সাথে (و) ওয়াও যুক্ত হলে তার চেহারা কেমন হবে তা চিনি জলছাপে হাত ঘুরাই ও শূন্যস্থান পূরণ করি

بو	=	و	+	ب
বা-ওয়াও	=	ওয়াও	যোগ	বা

		নকশা		=	ওয়াও	যোগ	হরফ
		بو বা-ওয়াও	بو বা-ওয়াও	=	و ওয়াও	+ যোগ	ب বা
		تو	تو		و	+	ت
		ثو	ثو		و	+	ث
		فو	فو		و	+	ف
		كو	كو		و	+	ك

		নকশা		=	ওয়াও	যোগ	হরফ
		حو	حو		و	+	ح
		خو	خو		و	+	خ
		جو	جو		و	+	ج

			নকশা	=	ওয়াও	যোগ	হরফ
		سو	سو		و	+	س
		شو	شو		و	+	ش
		صو	صو		و	+	ص
		ضو	ضو		و	+	ض

			নকশা	=	ওয়াও	যোগ	হরফ
		نو	نو		و	+	ن
		قو	قو		و	+	ق
		لو	لو		و	+	ل

নোট ঃ জলছাপে হাত ঘুরাই এবং বাম পাশের শূন্য ঘরগুলো পূরণ করি।

			নকশা	=	ওয়াও	যোগ	হরফ
		عو	عو		و	+	ع
		هو	هو		و	+	ه
		يو	يو		و	+	ي

			নকশা	=	ওয়াও	যোগ	হরফ
		مو	مو		و	+	م
		طو	طو		و	+	ط
		ظو	ظو		و	+	ظ

সাতটি হরফ ব্যতিক্রম তারা (প্রথমে) সংযুক্ত হবে না

ا	ء	ذ	د	و	ز	ر
						র

সপ্তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: কুরআন

অর্থ ঃ বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও যমীনের এবং না আসমানের। (১০ সূরা ইউনুস ঃ ৬১-৬২)

হাদীসের বাণী

বিষয়: কুরআন

অর্থ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন পড়িল অতঃপর উহা হেফজ ইয়াদ করিল এবং উহার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জানিল, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতে দাখেল করিবেন এবং তাহার পরিবারের এমন দশজন লোকের জন্য তাহার সুপারিশ কবুল করিবেন, যাহাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

বিভিন্ন হরফের সাথে (ى) ইয়া যুক্ত হলে তার চেহারা কেমন হবে তা চিনি ও শূন্যস্থান পূরণ করি

بى	=	ى	+	ب
বা-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	বা

			নকশা	=	ইয়া	যোগ	হরফ
		بى	بى		ى	+	ب
		বা-ইয়া	বা - ইয়া	=	ইয়া	যোগ	বা
		تى	تى		ى	+	ت
		তা-ইয়া	তা - ইয়া	=	ইয়া	যোগ	তা
		ثى	ثى		ى	+	ث
		ছা-ইয়া	ছা - ইয়া	=	ইয়া	যোগ	ছা
		فى	فى		ى	+	ف
		ফা-ইয়া	ফা - ইয়া	=	ইয়া	যোগ	ফা
		كى	كى		ى	+	ك
		কাফ-ইয়া	কাফ - ইয়া	=	ইয়া	যোগ	কাফ

			নকশা	=	ইয়া	যোগ	হরফ
		حى	حى		ى	+	ح
		হাঁ-ইয়া	হাঁ - ইয়া	=	ইয়া	যোগ	হাঁ
		خى	خى		ى	+	خ
		খ-ইয়া	খ - ইয়া	=	ইয়া	যোগ	খ
		جى	جى		ى	+	ج
		জী- - -ম-ইয়া	জী- - - ম ইয়া	=	ইয়া	যোগ	জী- - - ম
			নকশা	=	ইয়া	যোগ	হরফ
		سى	سى		ى	+	س
		সী- - -ন-ইয়া	সী- - - ন-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	সী- - -ন
		شى	شى		ى	+	ش
		শী- - -ন-ইয়া	শী- - -ন-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	শী- - -ন
		صى	صى		ى	+	ص
		ছোয়াদ-ইয়া	ছোয়াদ-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	ছোয়াদ
		ضى	ضى		ى	+	ض
		দ্বোয়াদ-ইয়া	দ্বোয়াদ-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	দ্বোয়াদ
			নকশা	=	ইয়া	যোগ	হরফ
		نى	نى		ى	+	ن
		নূন-ইয়া	নূন-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	নূন
		قى	قى		ى	+	ق
		ক্বফ-ইয়া	ক্বফ-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	ক্বফ
		لى	لى		ى	+	ل
		লাম-ইয়া	লাম-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	লাম

			নকশা	=	ইয়া	যোগ	হরফ
		عى	عى		ى	+	ع
		'আইন-ইয়া	'আইন-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	'আইন
		هى	هى		ى	+	ھ
		হা-ইয়া	হা-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	হা
		يى	يى		ى	+	ي
		ইয়া-ইয়া	ইয়া-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	ইয়া

			নকশা	=	ইয়া	যোগ	হরফ
		مى	مى		ى	+	م
		মী-ম-ইয়া	মী-ম-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	মী-ম
		طى	طى		ى	+	ط
		ত্বোয়া-ইয়া	ত্বোয়া-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	ত্বোয়া
		ظى	ظى		ى	+	ظ
		জোয়া-ইয়া	জোয়া-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	জোয়া

সাতটি হরফ ব্যতিক্রম তারা (প্রথমে ও মাঝে) সংযুক্ত

ا	ء	ذ	د	و	ز	ر
আলিফ	হামযা	যাল	দাল	ওয়াও	ঝা	র

তানবীন

দুই জবর, দুই জের এবং দুই পেশকে তানবীন বলে।

حًا	جًا	ثًا	تًا	بًا	اً
হান্	জান্	ছান্	তান্	বান্	আন্
					اً
					আন্

طٍ	ضٍ	صٍ *	شٍ	سٍ *	زٍ
ত্বিন্	দ্বিন্	ছিন্	শিন্	সিন্	ঝিন্
					زٍ
					ঝিন্

وٌ	نٌ	مٌ	لٌ	كٌ *	قٌ *
ভুন্	নূ-ন্	মুন্	লুন্	কুন্	ক্বুন্
					قٌ
					ক্বুন্

নোট ঃ * দুটি ভিন্ন হরফের বাংলা উচ্চারণ এক হয়ে গেলে মাখরাজের ছকের (দ্বিতীয় ঘন্টা) সাহায্য নিতে হবে। **উপরের ঘরের শূন্যস্থান পূরণ করি।**

* صَوْ	شَوْ	* سَوْ	* زَوْ	رَوْ	* ذَوْ
ছও	শাও	সাও	ঝাও	রও	যাও
					ذَوْ
					যাও

كَىْ	قَىْ	فَىْ	غَىْ	عَىْ	ظَىْ
কাই	ক্বই	ফাই	গই	'আই	জই
					ظَىْ
					জই

نَعْ	نَتْ	نَخْ	نَكْ	نَشْ	تَغْ
না'	নাত্	নাখ	নাক	নাশ	তাগ
					تَغْ
					তাগ

নোট ঃ خ ر ص ض ط ظ غ ق জবর দিলে ও আকার উচ্চারণ না হয়ে সেই হরফটিই উচ্চারণ হবে। এটি একটি ব্যতিক্রম।

* দুটি ভিন্ন হরফের বাংলা উচ্চারণ এক হয়ে গেলে মাখরাজের ছকের সাহায্য নিতে হবে।

** '❑ সংকেত দিয়ে 'আইন বুঝানো হয়েছে।

পরীক্ষা–৭

জলছাপে হাত ঘুরাই ও শূন্যস্থান পূরণ করি

بی	=	ی	+	ب
বা-ইয়া	=	ইয়া	যোগ	বা

			নকশা	=	ইয়া	যোগ	হরফ
		بی বা-ইয়া	بی বা - ইয়া	=	ی ইয়া	+ যোগ	ب বা
		تی	تی		ی	+	ت
		ثی	ثی		ی	+	ث
		فی	فی		ی	+	ف
		کی	کی		ی	+	ك

			নকশা	=	ইয়া	যোগ	হরফ
		حی	حی		ی	+	ح
		خی	خی		ی	+	خ
		جی	جی		ی	+	ج

			নকশা	=	ইয়া	যোগ	হরফ
		سى	سى		ى	+	س
		شى	شى		ى	+	ش
		صى	صى		ى	+	ص
		ضى	ضى		ى	+	ض

			নকশা	=	ইয়া	যোগ	হরফ
		نى	نى		ى	+	ن
		قى	قى		ى	+	ق
		لى	لى		ى	+	ل

নোট ঃ জলছাপে হাত ঘুরাই এবং বাম পাশের শূন্য ঘরগুলো পূরণ করি।

			নকশা	=	ইয়া	যোগ	হরফ
		عى	عى		ى	+	ع
		هى	هى		ى	+	ه
		يى	يى		ى	+	ي

			নকশা	=	ইয়া	যোগ	হরফ
		مى	مى		ى	+	م
		طى	طى		ى	+	ط
		ظى	ظى		ى	+	ظ

সাতটি হরফ ব্যতিক্রম তারা (প্রথমে ও মাঝে) সংযুক্ত হবে না

ا	ء	ذ	د	و	ز	ر
						র

তানবীন

দুই [ ], দুই [ ] এবং দুই [ ] কে [ ] বলে ।

حًا	جًا	ثًا	تًا	بًا	اً
طٍ	ضٍ	صٍ *	شٍ	سٍ *	زٍ
وٌّ	نٌّ	اٌّ	لٌّ	كٌّ *	قٌّ *
صَوْ *	شَوْ	سَوْ *	زَوْ *	رَوْ	ذَوْ *
كَىْ	قَىْ	فَىْ	غَىْ	عَىْ	ظَىْ
نَعْ	نَتْ	نَخْ	نَكْ	نَشْ	تَغْ

নোট ঃ خ ر ص ض ط ظ غ ق জবর দিলে ও আকার উচ্চারণ না হয়ে সেই হরফটিই উচ্চারণ হবে। এটি একটি ব্যতিক্রম।

* দুটি ভিন্ন হরফের বাংলা উচ্চারণ এক হয়ে গেলে মাখরাজের ছকের সাহায্য নিতে হবে।

** '❑ সংকেত দিয়ে 'আইন বুঝানো হয়েছে।

অষ্টম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: আল্লাহ

অর্থ ঃ তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, মহা পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, মহামান্যিত, মহাত্মশীল। তারা যাকে অংশীদার বানায় আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (৫৯ সূরা হাশর ঃ ২২-২৪)

হাদীসের বাণী

বিষয়: একরাম

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া রাখে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহার দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করিয়া দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করিয়া দেন, এমনকি ঘরে বসিয়া থাকা অবস্থায় তাহাকে অপদস্থ করিয়া দেন। (ইবনে মাজাহ)

তাশদীদের নকশা

তাশদীদের নকশা	ّ	اَبَّ	=	بَ	+	اَبْ

(ب)-এর তাশদীদ	+	জবর	بَّ
		জের	بِّ
		পেশ	بُّ

তাশদীদ ওয়ালা হরফ দুইবার পড়তে হয়। প্রথম বার ডান দিকের হরকতের সাথে, দ্বিতীয় বার নিজ হরকতের সাথে।	اَبُّ	اَبِّ	اَبَّ
	আব্‌বু	আব্‌বি	আব্‌বা

তাশদীদের ব্যবহার ঃ (জবর + জের + পেশ)

জবর + তাশদীদ (জবর)

اَبَّ	=	بَّ	+	اَ
আব্বা		বা তাশদীদ জবর		আলিফ-জবর
اَبَّ	=	بَّ	+	اَ
আব্বা		বা তাশদীদ জবর		আলিফ-জবর

জবর + তাশদীদ (জের)

اَبِّ	=	بِّ	+	اَ
আব্বি		বা তাশদীদ জের		আলিফ-জবর
اَبِّ	=	بِّ	+	اَ
আব্বি		বা তাশদীদ জের		আলিফ-জবর

জবর + তাশদীদ (পেশ)

اَبٌّ	=	بٌّ	+	اَ
আব্বু		বা তাশদীদ পেশ		আলিফ-জবর
اَبٌّ	=	بٌّ	+	اَ
আব্বু		বা তাশদীদ পেশ		আলিফ-জবর

জের + তাশদীদ (জবর - জের - পেশ)
জের + তাশদীদ (জবর)

اِبَّ	=	بَّ	+	اِ
ইব্বা		বা তাশদীদ জবর		আলিফ-জের
اِبَّ	=	بَّ	+	اِ
ইব্বা		বা তাশদীদ জবর		আলিফ-জের

জের + তাশদীদ (জের)				
اِبِّ	=	بِّ	+	اِ
ইব্বি		বা তাশদীদ জের		আলিফ-জের
اِبِّ	=	بِّ	+	اِ
ইব্বি		বা তাশদীদ জের		আলিফ-জের

পেশ + তাশদীদ (পেশ)				
اُبُّ	=	بُّ	+	اُ
উব্বু		বা তাশদীদ পেশ		আলিফ-পেশ
اُبُّ	=	بُّ	+	اُ
উব্বু		বা তাশদীদ পেশ		আলিফ-পেশ

পেশ + তাশদীদ (জবর - জের - পেশ)

পেশ + তাশদীদ (জবর)

أُبَّ	=	بَّ	+	أُ
উব্বা		বা তাশদীদ জবর		আলিফ-পেশ
أُبَّ	=	بَّ	+	أُ
উব্বা		বা তাশদীদ জবর		আলিফ-পেশ

পেশ + তাশদীদ (জের)

أُبِّ	=	بِّ	+	أُ
উব্বি		বা তাশদীদ জের		আলিফ-পেশ
أُبِّ	=	بِّ	+	أُ
উব্বি		বা তাশদীদ জের		আলিফ-পেশ

পেশ + তাশদীদ (পেশ)

أُبُّ	=	بُّ	+	أُ
উব্বু		বা তাশদীদ পেশ		আলিফ-পেশ
أُبُّ	=	بُّ	+	أُ
উব্বু		বা তাশদীদ পেশ		আলিফ-পেশ

(১) তাশদীদ ব্যবহার শেখা জবর তাশদীদ – জবর দিয়ে ঃ

ءَتَّ	دَتَّ	تَتَّ	اَتَّ	لَتَّ	حَتَّ	بَتَّ
আত্তা	দাত্তা	তাত্তা	আত্তা	লাত্তা	হাত্তা	বাত্তা
يَتَّ	نَتَّ	كَتَّ	ثُمَّ	مَتَّ	صَتَّ	فَتَّ
ইয়াত্তা	নাত্তা	কাত্তা	ছুম্মা	মাত্তা	ছত্তা	ফাত্তা
بَعَّ	غَتَّ	طَتَّ	عَتَّ	سَتَّ	ثَتَّ	بَتَّ
বা’	গত্তা	ত্বত্তা	আ‘ত্তা	সাত্তা	ছাত্তা	বাত্তা
سَلَّ	مَنَّ	صَلَّ	جَتَّ	قَتَّ	رَتَّ	كَلَّ
সাদ্দা	মান্না	ছদ্দা	জাত্তা	ক্বত্তা	রত্তা	কাল্লা

(২) তাশদীদ ব্যবহার শেখা জবর তাশদীদ – জের দিয়ে ঃ

ءَتِّ	دَتِّ	تَتِّ	اَتِّ	لَتِّ	حَتِّ	بَتِّ
আত্তি	দাত্তি	তাত্তি	আত্তি	লাত্তি	হাঁত্তি	বাত্তি
يَتِّ	نَتِّ	كَتِّ	ثُمِّ	مَتِّ	صَتِّ	فَتِّ
ইয়াত্তি	নাত্তি	কাত্তি	ছুম্মি	মাত্তি	ছত্তি	ফাত্তি
بَعِّ	غَتِّ	طَتِّ	عَتِّ	سَتِّ	ثَتِّ	نَتِّ
বা‘য়্যি	গত্তি	ত্বত্তি	আ‘ত্তি	সাত্তি	ছাত্তি	নাত্তি
سَلِّ	مَنِّ	صَلِّ	جَتِّ	قَتِّ	رَتِّ	كَلِّ
সাদ্দি	মান্নি	ছদ্দি	জাত্তি	ক্বত্তি	রত্তি	কাল্লি

(৩) তাশদীদ ব্যবহার শেখা জবর তাশদীদ – পেশ দিয়ে ঃ

ءَتُّ	دَتُّ	تَتُّ	اَتُّ	لَتُّ	حَتُّ	بَتُّ
আত্তু	দাত্তু	তাত্তু	আত্তু	লাত্তু	হাঁত্তু	বাত্তু
يَتُّ	نَتُّ	كَتُّ	ثُمُّ	مَتُّ	صَتُّ	فَتُّ
ইয়াত্তু	নাত্তু	কাত্তু	ছুম্মু	মাত্তু	ছত্তু	ফাত্তু
بَعُّ	غَتُّ	طَتُّ	عَتُّ	سَتُّ	ثَتُّ	بَتُّ
বা‘য়ু	গত্তু	ত্বত্তু	আ‘ত্তু	সাত্তু	ছাত্তু	বাত্তু
سَلُّ	مَنُّ	صَلُّ	جَتُّ	قَتُّ	رَتُّ	كَلُّ
সাদ্দু	মান্নু	ছদ্দু	জাত্তু	ক্বত্তু	রত্তু	কাল্লু

প্রাকটিস–১

هُنَّ	غَتَّ	ثَتَّ	تَتَّ	كَلَّ
হুন্না	গত্তা	ছাত্তা	তাত্তা	কাল্লা
ثُمَّ	مَنَّ	رَتَّ	كَتَّ	اِنَّ
ছুম্মা	মান্না	রত্তা	কাত্তা	ইন্না
غُنَّ	بَنَّ	سَتَّ	دَتَّ	حَتَّ
গুন্না	বান্না	সাত্তা	দাত্তা	হাঁত্তা
لَعَلَّ	سَلَّ	قَتَّ	نَتَّ	بَتَّ
লাআ‘ল্লা	সাদ্দা	ক্বত্তা	নাত্তা	বাত্তা
قَلَّ	كَبَّ	عَتَّ	ءَتَّ	فَتَّ
ক্বদ্দা	কাব্বা	‘আত্তা	আত্তা	ফাত্তা
صَلَّ	دَتَّ	جَتَّ	يَتَّ	صَتَّ
ছদ্দা	দাত্তা	জাত্তা	ইয়াত্তা	ছত্তা
مَكَّ	ظَتَّ	طَتَّ	بَتَّ	لَتَّ
মাক্কা	জত্তা	ত্বত্তা	বাত্তা	লাত্তা

প্রাকটিস–২

دُرَّ	بَثَّ	كُلَّ	طَلَّ	قَلَّ
দুররু	বাছ্ছা	কুল্লু	ত্বল্লা	ক্বল্লা
حَبَّ	أَىَّ	قَرَّ	يَذَّ	فَجَّ
হাব্বা	আইইয়া	ক্বরর	ইয়ায্যা	ফাজ্জা
قَدَّرَ	اَتَّ	صَبَّ	جَدَّ	مَثَّ
ক্বদ্দার	আত্তা	ছব্বা	জাদ্দা	মাছ্ছা
صَدَّقَ	كَذَّبَ	صَبَّ	حَبَّ	خَتَّ
ছদ্দাক্ব	কায্যাবা	ছব্বা	হাঁব্বা	খত্তা
يَذَّكَّرُ	يَطَّهَّرُوْنَ	مُدَّتْ	يَسِّرْ	تَبَّتْ
ইয়াজ্জাক্কারু	ইয়াত্তহ্হারু-না	মুদ্দাত	ইয়াস্সির	তাব্বাত
حَجَّ	زَوَّ	غَسَّاقًا	رُكَّعٍ	عِلِّيُّوْنَ
হাজ্জা	ঝাও ওয়া	গস্সা-ক্বন	রুক্কায়ি'ন	ইল্লিইয়্যু-না
ظَلَّ	اَحَّ	بَرَّ	عَطَّ	سِىَّ
জল্লা	আঁহ্হা	বারর	'আত্ত্ব	সিইইয়া

প্রাকটিস–৩

كَيْدٌ	خَوْفٌ	بَيْتٌ	مَوْتٌ	سَوْفَ
কাইদুন	খওফুন	বাইতুন	মাওতুন	সাওফা
سَيْفٌ	وَيْلٌ	جَوْفٌ	حَوْلٌ	صَوْمٌ
সাইফুন	ওয়াইলুন	জাওফুন	হাওলুন	ছওমুন
صَالِحَيْنِ	فَوْقَ	قَوْمٌ	ضَيْفٌ	رَجُلَيْنِ
ছ-লিহাঁইনি	ফাওক্ব	ক্বওমুন	ছইফুন	রজুলাইনি
عَرْشِ	بَطْشَ	خَيْرُ	لَيْلٌ	يَوْمٌ
আর্শি	বাত্শা	খইরু	লাইলুন	ইয়াওমুন
مَجِيْدُ	وَقَدْ	هُمْ	نَوْمٌ	كَرِيْمٌ
মাজী-দু	ওয়াক্বদ	হুম	নাওমুন	কারী-মুন
وَدُوْدُ	ثَمُوْدُ	يُوْثِقُ	سُبْحُ	رَحِيْمٌ
ওয়াদু-দু	ছামু-দু	ইয়ু-ছিক্বু	সুবহুঁ	রহী-মুন

পরীক্ষা–৮

শূন্যস্থান পূরণ করি

مَوْت	تَبَّتْ	خَوْف	ثَتْ	يَسِّرْ
كَذَّبَ	فَوْق	مَنْ	صَدَّق	غَثْ
بَنْ	كَتْ	يَذَّ	وَيْلٌ	سَتْ
كَيْلٌ	خَتَّ	قَتْ	اِنْ	فَجَّ
صَبَّ	حَتْ	سَيْف	مُدَّتْ	كَبْ
ظَثْ	صَبَّ	بَيْت	دَثْ	صَوْمٌ

هُنَّ	غَتَّ	ثَتَّ	تَتَّ	كَلَّ
ثُمَّ	مَنَّ	رَتَّ	كَتَّ	اِنَّ
غُنَّ	بَنَّ	سَتَّ	دَتَّ	حَتَّ
لَعَلَّ	سَلَّ	قَتَّ	نَتَّ	بَتَّ
قَلَّ	كَبَّ	عَتَّ	ءَتَّ	فَتَّ
صَلَّ	دَتَّ	جَتَّ	يَتَّ	صَتَّ
مَكَّ	ظَتَّ	طَتَّ	بَتَّ	لَتَّ

دُرّ	بَثّ	كُلّ	طَلّ	قَلّ
حَبّ	أَىّ	قَرّ	يَذّ	فَجّ
قَدَّرَ	اَتّ	صَبّ	جَلّ	مَثّ
صَدَّقَ	كَذَّبَ	صَبّ	حَبّ	خَتّ
يَذَّكَّرُ	يَطَّهَّرُوْنَ	مُدَّتْ	يَسِّرْ	تَبَّتْ
حَجّ	زَوّ	غَسَّاقًا	رُكَّعٍ	عِلِّيُّوْنَ
ظَلّ	اَحّ	بَرّ	عَطّ	سِىّ

নবম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: আল্লাহ

অর্থ ঃ বলুন, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ কাহারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই এবং কেহ তাকে জন্ম দেয় নাই। এবং আল্লাহর সমকক্ষ কেহই নাই। (১১২ সূরা ইখলাস ঃ ১-৪)

অর্থ ঃ বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজে দের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (৩৯ সূরা যুমার ঃ ৫৩)

হাদীসের বাণী

বিষয়: ঈমান

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এরশাদ বর্ণনা করেন যে, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রথম কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেওয়া অর্থাৎ এই কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ ব্যতীত এবাদতের উপযুক্ত (মাবুদ) আর কেহ নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ করা, রমজান মাসের রোজা রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

মাদ

মাদ মানে টেনে পড়া। মাদ ৩ প্রকার। ১ আলিফ মাদ, ৩ আলিফ মাদ ও ৪ আলিফ মাদ।

- ❑ এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ১ আলিফ মাদ বলে।
- ❑ তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ৩ আলিফ মাদ বলে।
- ❑ চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ৪ আলিফ মাদ বলে।

বাংলা ও আরবী উচ্চারণে চিহ্নের ব্যবহার

ক্রমিক নং	চিহ্ন	কি করতে হবে
১।	– ১ টি টান	১ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে
২।	– – – ৩ টি টান	৩ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে
৩।	– – – – ৪ টি টান	৪ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে
৪।	~ ১টি পেচানো টান	গুন্নাহ করতে হবে
৫।	~~ ২টি পেচানো টান	নাকের গুন্নাহ করতে হবে
৬।	~ আরবী	৩ আলিফ মাদ পড়তে হবে
৭।	ـــ আরবী	৪ আলিফ মাদ পড়তে হবে

হরকত ৩ প্রকার
(—َ) জবর, (—ِ) জের, (—ُ) পেশ

জবর মানে	জের মানে	পেশ মানে
আকার (া)	হ্রস্ব ইকার (ি)	হ্রস্ব উকার (ু)

			بَا	بَا
			বা-জবর-বা-	বা-জবর-বা-
			بِا	بِا
			বা-জের-বি	বা-জের-বি
			بُا	بُا
			বা-পেশ-বু	বা-পেশ-বু

লীনের হরফ

			بَوْ বাও	بَوْ বাও	জবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও	১
			بَيْ বাই	بَيْ বাই	জবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া	২

এক আলিফ মাদ ৮ প্রকার

❑ জবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও অথবা জবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া -কে লীনের হরফ বলে।

			بَا বা-	بَا বা-	জবরের বাম পাশে খালি আলিফ	১
			بِيْ বি-	بِيْ বি-	জেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া	২
			بُوْ বু-	بُوْ বু-	পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও	৩
			بٰ বা-	بٰ বা-	খা-ড়া জবর	৪
			بٖ বি-	بٖ বি-	খা-ড়া জের	৫
			بٗ বু-	بٗ বু-	উল্টা পেশ	৬
			خَوْفٍ ⊛ খউ-ফ	خَوْفٍ ⊛ খউ-ফ	লীনের হরফের বামের হরফে থামতে হলে	৭
			بَيْتٍ ⊛ বাই-ত	بَيْتٍ ⊛ বাই-ত	লীনের হরফের বামের হরফে থামতে হলে	৮

নোট ঃ জলছাপ ভরাট করি ও শূণ্যস্থান পূরণ করি।

সংযুক্ত ২২ হরফের নকশা চিনি ও শূন্যস্থান পূরণ করি

প্রথম ভাগ

ـكـ	ـفـ	ـثـ	ـتـ	بـ
কাফ	ফা	ছা	তা	বা
ـكـ	ـفـ	ـثـ	ـتـ	بـ
ـكـ	ـفـ	ـثـ	ـتـ	بـ
ـك				بـ

১
২
৩
৪
৫
৬
৭

নোট ঃ (১) জলছাপে হাত ঘুরিয়ে পূরণ করি। (২) ১ হতে ৭ লাইন বরাবর পূরণ করি।

সংযুক্ত ২২ হরফের নকশা চিনি ও শূন্যস্থান পূরণ করি

দ্বিতীয় ভাগ

ضـ	ـصـ	ـشـ	ـسـ	ـجـ	ـخـ	ـح
দ্বোয়াদ	ছোয়াদ	শী- - - ন	সী- - - ন	জী- - -ম	খ	হাঁ

ضـ	ـصـ	ـشـ	ـسـ	ـجـ	ـخـ	ـح
ضـ	ـصـ	ـشـ	ـسـ	ـجـ	ـخـ	ـح

ض				ح	১
					২
					৩
					৪
					৫
					৬
					৭

নোট ঃ (১) জলছাপে হাত ঘুরিয়ে পূরণ করি। (২) ১ হতে ৭ লাইন বরাবর পূরণ করি।

সংযুক্ত ২২ হরফের নকশা চিনি ও শূন্যস্থান পূরণ করি

তৃতীয় ভাগ

ـمِ	ـظـ	ـطـ	ـيـ	ـهـ	ـغـ	ـعـ	ـلـ	ـقـ	نـ
মী-ম	জোয়া	তোয়া	ইয়া	হা	গইন	'আইন	লাম	ক্বফ	নূ-ন
ـمِ	ـظـ	ـطـ	ـيـ	ـهـ	ـغـ	ـعـ	ـلـ	ـقـ	نـ
ـمِ	ـظـ	ـطـ	ـيـ	ـهـ	ـغـ	ـعـ	ـلـ	ـقـ	نـ

ـمِ				نـ	১
					২
					৩
					৪
					৫
					৬
					৭

নোট ঃ (১) জলছাপে হাত ঘুরিয়ে পূরণ করি। (২) ১ হতে ৭ লাইন বরাবর পূরণ করি।

সংযুক্ত ২২ হরফের নকশা চিনি ও শূন্যস্থান পূরণ করি
তৃতীয় ভাগ
দ্বিতীয় ভাগ
প্রথম ভাগ
بتثفكحخجسشصضنقلعغهيطظم
মীম জোয়া তোয়া ইয়া হা গইন 'আইন লাম ক্বফ নূ-ন দোয়াদ ছোয়াদ শীন সীন জীম খ হাঁ কাফ ফা ছা তা বা
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
নোট ঃ (১) জলছাপে হাত ঘুরিয়ে পূরণ করি। (২) ১ হতে ৭ লাইন বরাবর পূরণ করি।

পরীক্ষা–৯

শূন্যস্থান পূরণ করি

বাংলা ও আরবী উচ্চারণে চিহ্নের ব্যবহার

ক্রমিক নং	চিহ্ন	কি করতে হবে
১।	– ১ টি টান	
২।	– – – ৩ টি টান	
৩।	– – – – ৪ টি টান	

ক্রমিক নং	চিহ্ন	কি করতে হবে
৪।	~ ১টি পেচানো টান	
৫।	~ ~ ২টি পেচানো টান	
৬।	~ আরবী	
৭।	ـــ আরবী	

হরকত ৩ প্রকার

(ـَـ) জবর, (ـِـ) জের, (ـُـ) পেশ

জবর মানে	জের মানে	পেশ মানে

লীনের হরফ

		بَوْ	بَوْ		১
		بَيْ	بَيْ		২

এক আলিফ মাদের পরীক্ষা
শূন্যস্থান পূরণ করি

بٰ	بُوْ	بِيْ	بَا
			بَا
			বা-

بَيْتٍ۞	خَوْفٍ۞	بٌ	بِ
			بِ
			বি-

এক আলিফ মাদ ৮ প্রকার

❑ জবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা [ ] অথবা জবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা [ ] -কে [ ] বলে।

			بَا	بَا		১
			بِيْ	بِيْ		২
			بُوْ	بُوْ		৩
			بٰ	بٰ		৪
			بٖ	بٖ		৫
			بٗ	بٗ		৬
			خَوْفٍ ۞	خَوْفٍ ۞		৭
			بَيْتٍ ۞	بَيْتٍ ۞		৮

নোট ঃ জলছাপে হাত ঘুরাই ও শূণ্যস্থান পূরণ করি।

দশম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: মুহাম্মাদ (স.)

অর্থ ঃ আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহর সঙ্গে ভালবাসা রাখ, তবে তোমরা আমার (রাসূলুল্লাহ সা.-এর) অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিবেন; আর আল্লাহ খুব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩ সূরা ইমরান ঃ ৩১)

অর্থ ঃ বলা- হবে ঃ তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে ঃ আমরা নামাজ পড়তাম না। (৭৪ সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৪২-৪৩)

অর্থ ঃ (হে নবী!) আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাইনা। আমিই আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহভীরুতার পরিণাম শুভ। (২০ সূরা তোয়া-হা ঃ ১৩২)

হাদীসের বাণী	বিষয়: আল্লাহ

অর্থ ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হাদীসে কুদসীতে) এরশাদ ফরমান, আল্লাহ তা'য়ালা ফরমাইতেছেন, আমি বান্দার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি যেরূপ সে আমার সম্পর্কে ধারণা রাখে। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহার সঙ্গে থাকি। সে যদি আমাকে অন্তরে অন্তরে স্মরণ করে, আমিও তাহাকে অন্তরে অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি কোন মজলিসে আমার জিকির করে, তবে আমি ঐ মজলিস হইতে উত্তম (অর্থাৎ নিষ্পাপ ফেরেশতাদের) মজলিসে তাহার আলোচনা করি। আর বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে হাঁটিয়া আসিতে থাকে, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

তিন আলিফ মাদ দুই প্রকার [টেবিলের সাহায্যে দেখান হল]

(দাঁড়ির কারণে ও চিকন চিহ্নের (~) কারণে)

[দাঁড়ির কারণে] [মাদ্দে আরজি]

এখানে (ح–এর) জেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া আছে, যার কারণে এক আলিফ মাদ হবার কথা কিন্তু (দাঁড়ির কারণে) তার পরের হরফ (م)–এ থামতে হচ্ছে, তাই এখানে এক আলিফ মাদের পরিবর্তে তিন আলিফ মাদ (- - -) হবে।	এখানে (ف-এর) পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও আছে, যার কারণে এক আলিফ মাদ হাবার কথা কিন্তু (দাঁড়ির কারণে) তার পরের হরফ (ر) -এ থামতে হচ্ছে, তাই এখানে এক আলিফ মাদের পরিবর্তে তিন আলিফ মাদ (- - -) হবে।
رَحِيْمٌ ۞ রহী- - - ম।	غَفُوْرٌ ۞ গফু- - - র

[চিকন চিহ্নের (~) কারণে] [মাদ্দে মুন্‌ফাসিল]

এখানে (ل)-এর বাম পাশে খালি আলিফের উপর চিকন চিহ্ন (~) সুতরাং তিন আলিফ মাদ (- - -) হবে।	এখানে (م)-এর বাম পাশে খালি আলিফের উপর চিকন চিহ্ন (~) সুতরাং তিন আলিফ মাদ (- - -) হবে।
لَآ اِلٰهَ ❁	مَآ اَغْنٰى ❁
লা - - - ইলা - হা ।	মা - - - আগনা - ।

চার আলিফ মাদ এক প্রকার
মোটা চিহ্ন (ــ) এর কারণে

এখানে (ل) ও (م)-এর উপর মোটা চিহ্ন (ــ), সুতরাং ৪ আলিফ মাদ (- - - -) হবে।	এখানে (م)-এর উপর মোটা চিহ্ন (ــ), সুতরাং ৪ আলিফ মাদ (- - - -) হবে।
الٓمّٓ ❁	حٰمٓ ❁
আলিফ লা- - - - ম~মী - - - - ম	হা-মী - - - - ম

তিন আলিফ মাদ দুই প্রকার
[ফ্লো-চার্টের সাহায্যে দেখানো হলো]

দাঁড়ির কারণে মাদ্দে আরজি	চিকন চিহ্নের উপরে কারণে মাদ্দে মুন্‌ফাসিল

মাদের হরফের (بَا، بِى، بُوْ) বামের হরফে থামতে হলে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়।	
“র”-এর জের এর বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া মাদের হরফ। তার পরের হরফে থামতে হচ্ছে।	“হাঁ”- এর জের এর বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া মাদের হরফ। তার পরে হরফে থামতে হচ্ছে।
كَرِيْمْ ❁	رَحِيْمْ ❁
কারী- - - ম।	রহী- - - ম।

মাদের হরফের (بَا، بِى، بُوْ) বামের হরফের উপরে চিকন চিহ্ন (~) থাকলে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়।	
দাল জবরের বাম পাশে খালি আলিফের উপর চিকন (~) চিহ্ন।	লাম-জবরের বাম পাশে খালি আলিফের উপর চিকন (~) চিহ্ন।
يَدَآ اَبِىْ ❁	لَآ اِلٰهَ ❁
ইয়াদা- - - আবী- ।	লা- - - ইলা-হা ।

চার আলিফ মাদ

মাদের হরফের উপরে মোটা চিহ্ন (ـٓ) থাকলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। যে হরফকে টেনে পড়তে হয় তাকে মাদের হরফ বলে।

صٓ ۞	الٓمٓ ۞	يٰسٓ ۞
ছোয়া- - - - দ	আলিফ লা- - - - ম ~ মী- - - - ম	ইয়া- সী- - - - ন

পরীক্ষা-১০

শূন্যস্থান পূরণ করি

يٰسٓ ۞	الٓمٓ ۞	مَآ اَغْنٰى ۞
يٰسٓ ۞	الٓمٓ ۞	مَآ اَغْنٰى ۞
		মা- - -

صٓ ۞	لَآ اِلٰهَ ۞	رَحِيْمٌ ۞	يٰۤاَبِىْ ۞
صٓ ۞	لَآ اِلٰهَ ۞	رَحِيْمٌ ۞	يٰۤاَبِىْ ۞

১১তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: নামাজ

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের সে অগ্নি হতে রক্ষা কর, যার জ্বালানী মানুষ ও প্রস্তরসমূহ হবে। যাতে কঠোর স্বভাবের, শক্তিশালী ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছে, যারা অমান্য করেনা তা, যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আদেশ করেন। আর যা তাদেরকে আদেশ করা হয়, তারা তৎক্ষণাৎ তা পালন করে। (৬৬ সূরা তাহরীম ঃ ৬)

অর্থ ঃ অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। (১৬ নাহল ঃ ৯৮)

হাদীসের বাণী

বিষয়: ঈমান

অর্থ ঃ এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নামাজের এহতেমাম করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাঁচ প্রকারে সম্মানিত করেন। প্রথমত ঃ তাহার উপর হইতে রুজি-রোজগারের অভাব দূর করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত ঃ তাহার উপর হইতে কবরের আজাব হটাইয়া দেওয়া হয়। তৃতীয়ত ঃ কিয়ামতের দিন তাহার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে। (যাহাদের অবস্থা সূরায়ে আল হাক্কাতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যাহাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে তাহারা খুবই আনন্দ ও খুশির সহিত প্রত্যেককে দেখাইতে থাকিবে) চতুর্থতঃ সে ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত পার হইয়া যাইবে। পঞ্চমত ঃ বিনা হিসাবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (ফাজায়েল আমল–পৃষ্ঠা ১০৬)

নূন সাকিন	نْ
নূন সাকিন হল, জযম ওয়ালা নূন।	

তানবীন	بٌ	بٍ	بً	*
তানবীন হল, দুই জবর, দুই জের এবং দুই পেশ।				

الله শব্দ পড়ার নিয়ম

الـلـه শব্দের তাশদীদের ডাইনে **জবর** অথবা **পেশ** থাকলে আল্লাহ শব্দের (ل) লাম হরফকে **মোটা** করে পড়তে হবে।	اَللّٰهُ يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্ল-হু ইয়ুরি-দু ল্ল-হু আল্লাহ শব্দের ল্ল হরফটি মোটা হবে
الـلـه শব্দের তাশদীদের ডাইনে **জের** থাকলে আল্লাহ শব্দের (ل) লাম হরফকে **পাতলা** করে পড়তে হবে।	بِسْمِ اللّٰهِ বিস্‌মিল্লা-হি আল্লাহ শব্দের ল্লা হরফটি পাতলা হবে

* উদাহরণ হিসাবে বা (ب) দিয়ে দেখানো হল, যে কোন হরফে তানবীন হতে পারে

গুন্নাহ

গুন্নাহ মানে সাধারণভাবে গুণ গুণ করে পড়া। গুন্নাহ ৩ প্রকার–
(১) ওয়াজিব গুন্নাহ। (২) মীম সাকিন গুন্নাহ। (৩) নূন সাকিন বা তানবীন গুন্নাহ।

ওয়াজিব গুন্নাহ	هُمَّ	اَنَّ
নূনে অথবা মীমে তাশদীদ থাকলে গুন্নাহ (~) করে পড়তে হবে। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে।	হুম্ ~ মা	আন্ ~ না
	هُنَّ	ثُمَّ
	হুন্ ~ না	ছুম্ ~ মা

মীম সাকিন গুন্নাহ

মীম সাকিনের বামে ب (বা) থাকলে অথবা (م) মীম থাকলে গুন্নাহ করে পড়তে হবে। একে মীম সাকিন গুন্নাহ বলে।	رَبَّهُمْ بِهِمْ রব্বাহুম ~ বিহিম্ এখানে মীম সাকিনের পরের হরফ (ب) বা তাই গুন্নাহ হবে

নূন সাকিন বা তানবীন পড়ার নিয়ম ৫টি

গ্রুপ	সংখ্যা	হরফ	নুন সাকিন বা তানবীনের পরের হরফ
টাইপ–এ	১টি	ইকলাব	ب
টাইপ–বি	৪টি	ইদগামে বা-গুন্নাহ	ن و م ي
টাইপ–সি	২টি	ইদগামে বেলা-গুন্নাহ	ل ر
টাইপ–ডি	৬টি	ইজহার	خ غ ح ع ه ء
টাইপ–ই	১৫টি	ইখফা	ش س ز ذ د ج ث ت – ك ق ف ظ ط ض ص

এক নজরে গুন্নাহ টেবিল

টাইপ	গুন্নাহর নাম	কি করতে হবে	কখন হবে	কোন হরফ থাকলে হবে
-	ওয়াজিব গুন্নাহ	গুন্নাহসহ পড়তে হবে	নূনে অথবা মীমে তাশদীদ থাকলে	ن ও م এ তাশদীদ
টাইপ - এ	ইকলাব	ب থাকলে م দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহসহ পড়তে হবে		ب
টাইপ - বি	ইদগামে বা-গুন্নাহ	গুন্নাহসহ পড়তে হবে		ي م و ن
টাইপ -সি	ইদগামে বেলা-গুন্নাহ	গুন্নাহ ছাড়া পড়তে হবে		ر ل
টাইপ - ডি	ইজহার	স্পষ্ট হবে	নূন সাকিন বা তানবীনের পরের হরফ	ء ه ع ح غ خ
টাইপ - ই	ইখফা	নাকের গুন্নাহসহ পড়তে হবে		ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك –
-	মীম সাকিন গুন্নাহ	গুন্নাহসহ পড়তে হবে	মীম সাকিনের পরের হরফ	ب م

এক নজরে গুন্নাহ ফ্লো চার্ট
গুন্নাহ মানে সাধারণভাবে গুনগুন করে পড়া।
গুন্নাহ (~)
ওয়াজিব গুন্নাহ
নূনে অথবা মীমে তাশদীদ থাকলে গুন্নাহসহ পড়তে হবে।
নূন সাকিন অথবা তানবীন গুন্নাহ
নুন সাকিন অথবা তানবীনের পরে এ, বি, সি, ডি অথবা ই, টাইপ হরফ থাকলে
মীম সাকিন গুন্নাহ
মীম সাকিনের বামে ب (বা) অথবা (م) মীম থাকলে গুন্নাহসহ পড়তে হবে।
টাইপ-এ
ইকলাব
ب
ب কে م দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহসহ পড়তে হবে
টাইপ-বি
ইদগামে বা-গুন্নাহ
ى م و ن
গুন্নাহ সহ মিলিয়ে পড়তে হবে
টাইপ-সি
ইদগামে বেলা-গুন্নাহ
ر ل
গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হবে
টাইপ-ডি
ইজহার
ء ه ع ح غ خ
গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হবে
টাইপ-ই
ইখফা
ت ث ج د ذ ز س
ش ص ض ط ظ ف ق ك
নাকের ভিতর লুকিয়ে গুন্নাহসহ পড়তে হবে

পরীক্ষা–১১

শূন্যস্থান পূরণ করি

এক নজরে গুন্নাহ টেবিল

টাইপ	গুন্নাহর নাম	কি করতে হবে	কখন হবে	কোন হরফ থাকলে হবে
-	ওয়াজিব গুন্নাহ	গুন্নাহসহ পড়তে হবে	নূনে অথবা মীমে তাশদীদ থাকলে	ن ও م এ তাশদীদ

টাইপ	গুন্নাহর নাম	কি করতে হবে	কখন হবে	কোন হরফ থাকলে হবে
টাইপ - এ	ইকলাব			
টাইপ - বি	ইদগামে বা–গুন্নাহ			
টাইপ -সি	ইদগামে বেলা-গুন্নাহ		নূন সাকিন বা তানবীনের পরের হরফ	
টাইপ - ডি	ইজহার			
টাইপ - ই	ইখফা			
-	মীম সাকিন গুন্নাহ			

এক নজরে গুন্নাহ ফ্লো চার্ট
গুন্নাহ মানে সাধারণভাবে গুনগুন করে পড়া।
গুন্নাহ (~)
ওয়াজিব গুন্নাহ
নূন সাকিন অথবা তানবীন গুন্নাহ
মীম সাকিন গুন্নাহ
টাইপ-এ ইকলাব
টাইপ-বি ইদগামে বা-গুন্নাহ
টাইপ-সি ইদগামে বেলা-গুন্নাহ
টাইপ-ডি ইজহার
টাইপ-ই ইখফা

১২তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: জান্নাত

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্যে। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত ঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (৩ সূরা ইমরান ঃ ১৩৩-১৩৪)

হাদীসের বাণী

বিষয়: ঈমান

অর্থ ঃ নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আজান শুনিয়া কোন রকম ওজর ব্যতীত জামাতে হাজির হয় না (বরং নিজের জায়গাতেই নামাজ পড়িয়া নেয়), তাহার নামাজ কবুল হয় না। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ওজর বলিতে কি বুঝায়? বলিলেন, অসুস্থতা অথবা ভয়-ভীতি। (আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান, আবু দাউদ, দারাকুতুনী)

মাদ

মাদ মানে টেনে পড়া। মাদ ৩ প্রকার। ১ আলিফ মাদ, ৩ আলিফ মাদ ও ৪ আলিফ মাদ।

- ❑ এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ১ আলিফ মাদ বলে।
- ❑ তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ৩ আলিফ মাদ বলে।
- ❑ চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ৪ আলিফ মাদ বলে।

বাংলা ও আরবী উচ্চারণে চিহ্নের ব্যবহার (রিভিশন)

ক্রমিক নং	চিহ্ন	কি করতে হবে
১।	– ১ টি টান	১ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে
২।	– – – ৩ টি টান	৩ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে
৩।	– – – – ৪ টি টান	৪ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে

ক্রমিক নং	চিহ্ন	কি করতে হবে
৪।	~ ১টি পেচানো টান	গুন্নাহ করতে হবে
৫।	~~ ২টি পেচানো টান	নাকের গুন্নাহ করতে হবে
৬।	~ আরবী	৩ আলিফ মাদ পরতে হবে
৭।	ـــ আরবী	৪ আলিফ মাদ পরতে হবে

নূন সাকিন বা তানবীন পড়ার নিয়ম ৫টি
(১) টাইপ–এ (ইকলাব গুন্নাহ)

নূন সাকিন বা তানবীনের বামে এ টাইপ হরফ ب থাকলে নূন সাকিন বা তানবীনকে মীম দিয়ে পরিবর্তন করে গুন্নাহর সাথে পড়তে হবে।	مِنْۢ بَعْدِ
	মী-ম ~ বা'য়দি
	নোট: হওয়ার কথা মীন্ হবে মীম্ ~
	سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ
	সামী-উম্ ~ বাছী-রুন
	নোট: হওয়ার কথা উন্ হবে উম্ ~

(২) টাইপ–বি (ইদগামে বা-গুন্নাহ)

নূন সাকিন বা তানবীনের বামে বি টাইপ হরফ (ي م و ن) আসলে গুন্নাহসহ মিলিয়ে পড়তে হবে।	مَنْ يَّشَاءُ
	মাই ~ইয়া- শা- - - -উ
	নোট: গুন্নাহসহ পড়তে হবে

(৩) টাইপ–সি (ইদগামে বেলা-গুন্নাহ)

নূন সাকিন বা তানবীনের বামে সি টাইপ হরফ (ر ل) আসলে গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হবে।	مِنْ رَّبِّكَ
	মির্ রব্বিকা
	নোট: গুন্নাহ ছাড়া পড়তে হবে

(৪) টাইপ–ডি (ইজহার)

নূন সাকিন বা তানবীনের বামে ডি টাইপের (ء ه ع ح غ خ) কোন হরফ আসলে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হবে।	اَنْعَمْتَ
	আন্'আমতা
	নোট: গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হবে

(৫) টাইপ–ই (ইখফা গুন্নাহ)

নূন সাকিন বা তানবীনের বামে ই টাইপের (ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك) কোন হরফ আসলে নূন সাকিন বা তানবীনকে নাকের ভিতর লুকিয়ে গুন্নাহসহ পড়তে হবে।	اِنْ كُنْتُمْ ইং~~ কুং~~ তুম নোট: হওয়ার কথা ইন্ হচ্ছে ইং~~

পরীক্ষা–১২

শূন্যস্থান পূরণ করি

مِنْ بَعْدِ	سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ	مَنْ يَّشَاءُ
مِنْ بَعْدِ	سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ	مَنْ يَّشَاءُ
		মাই~

مِنْ رَّبِّكَ	اِنْ كُنْتُمْ
مِنْ رَّبِّكَ	اِنْ كُنْتُمْ

১৩তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: দাওয়াত

অর্থ ঃ সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা কার হতে পারে, যে লোকদিগকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকে এবং নিজেও নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের মধ্যে হতে একজন। (৪১ সূরা হা-মীম সাজদা ঃ ৩৩)

অর্থ ঃ (হে নবী) বলুন ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হবারই ছিল। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮১)

হাদীসের বাণী

বিষয়: নামাজ

অর্থ ঃ একদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের বিষয় উল্লেখ করিয়া এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামাজের এহতেমাম করে, তাহার জন্য নামাজ কিয়ামতের দিন নূর হইবে এবং হিসাবের সময় দলীল হইবে এবং নাজাতের উপায় হইবে। আর যে ব্যক্তি নামাজের এহতেমাম করে না, কিয়ামতের দিন নামাজ তাহার জন্য নূর হইবে না, আর তাহার নিকট কোন দলীলও থাকিবে না এবং নাজাতের জন্য কোন উপায়ও হইবে না। এইরূপ ব্যক্তির হাশর ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খলফের সহিত হইবে। (আহমদ, ইবনে হিব্বান, তাবারানী)

ছোট শব্দের প্রাকটিস-১

بِهٖ	اَيْنَ	اِلٰفِ	اٰنِيَةٍ	اٰوٰى	اٰمَنَ
বিহী-	আইনা	ই-লা-ফি	আ-নিইয়াতিন	আ-ওয়া-	আ-মানা
طَغٰى	شَىْءٍ	مٰلِكِ	شَآءَ	رَضُوْا	ذٰلِكَ
ত্বগ-	শাইয়িন	মা-লিকি	শা- - - -আ	রদ্বু-	যা-লিকা
عَابِدٌ	شَاهِدٍ	دَافِقٍ	حَافِظٌ	حَاسِدٍ	يَرَهٗ
আ-'বিদুন	শা-হিদিন	দা-ফিক্বিন	হাঁ-ফিজুন	হাঁ-সিদিন্	ইয়ারহু
اَكِيْدُ	اَعُوْذُ	وَالِدٍ	نَاصِرٍ	غَاسِقٍ	عَآئِلًا
আকী-দু	আ'উ-যু	ওয়া-লিদিন	না-ছিরিন	গ-সিক্বিন	আ-'য়িলান

ছোট শব্দের প্রাকটিস-২

مُطَاعٍ	مَتَاعًا	مَاٰبًا	لِسَانًا
মুত্ব-য়্যিন্	মাতা-’আন্	মাআ-বান্	লিসা-নান্
وُجُوْهٌ	قُعُوْدٌ	مَفَازًا	مَعَاشًا
ভুজূ-হুন্	কু’যূ-দুন্	মাফা-ঝান্	মা’আ-শান্
خَبِيْرًا	بَصِيْرًا	اَلِيْمٍ	اَثِيْمٍ
খবী-রন্	বাছী-রন্	আলী-মিন্	আছী-মিন্
يَسِيْرًا	يَتِيْمًا	نَعِيْمٍ	مُحِيْطٌ
ইয়াসী-রন্	ইয়াতী-মান্	না’য়ী-মিন্	মুহী-ত্বুন্
اَلْمَوْءُدَةُ	عِيْشَةٍ	قُرَيْشٍ	رُوَيْدًا
আল্‌মাওয়ু-দাতু	’ই-শাতিন্	কুরইশিন্	রুওয়াইদান্
شِدَادًا	سِرَاجًا	صَوَابًا	مَوْضُوْعَةٌ
শিদা-দান্	সির-জান্	ছওয়া-বান্	মাওদ্বু-’আতুন্

ছোট শব্দের প্রাকটিস-৩

شَرَوْهُ	كَوْثَرَ	سَوْفَ	صَوْمُ	حَوْلَ	اَوْفِ
শারওহু	কাওছর	সাওফা	ছওমু	হাঁওলা	আওফি

عَيْنَيْنِ	اَوْحَيْتَ	صَيْفُ	اَيْنَ
‘আইনাইনি	আওহাঁইতা	ছইফু	আইনা

وَكَوَاعِبَ	يَقُوْلُ	اِذَا وَقَبَ	خَلَقَ
ওয়াকাওয়া-’ইবা	ইয়াক্বু-লু	ইযা- ওয়াক্ববা	খলাক্ব

ছোট শব্দের প্রাকটিস-৪

عَظِيْمٌ	كُنْ	قَرِيْبٌ	فَمَنْ	سَوْءٍ	عَادًا
‘আজী-মুন	কুন	ক্বরী-বুন	ফামান	সাওয়িন	‘আ-দান

اَطْعَمَنَا	خَلَقْنَا	لَقَدْ	يَجْعَلْ
আত্ব‘আমানা-	খলাক্বনা-	লাক্বদ	ইয়াজ‘আল

نُشِرَتْ	يُغْنِيْ	تَقْوٰى	تَجْرِيْ
নুশিরত	ইয়ুগনী-	তাক্বওয়া-	তাজরী-

ছোট শব্দের প্রাকটিস-৫

رُبَمَا	يَغُرُّكَ	قُرْاٰنٌ	اَرْسَلْنَا
রুবামা-	ইয়াগরুরকা	কুরআ-নুন	আরসালনা-
مِنْ شَرٍّ	وَاصْبِرْ	مُنْهَمِرٍ	اُمِرْتُ
মিং~~শার্রি	ওয়াছবির	মুন্হামির	উমিরতু
هَلْ اَتٰكَ	اِذَا بُعْثِرَ	اَفَلَا يَعْلَمُ	وَاَلْقَتْ
হাল্ আতা-কা	ইযা-বু‘ছির	আফালা-ইয়া’লামু	ওয়াআল্ক্বত্

ই টাইপ (ইখফা গুন্নাহ)-এর ব্যবহার

۞ مِنْ جُوْعٍ	۞ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ
মিং~~জু’-।	জান~ তিং~~তাজরী-।
۞ عَلِيْمًا قَدِيْرًا	۞ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
‘আলী-মাং~~ক্বদী-র-	মিং~~দূ-নি ল্লা-হি

যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাছিলের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় আল্লাহ্ তা’আলা তার জন্য বেহেস্তের রাস্তা সহজ করে দেন। আল-হাদীস

ঃ আয়াতের শেষে থামার নিয়ম ঃ

আয়াতের শেষে দুই জবর থাকলে ও পরে খালি আলিফ থাকলে (গোল তা ব্যতিত) দুই জবরের পরিবর্তে এক আলিফ টেনে পড়তে হবে।

قَدِيْرًا ۞				نَوَّابًا ۞			
কদ্বী-রন্	হবার কথা	হবে	কদ্বী-র-।	নাও ওয়া- বান্	হবার কথা	হবে	না-ও ওয়া-বা-।
مَشْكُوْرًا ۞				خَلِيْلًا ۞			
মাশ্কু-রন্	হবার কথা	হবে	মাশকু-র-।	খলী-লান্	হবার কথা	হবে	খলী-লা-।

পরীক্ষা–১৩

শূন্যস্থান পূরণ করি–১

اَيْنَ	اِلٰفِ	اٰنِيَةٍ	اٰوٰى	اٰمَنَ
আইনা				
شَىْءٍ	مٰلِكِ	شَآءَ	رَضُوْا	ذٰلِكَ
شَاهِدٍ	دَافِقٍ	حَافِظٌ	حَاسِدٍ	يَرَهٗ

اَعُوْذُ	وَالِدٍ	نَاصِرٍ	غَاسِقٍ	عَائِلًا

اَكِيْلُ	مُطَاعٍ	مَتَاعًا	مَاٰبًا	لِسَانًا

শূন্যস্থান পূরণ করি–২

وُجُوْهٌ	قُعُوْدٌ	مَفَازًا	مَعَاشًا
ভুজূ-হুন্			

خَبِيْرًا	بَصِيْرًا	اَلِيْمٍ	اَثِيْمٍ

يَسِيْرًا	يَتِيْمًا	نَعِيْمٍ	مُحِيْطٌ

اَلْمَوْءٗدَةُ	عِيْشَةٍ	قُرَيْشٍ	رُوَيْدًا
شِدَادًا	سِرَاجًا	صَوَابًا	مَوْضُوْعَةٌ

শূন্যস্থান পূরণ করি–৩

سَوْفَ	صَوْمُ	حَوْلَ	اَوْفِ
সাওফা			
عَيْنَيْنِ	اَوْحَيْتَ	صَيْفُ	اَيْنَ
وَكَوَاعِبَ	يَقُوْلُ	اِذَا وَقَبَ	خَلَقَ

اَطْعَمَنَا	خَلَقْنَا	لَقَدْ	يَجْعَلْ

نُشِرَتْ	يُغْنِىْ	تَقْوٰى	تَجْرِىْ

رُبَمَا	يَغُرُّكَ	قُرْاٰنٌ	اَرْسَلْنَا

শূন্যস্থান পূরণ করি–৪

مِنْ جُوْعٍ ۞	جَنّٰتٍ تَجْرِىْ ۞
মিং~~জু	
عَلِيْمًا قَدِيْرًا ۞	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۞
نَوَّابًا ۞	قَدِيْرًا ۞
خَلِيْلًا ۞	مَشْكُوْرًا ۞

১৪তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: একরাম

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত অথবা তার কর্তৃক ভূপৃষ্ঠে কোন ফ্যাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল। আর যে ব্যক্তি কোন প্রাণ রক্ষা করল, তবে সে যেন সকলের প্রাণ রক্ষা করল। (৫ সূরা মায়িদা ঃ ৩২)

হাদীসের বাণী

বিষয়: দাওয়াত

অর্থ ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বড় মনে করিতে আরম্ভ করিবে, তখন ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব তাহাদের অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে এবং যখন সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ পরিত্যাগ করিবে, তখন ওহীর বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। আর যখন একে অপরকে গালি-গালাজ করিতে শুরু করিবে, তখন আল্লাহ তায়ালার রহমতের দৃষ্টি হইতে দুরে সরিয়া যাইবে। (তিরমিযী)

আয়াতের শেষে গোলতা (ة) থাকলে থামার নিয়ম

আয়াতের শেষে গোল তা-তে (ة) তানবীন (ةٌ ةٍ ةً) থাকলে গোল তা (ة) পরিবর্তন করে হা (ه) কে সাকিন করে পড়তে হবে।

আছে	حُطَمَةٌ ۞	আছে	قَارِعَةٌ ۞
পড়বো	حُطَمَهْ ۞	পড়বো	قَارِعَهْ ۞
উচ্চারণ	হুতামাহ।	উচ্চারণ	ক্ব-রি'য়াহ।
আছে	حَامِيَةٌ ۞	আছে	صَلٰوةٌ ۞
পড়বো	حَامِيَهْ ۞	পড়বো	صَلٰوهْ ۞
উচ্চারণ	হাঁ-মিয়াহ।	উচ্চারণ	ছলা-হ।

সাকিন ও তাশদীদ পাশাপাশি থাকলে পড়ার নিয়ম

(১) সাকিনওয়ালা হরফের পরে তাশদীদওয়ালা হরফ থাকলে সাকিনওয়ালা হরফ বাদ দিয়ে তাশদীদওয়ালা হরফ পড়তে হবে।

عَبَدْتُّمْ ۞	قَدْ دَّخَلُوْا ۞
‘আবাত্ তুম।	কুদ্ - দাখলূ-।
مِنْ رَّبِّ ۞	نَخْلُقْكُّمْ ۞
মির্ রব্বি।	নাখলুক্কুম।

(২) غ (গইন) এবং ف (ফা) হরফ শব্দের মাঝে আসলে (غ) এর পেট কালি দ্বারা ভরা থাকবে এবং ফা (ف) এর পেট খালি থাকবে।

ر	ـفـ	ـغـ	ـتـ	سـ	ا
র	ফা	গইন	তা	সী- - - ন	আলিফ

(৩) তাশদীদ এবং জযমের ডাইনে হরকত ছাড়া যেসব হরফ থাকে, তা পড়া যায় না।

লেখার পদ্ধতি হতে পড়ার পার্থক্য

(রসমে খত "০" অথবা " × " এর ব্যবহার)

আছে	أَفَاْئِنْ مَّاتَ
হবে	أَفَئِنْ مَّاتَ
উচ্চারণ	আফায়িম্ ~ মা-তা

আছে	مَلَاْئِهٖ
হবে	مَلَئِهٖ
উচ্চারণ	মালায়িহী-

আছে	مِنْ نَّبَاْئِ
হবে	مِنْ نَّبَىءِ
উচ্চারণ	মিন্ ~ নাবায়িয়ি

আছে	لِتَتْلُوَاْ
হবে	لِتَتْلُوَ
উচ্চারণ	লিতাত্লুওয়া

আছে	ثَمُوْدَاْ
হবে	ثَمُوْدَ
উচ্চারণ	ছামূ-দা

আছে	أَنْ تَبُوْءَاْ
হবে	أَنْ تَبُوْءَ
উচ্চারণ	আং~~ তাবূ-আ

আছে	لَاْاِلَى اللّٰهِ
হবে	لَاِلَى اللّٰهِ
উচ্চারণ	লাইলাল্ল-হি

আছে	وَلَاْ أَوْضَعُوْا
হবে	وَلَاَوْضَعُوْا
উচ্চারণ	ওয়ালা আওদ্ব'উ-

আছে	لِشَاْیْءٍ
হবে	لِشَیْءٍ
উচ্চারণ	লিশাইয়িন্

আছে	لَنْ نَّدْعُوَاْ
হবে	لَنْ نَّدْعُوَ
উচ্চারণ	লান্ ~নাদউওয়া

আছে	لِیَرْبُوَاْفِیْ
হবে	لِیَرْبُوَ فِیْ
উচ্চারণ	লিইয়ারবুওয়াফী-

আছে	تَبْلُوَاْ
হবে	تَبْلُوَ
উচ্চারণ	তাব্লুওয়া

নীচের ৮টি হরফে জবর দিলেও আকার উচ্চারণ হবে না?

নীচের ৮টি হরফে জবর দিলেও আকার উচ্চারণ না হয়ে, সেই হরফই উচ্চারিত হবে।

غَ	قَ	ظَ	طَ	ضَ	صَ	رَ	خَ
গইন	ক্বফ	জোয়া	তোয়া	দ্বোয়াদ	ছোয়াদ	র	খ
জবর	জবর	জবর	জবর	জবর	জবর	জবর	জবর
গ	ক্ব	জোয়া	তোয়া	দ্বোয়া	ছোয়া	র	খ

وِ ওয়া যের	ভি	وُ ওয়া পেশ	ভু	وَ ওয়া যবর	ওয়া

পরীক্ষা–১৪

শূন্যস্থান পূরণ করি

আছে	حُطَمَةٍ ⊛	আছে	قَارِعَةٌ ⊛
পড়বো	حُطَمَهْ ⊛	পড়বো	قَارِعَهْ ⊛
উচ্চারণ		উচ্চারণ	
আছে	حَامِيَةٌ ⊛	আছে	صَلٰوةٌ ⊛
পড়বো	حَامِيَهْ ⊛	পড়বো	صَلٰوهْ ⊛
উচ্চারণ		উচ্চারণ	
-	عَبَدْتُّمْ ⊛	-	قَدْ دَّخَلُوْا ⊛
উচ্চারণ		উচ্চারণ	
-	مِنْ رَّبِّ ⊛	-	نَخْلُقْكُّمْ ⊛
উচ্চারণ		উচ্চারণ	

ـــر	ـــفـــ	ـــغـــ	ـــتـــ	ســـ	ا

লেখার পদ্ধতি হতে পড়ার পার্থক্য

(রসমে খত “০” অথবা “ × ” এর ব্যবহার)

আছে	اَفَاْئِنْ مَّاتَ	আছে	مَلَاْئِهٖ
হবে	اَفَئِنْ مَّاتَ	হবে	مَلَئِهٖ
উচ্চারণ	আফা	উচ্চারণ	
আছে	مِنْ نَّبَاْئِ	আছে	لِتَتْلُوَاْ
হবে	مِنْ نَّبَىءِ	হবে	لِتَتْلُوَ
উচ্চারণ		উচ্চারণ	
আছে	ثَمُوْدَاْ	আছে	اَنْ تَبُوْءَاْ
হবে	ثَمُوْدَ	হবে	اَنْ تَبُوْءَ
উচ্চারণ		উচ্চারণ	
আছে	لَاْاِلَى اللّٰهِ	আছে	وَلَاْ اَوْضَعُوْا
হবে	لَاِلَى اللّٰهِ	হবে	وَلَاَوْضَعُوْا
উচ্চারণ		উচ্চারণ	

আছে	لِشَاْىءٍ	আছে	لَنْ نَّدْعُوَاْ
হবে	لِشَىْءٍ	হবে	لَنْ نَّدْعُوَ
উচ্চারণ	লিশা	উচ্চারণ	

আছে	لِيَرْبُوَاْفِىْ	আছে	تَبْلُوَاْ
হবে	لِيَرْبُوَ فِىْ	হবে	تَبْلُوَ
উচ্চারণ		উচ্চারণ	

নীচের ৮টি হরফে জবর দিলেও আকার উচ্চারণ হবে না?

নীচের ৮টি হরফে জবর দিলেও আকার উচ্চারণ না হয়ে, সেই হরফই উচ্চারিত হবে।

غَ	قَ	ظَ	طَ	ضَ	صَ	رَ	خَ

وِ ওয়া যের		وُ ওয়া পেশ		وَ ওয়া যবর	

১৫তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ মানুষ কি বলে যে, এটি (তুমি) বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটি সূরা, আর ডেকে নাও যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (১০ সূরা ঃ ইউনুস ঃ ৩৮) অর্থ ঃ আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৫৪ সূরা ক্বমার ঃ ১৭, ২২, ৩২, ৪০)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: কুরআন
অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিতঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনের পারদর্শী ব্যক্তি ঐ সকল ফেরেশতাদের দলভুক্ত হইবে যাহারা লেখার কাজে নিয়োজিত এবং নেক্‌কার। আর যে ব্যক্তি কষ্ট করিয়া ঠেকিয়া ঠেকিয়া কুরআন শরীফ পড়ে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)	

গুন্নাহ (রিভিশন–১)

গুন্নাহ মানে সাধারণভাবে গুণ গুণ করে পড়া। গুন্নাহ ৩ প্রকার–
(১) ওয়াজিব গুন্নাহ। (২) মীম সাকিন গুন্নাহ। (৩) নূন সাকিন বা তানবীন গুন্নাহ।

ওয়াজিব গুন্নাহ	هُمَّ	اَنَّ
	হুম্‌~মা	আন্‌~না
নূনে এবং মীমে তাশদীদ থাকলে গুন্নাহ (~) করে পড়তে হবে। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে।	هُنَّ	ثُمَّ
	হুন্‌~না	ছুম্‌~মা

মীম সাকিন গুন্নাহ

মীম সাকিনের বামে ب (বা) থাকলে অথবা (م) মীম থাকলে গুন্নাহ করে পড়তে হবে। এখানে মীম (م) সাকিনের পর (ب) বা আছে।	رَبَّهُمْ بِهِمْ
	রব্বাহুম~বিহিম্‌
	গুন্নাহ হবে

এক নজরে গুন্নাহ টেবিল

টাইপ	গুন্নাহর নাম	কি করতে হবে	কখন হবে	কোন হরফ থাকলে হবে
-	ওয়াজিব গুন্নাহ	গুন্নাহসহ পড়তে হবে	নূনে অথবা মীমে তাশদীদ থাকলে	ن ও م এ তাশদীদ
টাইপ - এ	ইকলাব	ب থাকলে م দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহসহ পড়তে হবে	↑	ب
টাইপ - বি	ইদগামে বা-গুন্নাহ	গুন্নাহসহ পড়তে হবে		ن و م ي
টাইপ -সি	ইদগামে বেলা-গুন্নাহ	গুন্নাহ ছাড়া পড়তে হবে		ل ر
টাইপ - ডি	ইজহার	স্পষ্ট হবে	নূন সাকিন বা তানবীনের পরের হরফ	خ غ ح ع ه ء
টাইপ - ই	ইখফা	নাকের গুন্নাহসহ পড়তে হবে	↓	د ج ث ت ش س ز ذ ظ ط ض ص – ك ق ف
-	মীম সাকিন গুন্নাহ	গুন্নাহসহ পড়তে হবে	মীম সাকিনের পরের হরফ	م ب

এক নজরে গুন্নাহ ফ্লো চার্ট (রিভিশন)
গুন্নাহ মানে সাধারণভাবে গুনগুন করে পড়া।
গুন্নাহ (~)
ওয়াজিব গুন্নাহ
নূনে অথবা মীমে তাশদীদ থাকলে গুন্নাহসহ পড়তে হবে।
মীম সাকিন গুন্নাহ
মীম সাকিনের বামে ب (বা) অথবা (م) মীম থাকলে গুন্নাহসহ পড়তে হবে।
নূন সাকিন অথবা তানবীন গুন্নাহ
নুন সাকিন অথবা তানবীনের পরে এ, বি, সি, ডি অথবা ই, টাইপ হরফ থাকলে
টাইপ-এ ইকলাব ب
ب কে م দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহসহ পড়তে হবে
টাইপ-বি ইদগামে বা-গুন্নাহ ى م و ن
গুন্নাহ সহ মিলিয়ে পড়তে হবে
টাইপ-সি ইদগামে বেলা-গুন্নাহ ر ل
গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হবে
টাইপ-ডি ইজহার ء ه ع ح غ خ
গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হবে
টাইপ-ই ইখফা ت ث ج د ذ ز س
ش ص ض ط ظ ف ق ك
নাকের ভিতর লুকিয়ে গুন্নাহসহ পড়তে হবে
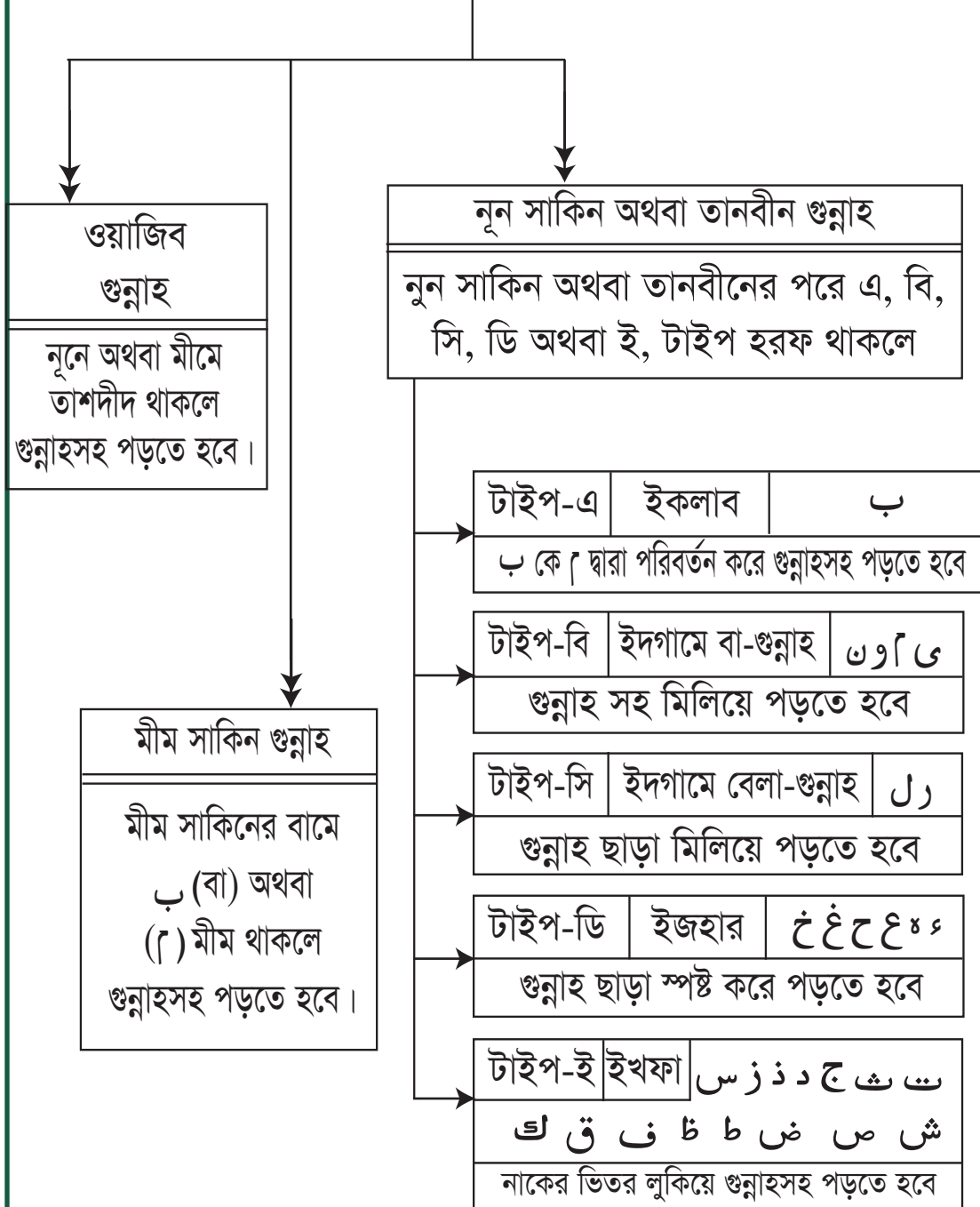
(১) ওয়াজিব গুন্নাহ ঃ

হরকতের বামে ن (নূ-ন) অথবা م মী-মে তাশদীদ হলে গুন্নাহ (~) করে পড়তে হয়। এটিকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। যথা ঃ

اُمَّ	اِمَّ	اَمَّ	اُنَّ	اِنَّ	اَنَّ
উম্ ~ মা	ইম্ ~ মা	আম্ ~ মা	উন্ ~ না	ইন্ ~ না	আন্ ~ না

وَجَنّٰتٍ	فِيْهِنَّ	فَلَمَّا	اِنَّمَا
ওয়াজান্ ~ না-তিন্	ফী-হিন্ ~ না	ফালাম্ ~ মা	ইন্ ~ না-মা-

عَمَّ	وَلَمَّا	مُزَّمِّلُ	اِنَّكُمْ
'আম্ ~ মা	ওয়ালাম্ ~ মা-	মুয্যাম্ ~ মিলু	ইন্ ~ নাকুম

اُمُّكَ	جَهَنَّمَ	مِمَّا	ثُمَّ
উম্ ~ মুকা	জাহান্ ~ নামা	মিম্ ~ মা-	ছুম্ ~ মা

(২) মীম সাকিনের গুন্নাহ ঃ

মীম সাকিনের পরের হরফ ب (বা) অথবা م (মী-ম) থাকলে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। যথা ঃ

থামার চিহ্ন এর ব্যবহার ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় কোথায় কিভাবে থামতে হবে এবং কোথায় থামা যাবে না, তা বুঝবার জন্যে কুরআন শরীফে বিভিন্ন ধরণের চিহ্ন দেয়া আছে। নিম্নে নকশায় ব্যাখ্যাসহ সেগুলোর তালিকা দেয়া হলো।

ক্রমিক নং	চিহ্ন	বিবরণ
১	○ ، ۞	ইহা আয়াত পূর্ণ হওয়ার চিহ্ন। এখানে থামা উচিৎ।
২	م	ইহা ওয়াক্‌ফে লাজিমের চিহ্ন। এখানে থামা জরুরী।
৩	ط	ইহা ওয়াক্‌ফে মুত্বলাক্ব বা স্বাভাবিক থামার চিহ্ন। এখানে থামা ভাল।
৪	ج	এই চিহ্নে থামা উত্তম, তবে না থামলেও ক্ষতি নেই।
৫	ز	এখানে না থামাই উত্তম
৬	ص	এখানে থামবে না, বরং মিলিয়ে পড়তে হবে। তবে দম শেষ হয়ে গেলে থামা যায়।
৭	صلى	এখানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।
৮	ق	এখানে থামা উচিত নয়।
৯	صل	এখানে থামা উত্তম।
১০	قف	ইহা থামার আদেশ সুচক শব্দ। অতএব এখানে থামতে হবে।

পরীক্ষা–১৫

শূন্যস্থান পূরণ করি

أُمَّ	إِمَّ	أَمَّ	أُنَّ	إِنَّ	أَنَّ

وَجَنّٰتٍ	فِيْهِنَّ	فَلَمَّا	إِنَّمَا

أُمُّكَ	جَهَنَّمَ	مِمَّا	ثُمَّ

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ	رَبَّهُمْ بِهِمْ

هُمْ بِالْبَيِّنٰتِ	قُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ

هُمْ مُهْتَدُوْنَ	عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ

১৬তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয় কুরআন

অর্থ ঃ তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (৪৭ সূরা মুহাম্মদ ঃ ২৪)

অর্থ ঃ করুণাময় আল্লাহ। শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। (৫৫ সূরা আর রহমান ঃ ১-৪)

হাদীসের বাণী	বিষয় কুরআন

অর্থ ঃ হযরত ওসমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শরীফ শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

নূন সাকিন	نْ
নূন সাকিন হল, জযম ওয়ালা নূন	

তানবীন	بٌ	بٍ	بً	*
তানবীন হল, দুই জবর, দুই জের অথবা দুই পেশ				

নূন সাকিন বা তানবীন গুন্নাহ পড়ার নিয়ম ৫টি (রিভিশন)

টাইপ	সংখ্যা	হরফ	নুন সাকিন বা তানবীনের পরের হরফ
টাইপ-এ	১টি	ইকলাব	ب
টাইপ-বি	৪টি	ইদগামে বা-গুন্নাহ	ن و م ي
টাইপ-সি	২টি	ইদগামে বেলা-গুন্নাহ	ل ر
টাইপ-ডি	৬টি	ইজহার	خ غ ح ع ه ء
টাইপ-ই	১৫টি	ইখফা	ش س ز ذ د ج ث ت – ك ق ف ظ ط ض ص

* উদাহরণ হিসাবে বা (ب) দিয়ে দেখানো হল, যে কোন হরফে তানবীন হতে পারে

এ টাইপ গুন্নাহর উদাহরণ

(~) চিহ্ন মানে গুন্নাহ [গুন্নাহ হবে ইকলাব]

নং	উদাহরণ	উদাহরণ
১	مِنْ بَعْدِ	سَمِيعٌ بَصِيرٌ
	মিম্ ~ বা'দি	সামী-'উম্ ~ বাছী-র
২	لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ	
	লানাসফা'আম ~ বিন্~না–ছিইয়াতি	
৩	حَدِيثٍ بَعْدَهُ	رَجْعٌ بَعِيدٌ
	হাদী-ছিম্ ~ বা'দাহু-	র'জউম্ ~ বা'ই-দুন্
৪	خَبِيرًا بَصِيرًا	لَيُنْبَذَنَّ
	খবী-রম্ ~ বাছী-রন্	লায়ুম্ ~ বাযান্ ~ না

বি টাইপ গুন্নাহর উদাহরণ (ইদগামে বেলা-গুন্নাহ)

(~) চিহ্ন মানে গুন্নাহ [গুন্নাহ হবে]

নং	উদাহরণ	উদাহরণ	উদাহরণ
১	مِنْ وَّالٍ	مَنْ نَّشَاءُ	مَنْ يَّشَاءُ
	মিও ~ ওয়া-লিন্	মান ~ নাশা- - - - উ	মাই ~ য়াশা- - - -উ
২	حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ	مَنْ يَّفْجُرُكَ	مِنْ وَّرَى
	হাবলুম ~মিম ~মাসাদিন্	মাই ~ইয়াফ্জুরুকা	মিও ~ওয়ার-
৩	مِنْ نِّعْمَةٍ	مَقَامًا مَّحْمُودًا	خَيْرٌ مِّنْ
	মিন ~নি'মাতিন্	মাক্ব-মাম ~ মাহমূ-দান	খইরুম্ ~ মিন

পরীক্ষা–১৬

শূন্যস্থান পূরণ করি

টাইপ	সংখ্যা	হরফ	নুন সাকিন বা তানবীনের পরের হরফ
টাইপ–এ		ইকলাব	
টাইপ–বি		ইদগামে বা-গুন্নাহ	
টাইপ–সি		ইদগামে বেলা-গুন্নাহ	
টাইপ–ডি		ইজহার	
টাইপ–ই		ইখফা	

এ টাইপ গুন্নার উদাহরণ

(~) চিহ্ন মানে গুন্নাহ [গুন্নাহ হবে]

১	مِنْ بَعْدِ	سَمِيعٌ بَصِيرٌ
২	لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ	
৩	حِينَئِذٍ بَعْدَهُ	رَجْعٌ بَعِيدٌ
৪	خَبِيرًا بَصِيرًا	لَيُنْبَذَنَّ

বি টাইপ গুন্নাহর উদাহরণ

(~) চিহ্ন মানে গুন্নাহ [গুন্নাহ হবে]

১	مِنْ وَّالٍ	مَنْ نَّشَآءُ	مَنْ يَّشَآءُ
২	حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ	مَنْ يَّفْجُرُكَ	مِنْ وَّرٰى
৩	مِنْ نِّعْمَةٍ	مَقَامًا مَّحْمُوْدًا	خَيْرٌ مِّنْ

অর্থ বুঝে

কুরআন পড়ি

সত্য খুঁজে

জীবন গড়ি .....

১৭তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয় কুরআন	হাদীসের বাণী	বিষয় কুরআন
অর্থ ঃ এই কুরআন তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে। আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (২৬ সূরা আশ শুআরা ঃ ১৯২-১৯৫)		অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাকের একটি আয়াত শুনে তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করে উহা কিয়ামতের দিন তাহার জন্য নূর হইবে। (আহমদ)	

সি টাইপ গুন্নাহর উদাহরণ (ইদগামে বেলা-গুন্নাহ)

নূন সাকিন বা তানবীনের পরের হরফ (ر) র অথবা (ل) লাম হলে কোন গুন্নাহর উচ্চারণ হবে না। [গুন্নাহ হবে না]
নিচের বাংলা উচ্চারণে কোথাও গুন্নাহ এর চিহ্ন (~) নাই।

وَلَمْ يَكُن لَّهُ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু-	أَن لَّا إِلٰهَ আল্লা-ইলা-হা	مِن رَّبِّكَ মির্‌রব্বিকা	১
شَيْءٍ رَّقِيبًا শাইউর রক্বী-বা-	جَمِيعٌ لَّدَيْنَا জামী-উল লাদাইনা-	كُلٌّ لَّمَّا কুল্লুল লাম্মা-	২
وَيْلٌ لِّكُلِّ ওয়াইলুল্ লিকুল্লি		غَفُورٌ رَّحِيمٌ গফূ-রুর্‌রহী-মুন	৩
مِن لَّدُنْهُ মিল্লাদুনহু		هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ হুমাঝাতিল লুমাঝাতিন্	৪

ডি টাইপ গুন্নাহর উদাহরণ (ইজহার)

[গুন্নাহ হবে না, স্পষ্ট হবে]

নূন সাকিন বা তানবীনের পরের ء (হামযা), ه (হা) ع ('আইন), ح (হাঁ), غ (গইন), خ (খ) হলে গুন্নাহর উচ্চারণ হবে না।
নিচের বাংলাতে কোথাও গুন্নাহর চিহ্ন (~) নাই।

১	اَنْعَمْتَ	مِنْ خَوْفٍ	عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ
	আন্-'আমতা	মিন্ খওফিন্	'আলী-মুন্ হাকী-মুন্
২	يَنْهَا	مَنْ اَرَادَ	—
	ইয়ান হা-	মান্ আর-দা	-
৩	وَعْدًا حَسَنًا		شَهَادَةً اَبَدًا
	ওয়া'দান্ হাসানা-		শাহা-দাতুন্ আবাদান্

ই টাইপ গুন্নার উদাহরণ (ইখফা)

নাকের ভিতর লুকাইয়া গুন্নাহ হবে [~~ মানে নাকের গুন্নাহ]
নূন সাকিন বা তানবীনের পরে ই টাইপ ইখফা (ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك) হরফ হলে নাকের গুন্নাহ (~~) হবে।

১	جَنّٰتٍ تَجْرِىْ	اُنْثٰى	مِنْ جُوْعٍ
	জান্না-তিং~~ তাজরী-	উং~~ ছা-	মিং~~ জু-ইন্
২	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ	نَارًا ذَاتَ	اَنْزِلَ
	মিং~~ দূ-নিল্লা-হি	নারং~~ যা-তা	উং~~ ঝিলা
৩	مِنْ سِجِّيْلٍ	مِنْ شَرِّ	عَنْ صَلَاتِهِمْ
	মিং~~ সিজ্জি-লিন্	মিং~~ শাররি	'আং~~ ছলা-তিহিম
৪	مِنْ ضَرِيْعٍ	يَنْطَلِقُ	يَنْظُرُوْنَ
	মিং~~দ্বরি-ইন্	ইয়াং~~ত্বলিক্বু	ইয়াং~~ জুরু-না

পরীক্ষা–১৭

শূন্যস্থান পূরণ করি

مِنْ رَبِّكَ	اَنْ لَا اِلٰهَ	وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
		ওয়ালাম
كُلٌّ لَّمَّا	جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا	شَيْءٍ رَّقِيْبًا

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ	وَيْلٌ لِّكُلِّ
هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ	مِنْ لَّدُنْهُ

اَنْعَمْتَ	مِنْ خَوْفٍ	عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ
		আলী-মুন
يَنْهَا	مَنْ اَرَادَ	—

وَعْدًا حَسَنًا	شَهَادَةً اَبَدًا

جَنّٰتٍ تَجْرِىْ	اُنْثٰى	مِنْ جُوْعٍ
		মিং~~ জু
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ	نَارًاذَاتَ	اَنْزِلَ
مِنْ سِجِّيْلٍ	مِنْ شَرِّ	عَنْ صَلَاتِهِمْ
مِنْ ضَرِيْعٍ	يَنْطَلِقُ	يَنْظُرُوْنَ

নোট-১	বাংলা চিহ্ন	~	মানে	গুন্নাহ
নোট-২	বাংলা চিহ্ন	~~	মানে	নাকের গুন্নাহ
নোট-৩	বাংলা চিহ্ন	-	মানে	এক আলিফ মাদ
নোট-৪	বাংলা চিহ্ন	’❑	মানে	’আইন

১৮তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: শবে কদর

অর্থ ঃ আমি কুরআনকে নাযিল করেছি শবে-কদরে। শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (৯৭ সূরা কদর ঃ ১-৪)

অর্থ ঃ মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। (৪৯ সূরা হুজরাত ঃ ১০)

হাদীসের বাণী

বিষয়: কলেমা

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে দোজখ হইতে বাহির করা হইবে, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিয়াছে এবং তাহার অন্তরে যবের দানার ওজন পরিমাণও ঈমান থাকিবে। অতঃপর এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিয়াছে এবং যাহার অন্তরে গমের দানার পরিমাণও ঈমান থাকিবে। অতঃপর এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিয়াছে এবং যাহার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান নিহিত থাকিবে। (বুখারী)

নূন সাকিন বা তানবীন গুন্নাহর ব্যবহার
টাইপ-ডি ছোট শব্দের প্রাক্‌টিস (ইজহার)-১

مَنْ اٰذِنَ	مِنْ اَخِيْهِ	فَمَنْ عُفِىَ
মান্ আযিনা	মিন্ আখি-হি	ফামান্ 'উফিইয়া

عَذَابٌ غَلِيْظٌ	كِتَابٌ حَكِيْمٌ
'আযা-বুন্ গলি-জুন্	কিতা-বুন্ হাকী-মুন্
نَارٌ حَامِيَةٌ	طَيْرًا اَبَابِيْلَ
না-রুন্ হাঁ-মিইয়াতুন্	তইরন্ আবা-বি-লা

مِنْ غَيْرِهٖ	لِمَنْ خَشِيَ
মিন্ গইরিহী-	লিমান্ খশিইয়া
مِنْهُ خِطَابًا	يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا
মিন্হু খিত্ব-বান্	ইয়াওমায়িযিন্ ‘আলাইহা-
كُفُوًا اَحَدٌ	مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ
কুফুওয়ান্ আহাদুন্	মিন্ ’আইনিন্ আ-নিইয়াতিন্

টাইপ-ই ছোট শব্দের প্রাকটিস (ইখফা)-২

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ	اَنْتَ مُنْذِرٌ
কির-মাং~~কা-তিবী-না	আং~~তা মুং~~ যিরু
يَتِيْمًا فَاٰوٰى	كُنْتُ تُرٰبًا
ইয়াতী-মাং~~ ফাআ-ওয়া-	কুং~~ তু তুর-বান্
رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ	مَنْ دَخَلَهٗ
রসূ-লিং~~ কারী-মিন্	মাং~~দাখলাহু-
كِتٰبٌ فِيْهِ	نَارًا ذَاتَ
কিতা-বুং~~ ফী-হি	না-রং~~যা-তা

সাধারণ ছোট শব্দের প্রাকটিস

وَالْاَقْرَبِيْنَ	وَالْيَتٰمٰى	وَالْقَمَرِ
ওয়ালআক্বরবী-না	ওয়াল ইয়াতা-মা-	ওয়ালক্বমারি

هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ	مَا الْقَارِعَةُ
হুমুল মুফ্লিহূ-না	মালক্ব-রি'আতু
كَانَ النَّاسُ	اِذَا الشَّمْسُ
কা-নান~না-সু	ইযাশ শাম্সু
اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ	يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ
আক্বী-মুছ ছলা-তা	ইয়াকু-লুর রসূ-লু

আল্লাহ শব্দের প্রাকটিস

জবর দিয়ে	سَمِعَ اللّٰهُ	قَالَ اللّٰهُ	اِنَّ اللّٰهَ
	সামি'আল্ ল-হু	ক্ব-লাল্ ল-হু	ইন্~নাল্ ল-হা
পেশ দিয়ে	خَلْقُ اللّٰهِ	يُرِيْدُ اللّٰهُ	حُدُوْدُ اللّٰهِ
	খল্কুল ল-হি	ইয়ুরী-দুল্ ল-হু	হুদূ-দুল্ ল-হি

জের দিয়ে
بَلِ اللّٰهُ
বালিল্ ল-হু
دِيْنِ اللّٰهِ
দ্বী-নিল্ লা-হি
اَمْرِ اللّٰهِ
আমরিল্ লা-হি
রসমে খত এর বিবরণ
اَفَائِنْ مَّاتَ
আফাইম্ ~ মা-তা
لَاْاِلَى اللّٰهِ
লাইলা-ল্ল-হি
اَنْ تَبُوْٓءَاْ
আং ~ ~তাবূ - - - - আ
যে আলিফে ০/× চিহ্ন থাকবে সেই আলিফ উচ্চারণ হবে না, ১ আলিফ মাদ হিসাবে ও উচ্চারণ হবে না।
ত্বলিবে ইল্‌ম (ইলমের ছাত্র)—এর সম্মানার্থে ফেরেস্তাগণ নূরের পাখা বিছিয়ে দেয়— আল-হাদীস
পরীক্ষা—১৮
শূন্যস্থান পূরণ করি
فَمَنْ عُفِىَ
مِنْ اَخِيْهِ
مَنْ اَذِنَ
মান আ
كِتَابٌ حَكِيْمٌ
عَذَابٌ غَلِيْظٌ
আযা-বুন

طَيْرًا اَبَابِيْلَ	نَارٌ حَامِيَةٌ
	না-রুন
يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا	مِنْهُ خِطَابًا
	মিনহু
مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ	كُفُوًا اَحَدٌ
	কুফুওয়ান
اَنْتَ مُنْذِرٌ	كِرَامًا كَاتِبِيْنَ
	কিরা-মান
يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ	اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
	আক্বী-মু

اِنَّ اللّٰهَ	قَالَ اللّٰهُ	سَمِعَ اللّٰهُ
		সামি'আ

خَلْقُ اللّٰهِ	يُرِيْدُ اللّٰهُ	حُدُوْدُ اللّٰهِ
খল্কু		
اَمْرِ اللّٰهِ	دِيْنِ اللّٰهِ	بَلِ اللّٰهُ
আমরি		

رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ	مَنْ دَخَلَهٗ
রসূলিন	
كِتٰبٌ فِيْهِ	نَارًا ذَاتَ
কিতা-বুন	

اَنْ تَبُوْٓءَا	لَاۡاِلَى اللّٰهِ	اَفَائِنْ مَّاتَ
আন্তা		

স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির দোয়া ঃ রব্বি ঝিদ্‌নী ইল্‌মা, রব্বি ইয়াছছির ওয়ালা-তু আছ্‌ছির ওয়াতাম্~মীম্~বিল খই-র।

১৯তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: কুরআন

অর্থ ঃ এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে। এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯-১০)

হাদীসের বাণী

বিষয়: আল্লাহর আরশ

অর্থ ঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তিনটি জিনিস কিয়ামতের দিন আরশের নীচে থাকিবে। প্রথমঃ কালামে পাক। উহা সেইদিন বান্দার ব্যাপারে (আল্লাহর সাথে) ঝগড়া করিবে এই কুরআনের জাহের ও বাতেন দুইটি দিক রহিয়াছে। দ্বিতীয় ঃ আমানত। তৃতীয় ঃ আত্মীয়তা। ইহা সেই দিন উচ্চ আওয়াজে বলিতে থাকিবে, যে ব্যক্তি আমাকে রক্ষা করিয়াছে আল্লাহ তা'য়ালা তাহাকে আপন রহমতের সহিত মিলাইয়া দিন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন রহমত হইতে পৃথক করিয়া দিন। (শরহুস-সুন্নাহ)

ছোট শব্দের প্র্যাকটিস, বি টাইপ-ইদগামে বা-গুন্নাহ [গুন্নাহ হবে]

مِنْ يَّوْمٍ	لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ	خَيْرًا يَّرَهٗ
মিই~ ইয়াওমিন্	লিক্বওমি~ইয়ু-ক্বিনু-না	খইরই~ইয়ারহু-
اَنْ يَّشَاءُ	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ	مَنْ يَّقُوْلُ
আই~ইয়া শা- - - - আ	ভুজূ-হুই~ইয়াওমাইযিন্	মাই~ইয়াকু-লু
اِنْ وَّهَبَتْ	رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ	اِلٰهًا وَّاحِدًا
ইও ~ওয়াহাবাত্	রহী-মুও~ওয়াদূ-দুন	ইলা-হাও~ওয়া-হিদান্
صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا	رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ	
ছির-ত্বম~মুসতাক্বী-মান্	রসূ-লুম~মিনাল্ ল-হি	

নোট ঃ দেখা যাচ্ছে নূন সাকিন বা তানবীনের পরে বি টাইপ, ইদগামে বা-গুন্নাহর [ي (ইয়া-), م (মী-ম), و (ওয়াও), ن (নূ-ন)] হরফ আসলে গুন্নাহ (~) হবে।

মীম সাকিন গুন্নাহর প্রাকটিস-১ (রিভিশন-১)

(م) মীম থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে]

لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ	اِلَيْكُمْ مُرْسَلُوْنَ
লাহুম~ মা-ইয়াশা- - - - উ-না	ইলাইকুম্~ মুর্সালূ-না
فَهُمْ مُعْرِضُوْنَ	فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ
ফাহুম ~ মু'রিদূ-না	ফী- কুলূ-বিহিম ~ মারদ্বুন্

(ب) বা থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে]

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ	اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ
তার্মী-হিম ~ বিহিজা-রতিন্	ইন্ ~না রব্বাহুম ~ বিহিম
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ	وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ
ফাবাশ্শির্হুম ~ বি'আযা-বিন্	ওয়ামা-হুম ~ বিমূ'মিনী-না

(م) অথবা (ب) না থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে না]

لَمْ يَلْبَسُوْا	لَكُمْ دِيْنُكُمْ	هُمْ فِيْهَا
লাম্ ইয়ালবাসূ-	লাকুম দী-নুকুম্	হুম্ ফী-হা-

لَهُمْ اَجْرٌ	اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ
লাহুম আজ্রুন্	আম্ লাম্ তুং ~~ যির্হুম

নোট ঃ উপরের বাংলা উচ্চারণে কোথাও গুন্নাহর চিহ্ন (~) নাই, অর্থাৎ গুন্নাহ নাই।

اَللّٰهُ শব্দের লাম (ل) এর উচ্চারণ (রিভিশন-১)

اَللّٰهُ শব্দের লাম (ل) এর ডানে জবর বা পেশ হলে اَللّٰهُ শব্দের লাম (ل) কে মোটা করে পড়তে হয়। ল্ল

اَللّٰهُ শব্দের লাম (ل) এর ডানে জের হলে اَللّٰهُ শব্দের লাম (ل) কে পাতলা করে পড়তে হয়। ল্লা

اَللّٰهُ শব্দের (ل) এর পূর্বে জবর এর উদাহরণ

سَمِعَ اللّٰهُ	قَالَ اللّٰهُ	اِنَّ اللّٰهَ
সামী'আ ল্ল-হু	ক্বা-লা ল্ল-হু	ইন্ ~ না ল্ল-হা

اَللّٰهُ শব্দের (ل) এর পূর্বে পেশ এর উদাহরণ

خَلْقُ اللّٰهِ	يُرِيْدُ اللّٰهُ	حُدُوْدُ اللّٰهِ
খল্ক্কু ল্ল-হি	ইয়ুরী-দু ল্ল-হু	হুদূ-দু ল্ল-হি

اَللّٰهُ শব্দের (ل) এর পূর্বে জের এর উদাহরণ

بَلِ اللّٰهُ	دِيْنِ اللّٰهِ	بِسْمِ اللّٰهِ
বালি ল্লা-হু	দী-নি ল্লা-হি	বিস্‌মিল্লা-হি

ঈমানে মুফাসসাল

وَمَلٰٓئِكَتِهٖ	بِاللّٰهِ	اٰمَنْتُ
ওয়ামালা-ইকাতিহী-	বিল্লা-হি	আ-মাং~~তু
ফেরেস্তাগণের উপর	আল্লাহর উপর	আমি ঈমান আনিলাম
وَالْيَوْمِ	وَرُسُلِهٖ	وَكُتُبِهٖ
ওয়া-ল ইয়াওমিল	ওয়া রুসুলিহী-	ওয়া কুতুবিহী-
কিয়ামতের দিনের উপর	রসূলগণের উপর	কিতাব সমূহের উপর
خَيْرِهٖ	وَالْقَدْرِ	الْاٰخِرِ
খইরিহী-	ওয়াল ক্বদ্‌রি	আ-খিরি
ভালো	তক্বদীরের উপর	আখিরাতের উপর
تَعَالٰى	مِنَ اللّٰهِ	وَشَرِّهٖ
তা‘আ-লা-	মিনা- ল্ল-হি	ওয়া শার্‌রিহী-
তাকদীর	আল্লাহর হাতে	এবং মন্দ
الْمَوْتِ	بَعْدَ	وَالْبَعْثِ
মাওতি	বা‘দা-ল	ওয়াল বা‘ছি
এবং মৃত্যুর পর	হবার	জীবিত হবার উপর

পরীক্ষা–১৯

শূন্যস্থান পূরণ করি

(م) মীম থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে]

اِلَيْكُمْ مُرْسَلُوْنَ	لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ
	লাহুম
فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ	فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

(ب) বা থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে]

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ	تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ
	তার্‌মি
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ	فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

(م) অথবা (ب) না থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে না]

هُمْ فِيْهَا	لَكُمْ دِيْنُكُمْ	لَمْ يَلْبَسُوْا
		লাম্

اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ	لَهُمْ اَجْرٌ

দোয়া ঃ রব্বি জিদনী ইলমা, রব্বি ইয়াছ্ ছির ওয়ালা তুওয়াছছির ওয়াতাম্ মিম~বিল খইর।

اللّٰهُ শব্দের লাম (ل) এর উচ্চারণ

اللّٰهُ শব্দের লাম (ل) এর ডানে [ ] বা [ ] হলে اللّٰهُ শব্দের লাম (ل) কে [ ] করে পড়তে হয়। [ ]

اللّٰهُ শব্দের লাম (ل) এর ডানে [ ] হলে اللّٰهُ শব্দের লাম (ل) কে [ ] করে পড়তে হয়। [ ]

اَللّٰهُ শব্দের (ل) এর পূর্বে জবর এর উদাহরণ

سَمِعَ اللّٰهُ	قَالَ اللّٰهُ	اِنَّ اللّٰهَ
সামি'আ		

اَللّٰهُ শব্দের (ل) এর পূর্বে পেশ এর উদাহরণ

خَلْقُ اللّٰهِ	يُرِيْدُ اللّٰهُ	حُدُوْدُ اللّٰهِ
খল্কু		

اَللّٰهُ শব্দের (ل) এর পূর্বে জের এর উদাহরণ

بَلِ اللّٰهُ	دِيْنِ اللّٰهِ	بِسْمِ اللّٰهِ
বালি		

ঈমানে মুফাসসাল- শূন্যস্থান পূরণ করি

اٰمَنْتُ	بِاللّٰهِ	وَمَلٰئِكَتِهٖ
		ওয়া মালা-
وَكُتُبِهٖ	وَرُسُلِهٖ	وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ	وَالْقَدْرِ	خَيْرِهٖ
وَشَرِّهٖ	مِنَ اللّٰهِ	تَعَالٰى
وَالْبَعْثِ	بَعْدَ	الْمَوْتِ

২০তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী
বিষয়: কুরআন

অর্থ ঃ অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। (১৬ সূরা নহল ঃ ৯৮)

অর্থ ঃ নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই মহা স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দিয়েছি। (১৫ সূরা হিজর ঃ ৮৬-৮৭)

হাদীসের বাণী
বিষয়: কুরআন

অর্থ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও উপর হাছাদ (অর্থাৎ হিংসা) করা জায়েয নাই। এক, ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের তওফীক দিয়াছেন এবং সে দিন রাত উহাতে মশগুল থাকে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা প্রচুর ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন এবং সে দিন-রাত্র উহা হইতে (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিতে থাকে। (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ)

এ টাইপ- ইকলাব-হরফ-১ ঃ ب (বা) মীম দ্বারা পরিবর্তন করে [গুন্নাহ হবে]

مِنْ بَعْدِ	لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ	مَنْ بَخِلَ
মিম ~ বা'দি	লানাস্‌ফা'আম ~বিন্ ~ না-ছিইয়াতি	মাম্ ~ বাখিলা

رَجْعٌ بَعِيدٌ	كِرَامٍ بَرَرَةٍ	مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ
রজউম ~ বা'য়ি-দুন	কিরমিম ~বাররতিন্	মিম ~বাইনিছ ছুলবি

বি টাইপ ঃ ইদগামে বা-গুন্নাহ/হরফ ৪টি ঃ ن و م ي **[গুন্নাহ হবে]**

مِنْ نِعْمَةٍ	مِنْ وَّرَى	مِنْ مَّسَدٍ	مَنْ يَفْجُرُكَ
মিন~নি'মাতিন	মিও ~ওয়ার-	মিম্~মাসাদিন্	মাই ~ইয়াফজুরুকা

مَا لَاوَ	خَيْرٌ مِّنْ	مُحَمَّدٍ وَّ	مَقَامًا مَّحْمُوْدًا
মা-লাও~ওয়া	খইরুম ~ মিন্	মুহাম্ ~মাদিও ~ওয়া	মাক্ব-মাম্ ~মাহমূ-দান

সি টাইপ ঃ ইদগামে বেলা-গুন্নাহ ঃ র (ر) থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে না]

مِنْ رَّبِّكَ	مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
মির্ রব্বিকা	মুহাম্ ~ মাদুর্ রসূ-লু ল্ল-হি

عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ	غَفُوْرًا رَّحِيْمًا
’ইশাতির র-দ্বিইয়াতিন্	গফূ-রর্ রহী-মান্

ইদগামে বেলা-গুন্নাহ –লাম (ل) থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে না]

يَكُنْ لَّهٗ	كُلٌّ لَّهٗ	مِنْ لَّدُنْهُ
ইয়াকুল্ লাহু-	কুল্ লুল্লাহু-	মিল্লাদুন্হু
مِنْ لَّبَنٍ	اُفٍّ لَّكُمْ	رِزْقًا لَّكُمْ
মিল্লাবানিন্	উফ্ফিল লাকুম	রিয্ক্বল্লাকুম

ডি টাইপ ঃ ইজহার/হরফ ৬টি ঃ

خ	غ	ح	ع	ه	ء

[গুন্নাহ হবে না]

لِمَنْ حَمِدَهٗ	اَنْعَمْتَ	عَنْهُ	مَنْ اَحْيَيْتَهٗ
লিমান্ হাঁমিদাহু-	আন্’আমতা	’আন্হু	মান্ আহ্ইয়াইতাহু-

غَاسِقٍ اِذَا	مُّحَمَّدًا عَبْدُهٗ	مِنْ خَوْفٍ	مِنْ غَيْرٍ
গ-সিক্বিন্ ইযা-	মুহাঁম-মাদান্ 'আবদুহু-	মিন্ খওফি	মিন্ গইরি

يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا	مِنْهُ خِطَابًا	طَيْرًا اَبَابِيْلَ
ইয়াওমাইযিন্ 'আলাইহা-	মিনহু খিত্ব-বান	ত্বইরন্ আবা-বী-লা

ই টাইপ ঃ

ইখফা অর্থ নাকের ভিতর লুকিয়ে পড়া। ইখফার হরফ ১৫টি। নিচের টেবিলে ই টাইপ ইখফার ১৫টি হরফ কিছুটা ভিন্ন ভুল উচ্চারণে দেয়া হল, শুধুমাত্র সুর করে ১৫টি হরফ মুখস্ত করার জন্য। (ডান থেকে শুরু) [* নীচের উদাহরণ]

ش	س	ز *	ذ *	د *	ج	ث *	ت *
॥ শীন	সীনো	ঝা	যালো	॥ দালো	জীমো	ছাও	তাও
	ك	ق	ف	ظ *	ط	ض	ص
	॥ কাফ	ক্বফো	ফাও	জয়ো	তয়ো	দ্বোয়াদো	ছোয়াদো

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ	فَلَنْ تَجِدَ
ফাআম্ ~ মা- মাং~~ ছাকুলাত্	ফালাং~~তাজিদা
يَنْظُرُوْنَ	مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
ইয়াং~~ জুরু-না	মা- আং~~ ঝা-লা ল্ল-হু
نَارًا ذَاتَ	مَنْ دَخَلَهٗ
না-রং~~ যা-তা	মাং~~ দাখলাহু-

কালিমায়ে তামজীদ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ	سُبْحَانَ اللّٰهِ
ওয়ালহাঁমদু লিল্লা-হি	সুবহাঁ-নাল্ল-হি
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য	আল্লাহু তা'আলা পবিত্র

وَاللّٰهُ اَكْبَرْ	اِلَّا اللّٰهُ	وَلَآ اِلٰهَ
ওয়াল্ল-হু আক্‌বার	ইল্লা- ল্ল-হু	ওয়ালা - - - ইলা-হা
এবং আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ	আল্লাহ ব্যতীত	এবং কোন মাবুদ নেই

اِلَّا بِاللّٰهِ	وَلَا قُوَّةَ	وَلَا حَوْلَ
ইল্লা-বিল্লা-হিল	ওয়ালা-ক্বুওয়াতা	ওয়ালা-হাঁওলা
নেক আমল করার আল্লাহ ছাড়া	গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নাই কোনো ক্ষমতা	আল্লাহর তৌফিক ব্যতিত

الْعَظِيْمِ۞	الْعَلِيِّ
'আজী- - - ম।	'আলিই ইল
আল্লাহ শ্রেষ্ঠ।	অতি উচ্চ

'আলী-য়্যিল

পরীক্ষা-২০

শূন্যস্থান পূরণ করি

এ টাইপ- ইকলাব-হরফ-১ ঃ ب (বা) মীম দ্বারা পরিবর্তন করে [গুন্নাহ হবে]

مِنْ بَعْدِ	لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ	مَنْ بَخِلَ
মিম ~		

رَجْعٌ بَعِيْدٌ	كِرَامٍ بَرَرَةٍ	مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ

বি টাইপ ঃ ইদগামে বা-গুন্নাহ/হরফ ৪টি ঃ ن و م ي [গুন্নাহ হবে]

مِنْ نِعْمَةٍ	مِنْ وَّرَائِ	مِنْ مَّسَدٍ	مَنْ يَّفْجُرُكَ
মিন ~			

مَالًا وَّ	خَيْرٌ مِّنْ	مُحَمَّدٌ وَّ	مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

সি টাইপ ঃ ইদগামে বেলা-গুন্নাহ ঃ র (ر) থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে না]

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ	مِنْ رَّبِّكَ
	মির্
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا	عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ

ইদগামে বেলা-গুন্নাহ –লাম (ل) থাকলে [গুন্নাহ (~) হবে না]

مِنْ لَّدُنْهُ	كُلٌّ لَّهٗ	يَكُنْ لَّهٗ
رِزْقًا لَّكُمْ	اُفٍّ لَّكُمْ	مِنْ لَّبَنٍ

ডি টাইপ ঃ ইজহার/হরফ ৬টি ঃ ء ه ع ح غ خ
[গুন্নাহ হবে না]

مَنْ اَحْيَيْتَهٗ	عَنْهُ	اَنْعَمْتَ	لِمَنْ حَمِدَهٗ
			লিমান্

غَاسِقٍ اِذَا	مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ	مِنْ خَوْفٍ	مِنْ غَيْرِ

يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا	مِنْهُ خِطَابًا	طَيْرًا اَبَابِيْلَ

ই টাইপ ঃ

ইখফা অর্থ নাকের ভিতর লুকিয়ে পড়া। ইখফার হরফ ১৫টি। নিচের টেবিলে ই টাইপ ইখফার ১৫টি হরফ কিছুটা ভিন্ন ভুল উচ্চারণে দেয়া হল, শুধুমাত্র সুর করে ১৫টি হরফ মুখস্ত করার জন্য। (ডান থেকে শুরু) [* নীচের উদাহরণ]

ش	س	ز *	ذ *	د *	ج	ث *	ت *
শীন							
	ك	ق	ف	ظ *	ط	ض	ص

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ	فَلَنْ تَجِدَ
يَنْظُرُوْنَ	مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
نَارًا ذَاتَ	مَنْ دَخَلَهٗ

কালিমায়ে তামজীদ

سُبْحَانَ اللّٰهِ	وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
	ওয়া-ল

وَلَآاِلٰهَ	اِلَّااللّٰهُ	وَاللّٰهُ اَكْبَرْ
وَلَاحَوْلَ	وَلَاقُوَّةَ	اِلَّا بِاللّٰهِ

الْعَلِيِّ	الْعَظِيْمِ ۞

২১তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: কুরআন

অর্থ ঃ আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২)

অর্থ ঃ বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হিদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা মু'মিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কুরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দুরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়। (৪১ সূরা হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪৪)

হাদীসের বাণী

বিষয়: কুরআন

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ হইতে বর্ণিত করিয়াছেন যে, যখন কোন জামাত আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হইয়া কুরআন পাকের তেলাওয়াত ও দাওর করে তখন তাহাদের উপর ছাকীনা নাজিল হয়, আল্লাহর রহমত তাহাদেরকে ঢাকিয়া লয়, রহমতের ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে বেষ্টন করিয়া লয় এবং আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মজলিসে তাহাদের আলোচনা করেন। (মুসলিম, আবু দাউদ)

কুরআন শরীফ থেকে হরফ শেখা

হরকত ছাড়া (সূরা-মুলক, আয়াত ঃ ১-৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানীর রহীম

ه	ـل	ـيـ	بـ	ى	ـذ	لـ	ا	ك	ـر	ـبـ	تـ
হা	দাল	ইয়া	বা	ইয়া	যাল	লাম	আলিফ	কাফ	র	বা	তা

ـل	كـ	ـى	ـلـ	عـ	ـو	هـ	و	ـك	ـلـ	ـمـ	لـ	ا
লাম	কাফ	ইয়া	লাম	’আইন	ওয়াও	হা	ওয়াও	কাফ	লাম	মীম	লাম	আলিফ

ى	ـذ	لـ	ا	۝١	ٍّ	ـر	يـ	ـد	قـ	ء	ـى	شـ
ইয়া	যাল	লাম	আলিফ	দাঁড়ি	নূ-ন	র	ইয়া-	দাল	ক্বফ	হামযা	ইয়া	শীন

ة	ـو	ـيـ	ـحـ	ال	و	ت	ـو	ـمـ	لـ	ا	ـق	ـلـ	خـ
তা	ওয়াও	ইয়া	হাঁ	আলিফ লাম	ওয়াও	তা	ওয়াও	মীম	লাম	আলিফ	কৃফ	লাম	খ

ـم	ـكـ	يـ	ا	ـم	كـ	ـو	ـلـ	ـبـ	ـيـ	لـ
মীম	কাফ	ইয়া	আলিফ	মীম	কাফ	ওয়াও	লাম	বা	ইয়া	লাম

ـو	هـ	و	ط	ـلا	ـمـ	عـ	ـن	ـسـ	حـ	ا
ওয়াও	হা	ওয়াও	কমা	লাম আলিফ	মীম	'আইন	নূন	সীন	হাঁ	আলিফ

②	ر	ـو	ـفـ	ـغـ	لـ	ا	ـز	يـ	ـز	ـعـ	لـ	ا
দাঁড়ি	র	ওয়াও	ফা	গ	লাম	আলিফ	ঝা	ইয়া	ঝা	আইন	লাম	আলিফ

ت	ـو	ـمـ	سـ	ـع	ـبـ	سـ	ـق	ـلـ	خـ	ى	ـذ	لـ	ا
তা	ওয়াও	মীম	ছীন	'আইন	বা	ছীন	কৃফ	লাম	খ	ইয়া	যাল	লাম	আলিফ

ـى	فـ	ى	ـر	تـ	ـا	مـ	ط	ـا	قـ	ـا	ـبـ	طـ
ইয়া	ফা	ইয়া	র	তা	আলিফ	মীম	কমা	আলিফ	কৃফ	আলিফ	বা	ত্ব

ـن	مـ	ـن	ـمـ	حـ	ـر	لـ	ا	ـق	ـلـ	خـ
নূন	মীম	নূন	মীম	হা	র	লাম	আলিফ	কৃফ	লাম	খ

لبصر				ا	جع		ر	فا		ت	تفو		
র	ছোয়াদ	বা	লাম	আলিফ	আইন	জীম	র	আলিফ	ফা	তা	ওয়াও	ফা	তা

③	ر	فطو			من		ى	تر		هل	
দাড়ি	র	ওয়াও	ত্বোয়া	ফা	নূন	মীম	ইয়া	র	তা	লাম	হা

لبصر				ا	جع		ر	ا	ثم	
র	ছোয়াদ	বা	লাম	আলিফ	আইন	জীম	র	আলিফ	মীম	ছা

ليك			ا	ينقلب					تين			كر	
কাফ	ইয়া	লাম	আলিফ	বা	লাম	ক্বফ	নূন	ইয়া	নূন	ইয়া	তা	র	কাফ

هو		و	سئا			خا		لبصر				ا
ওয়াও	হা	ওয়াও	আলিফ	হামযা	সীন	আলিফ	খ	র	ছোয়াদ	বা	লাম	আলিফ

ينا			ز	لقد			و	④	حسير			
আলিফ	নূন	ইয়া	ঝা	দাল	ক্বফ	লাম	ওয়াও	দাড়ি	র	ইয়া	সীন	হা

نيا			لد		ا	ء	لسما				ا
আলিফ	ইয়া	নূন	দাল	লাম	আলিফ	হামযা	আলিফ	মী-ম	সীন	লাম	আলিফ

بيح			بمصا			
হাঁ	ইয়া	বা	আলিফ	ছোয়াদ	মী-ম	বা

ما		جو		ر	جعلنها						و
আলিফ	মীম	ওয়াও	জীম	র	আলিফ	হা	নূন	লাম	'আইন	জীম	ওয়াও

نا		عتد			ا	و	للشيطين						
আলিফ	নূন	দাল	তা	'আইন	আলিফ	ওয়াও	নূন	ইয়া	ত্বোয়া	ইয়া	শীন	লাম	লাম

⑤	لسعير					ا	ب	ا	عذ		لهم		
দাড়ি	র	ইয়া	'আইন	সীন	লাম	আলিফ	বা	আলিফ	যাল	'আইন	মীম	হা	লাম

ا	و	كفر			ين		للذ			و
আলিফ	ওয়াও	র	ফা	কাফ	নূন	ইয়া	যাল	লাম	লাম	ওয়াও

ط	جهنم				ب	ا	عذ		بهم			بر	
কমা	মীম	নূন	হা	জীম	বা	আলিফ	যাল	'আইন	মীম	হা	বা	র	বা

ا	ذ	ا	⑥	لمصير					ا	بئس			و
আলিফ	যাল	আলিফ	দাড়ি	র	ইয়া	ছোয়াদ	মীম	লাম	আলিফ	সীন	হামযা	বা	ওয়াও

ا	سمعو				فيها				ا	لقو			ا
আলিফ	ওয়াও	আইন	মীম	সীন	আলিফ	হা	ইয়া	ফা	আলিফ	ওয়াও	ক্বফ	লাম	আলিফ

⑦	ر	تفو			هى		و	شهيقا					لها		
দাড়ি	র	ওয়াও	ফা	তা	ইয়া	হা	ওয়াও	আলিফ	ক্বফ	ইয়া	হা	শীন	আলিফ	হা	লাম

পরীক্ষা–২১

শূন্যস্থান পূরণ করি

কুরআন শরীফ থেকে হরফ শেখা

হরকত ছাড়া (সূরা মুলক, আয়াত ঃ ১-৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানীর রহীম

ه	ـل	ـيـ	بـ	ى	ـذ	لـ	ا	ك	ر	ـبـ	تـ
										বা	তা

ل	كـ	ى	ـلـ	عـ	و	هـ	و	ك	ـلـ	ـمـ	لـ	ا

ى	ـذ	لـ	ا	۝١	ٍّ	ر	يـ	د	قـ	ء	ى	شـ

ة	و	ـيـ	ـحـ	ال	و	ت	و	ـمـ	لـ	ا	ق	ـلـ	خـ

م	ـكـ	يـ	ا	م	كـ	و	ـلـ	ـبـ	ـيـ	لـ

ا حسن عملا ط و هو

ا لعزيز ا لغفو

ا لذى خلق سبع سموت

طبا قا ط ما ترى فى

خلق ا لرحمن من

تفوت فا رجع ا لبصر

هل ترى من فطور ৩

ثـــم ا ر جـــع ا لـــبـــصـــر

كـــر تـــيـــن يـــنـــقـــلـــب ا لـــيـــك

ا لـــبـــصـــر خـــا ســـئـــا و هـــو

حـــســـيـــر (৪) و لـــقـــد ز يـــنـــا

ا لـــســـمـــا ء ا لـــد نـــيـــا

بـــمـــصـــا بـــيـــح

و جـــعـــلـــنـــهـــا ر جـــو مـــا

لـــلـــشـــيـــطـــيـــن و ا عـــتـــن نـــا

لـــهـــم عـــذ ا ب ا لـــســـعـــيـــر ٥

و لـــلـــذ يـــن كـــفـــر و ا

بـــر بـــهـــم عـــذ ا ب جـــهـــنـــم ط

و بـــئـــس ا لـــمـــصـــيـــر ٦ ا ذ ا

ا لـــقـــو ا فـــيـــهـــا ســـمـــعـــو ا

لـــهـــا شـــهـــيـــقـــا و هـــى تـــفـــو ر ٧ لا

২২তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: জান্নাত

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্যে। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করে যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (৩ আল ইমরান ঃ ১৩৩-১৩৪)

হাদীসের বাণী

বিষয়: দাওয়াত

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা রাস্তার এক সকাল অথবা এক বিকাল (ব্যয় করা) দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর যাহা কিছু রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা উত্তম। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর যা আছে, তা সম্পূর্ণ যদি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ব্যয় করিয়া দেওয়া হয়, তবুও আল্লাহ তা'আলার রাস্তার এক সকাল বা এক বিকাল, উহার চাইতে বেশী সওয়াবের কারণ হইবে। (মেরকাত)

আল-কুরআনের ছোট আয়াতের উচ্চারণ শেখা (অর্থসহ)

বাংলা উচ্চারণে প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াকফ্ করা বা থামা হয়েছে

সূরা ইনফিতার (আয়াত-৬)

১

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِۙ ﴿٦﴾

উচ্চারণ ঃ ইয়া- - - - আইয়ুহাল ইং~~ সা-নু মা-গর্‌রকা বিরব্বিকাল কারী- - - ম।

অর্থ ঃ হে মানুষ, কোন জিনিস তোমাকে তোমার মহান রব থেকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে?

সূরা আলাক্ব (আয়াত-১)

২

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَۚ ﴿١﴾

উচ্চারণ ঃ ইক্বর' বিস্‌মি রব্বিকাল লাযী-খলাক্ব।

অর্থ ঃ পড়ুন, আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

সূরা ক্বারিয়া (আয়াত-৬) فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦	৩
উচ্চারণ ঃ ফাআম্~মা- মাং~~ছাকুলাত্ মাওয়া-ঝী-নুহ্।	
অর্থ ঃ আমল মাপার পরে যার (ঈমানের) পাল্লা ভারী হবে।	
فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧	৪
উচ্চারণ ঃ ফাহুওয়া ফী-‘ই-শাতির্ র-দ্বিয়াহ্।	
অর্থ ঃ অতঃপর সে সুখী জীবন লাভ করবে।	
সূরা বাইয়্যিনাহ (আয়াত-৭) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧	৫
উচ্চারণ ঃ ইন্~নাল্লাযী-না আ-মানূ- ওয়া ’আমিলুছ ছ-লিহাঁ-তি উলা- - - - ইকা হুম্ খইরুল বারিইয়াহ্।	
অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারাই সৃষ্টির সেরা।	
সূরা আদিয়াত (আয়াত-৬) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝٦	৬
উচ্চারণ ঃ ইন্~ নাল্ ইং~~সা-না লিরব্বিহী- লাকানূ - - - দ্।	
অর্থ ঃ নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।	

৭

সূরা ত্বারিক (আয়াত-৮)

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝٨

উচ্চারণ ঃ ইন্~ নাহূ- ‘আলা- রজ্‘ইহী- লাক্ব-দির।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তিনি (মানুষকে) পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।

৮

সূরা ফাজর (আয়াত-২৬)

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝٢٦

উচ্চারণ ঃ ওয়ালা- ইউ-ছিকু ওয়া ছা-ক্বহূ- - - আহাঁদ্।

অর্থ ঃ আর তাঁর বন্ধনের মত কেউ বাঁধতে পারবে না।

৯

সূরা যিলযাল (আয়াত-৭)

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧

উচ্চারণ ঃ ফামাই ~ ইয়া‘মাল্ মিছক্ব-লা যাররতিন্ খই রই~ ইয়ারহ।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও নেক আমল করে থাকবে, সে তা দেখতে পাবে।

১০

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাই~ ইয়া‘মাল্ মিছক্ব-লা যাররতিং ~~ শাররই~ইয়ারহ্।

অর্থ ঃ এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ বদ্ আমল করে থাকবে সে ও তা দেখতে পাবে।

পরীক্ষা–২২

শূন্যস্থান পূরণ করি

আল-কুরআনের ছোট আয়াতের উচ্চারণ শেখা (অর্থসহ)

বাংলা উচ্চারণে প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াকফ্ করা বা থামা হয়েছে

সূরা ও আয়াত	ক্রম
সূরা ইনফিতার (আয়াত–৬) يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ﴿٦﴾ ইয়া- - -	১
সূরা আলাক্ব (আয়াত–১) اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ﴿١﴾ ইক্র	২
সূরা ক্বরিয়া (আয়াত–৬) فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿٦﴾ ফা-আম~	৩

সূরা বাইয়্যিনাহ (আয়াত-৭) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾	৫
ইন্~ না	

সূরা আদিয়াত (আয়াত-৬) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿٦﴾	৬
ইন্~	

সূরা ফাজর (আয়াত-২৬) وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾	৭
ফা-আম~	

২৩তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: জাহান্নাম

অর্থ ঃ আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না, আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। সেখানে তারা আর্ত চীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব।

হাদীসের বাণী

বিষয়: একরাম

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হযরত মূসা [ইবনে ইমরান] (আঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করিলেন, হে আমার প্রভু! আপনার বান্দাগণের মধ্যে, আপনার নিকট সবচাইতে বেশী সম্মানিত কে? আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিলেন, ঐ বান্দা, যে প্রতিশোধ লইতে পারে তবু সে ক্ষমা করিয়া দেয়। (বায়হাকী)

বাংলা উচ্চারণে প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াকফ্ করা বা থামা হয়েছে

সূরা ইয়া-সিন ঃ ৮২-৮৩

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾

উচ্চারণ ঃ (৮২) ইন্~না মা- - - আম্‌রুহু- - - ইযা- - - আর-দা শাইআন্ আই~ইয়াকু-লা লাহু- কুং ~ফাইয়াকূ- - - ন।

অর্থ ঃ (৮২) তিনি যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন হও, আর অমনি তা- হয়ে যায়।

فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

উচ্চারণ ঃ (৮৩) ফাসুব্হাঁ-না-ল লাযী- বিইয়াদিহী- মালাকূ-তু কুল্লি শাইয়িও~ ওয়া ইলাইহি তুরজা'উ- - - ন।

অর্থ ঃ (৮৩) পবিত্র তিনি যাঁহার হাতে সব জিনিসের কর্তৃত্ব রয়েছে। আর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

সূরা বুরূজ ঃ ১০

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿١٢﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্~ না বাত্বশা রব্বিকা লাশাদী- - - দ্।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আপনার রবের পাকড়াও বড় কঠিন।

সূরা শামস ঃ ১০

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ﴿١٠﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়া ক্বদ্ খ-বা মাং~~ দাস্সা-হা- - -।

অর্থ ঃ আর সেই ব্যর্থ, যে পাপে কুলুষিত হয়েছে।

সূরা বালাদ ঃ ০৮

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾

উচ্চারণ ঃ আলাম নাজ্'আল ল্লাহু- 'আইনাই-ন্।

অর্থ ঃ আমি কি মানুষকে দুইটি চক্ষু দেই নাই।

সূরা বুরূজ ঃ ১৪-১৫

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿١٥﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়াহু ওয়াল গফূ-রুল ওয়াদূ- - - দু। যুল ‘আরশিল মাজী- - - দ।

অর্থ ঃ আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অত্যন্ত প্রেমময়। তিনি আরশের মালিক, সম্মানিত।

সূরা ফাজর ঃ আয়াত ঃ ২৭-৩০

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

উচ্চারণ ঃ ইয়া- - - আইইয়াতু হান্~নাফসুল মুত্বমায়িন্ ~ নাহ্।

অর্থ ঃ হে প্রশান্ত আত্মা।

ارْجِعِىْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

উচ্চারণ ঃ (২৮) ইরজি ’ই - - - ইলা- রব্বিকি র-দ্বিইয়াতাম্ ~মারদ্বিইয়াহ্।

অর্থ ঃ তোমার রবের দিকে চলো! এরূপ অবস্থায় যে, তুমি সন্তুষ্ট এবং তার প্রিয়পাত্র।

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ﴿٣٠﴾

উচ্চারণ ঃ (২৯) ফাদ্খুলী- ফী- ’ইবা-দী- - -। (৩০) ওয়াদ খুলী- জান্~ নাতি- - -।

অর্থ ঃ আমার (নেক) বান্দাদের মধ্যে শামিল হও। এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।

পরীক্ষা-২৩

সূরা ইয়া-সিন ঃ ৮২-৮৩

اِنَّمَآ اَمْرُهٗۤ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾

ইন্ ~ না

فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

ফা-সুব্হাঁ-

সূরা বুরূজ

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿١٢﴾

ইন্ ~

সূরা শামস

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ﴿١٠﴾

ওয়া

সূরা বালাদ

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾

আলাম

সূরা বুরূজ

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿١٥﴾

ওয়া

সূরা ফাজর ঃ আয়াত ঃ ২৭-৩০
يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾
ইয়া- - - -
اِرْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
ইরজি
فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ﴿٣٠﴾
ফাদ্খুলী-

২৪তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: পিতা-মাতার হক

অর্থ ঃ তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে "উহ" শব্দটিও বলো না (অর্থাৎ বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কোন কথা, বলো না) এবং তাদেরকে ধমক দিও না, তাদেরকে সম্মানসূচক কথা বলো। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩)

হাদীসের বাণী

বিষয়: জান্নাত

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) হাদীসে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন যে, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামতসমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চোখ দেখে নাই এবং কোন কান শুনে নাই, আর কোন মানুষের দিলে কখনও উহার চিন্তা আসে নাই। তোমরা ইচ্ছা করিলে কুরআনের এই আয়াত পড়িয়া লও– "ফালা-তা'লামু নাফসুম মা- - - উখফিইয়া লাহুম মিং~~ কুররতি 'আবুনিন। (সূরা-সাজদা ঃ ১৭)

[বাংলা উচ্চারণে প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াকফ্ করা বা থামা হয়েছে]

সূরা-মূলক, আয়াত ঃ ১-১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝١

উচ্চারণঃ তাবা-রকা ল্লাযী- বিইয়াদিহিল মূলকু, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িং~~ক্বদী - - - র।

অর্থ ঃ অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁর মুঠির মধ্যে রয়েছে (সমগ্র সৃষ্টিজগতের) কর্তৃত্ব– সার্বভৌম ক্ষমতা। তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপরই তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম।

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط

উচ্চারণঃ আল্লাযী-খলাক্বল মাওতা ওয়াল হাঁইয়া-তা লিইয়াবলুওয়াকুম আয়ুকুম আহঁসানু আমালা-।

অর্থ ঃ তিনিই মৃত্যু ও জীবন দান করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরখ করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে?

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿٢﴾ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ

উচ্চারণঃ ওয়াহুওয়াল 'আঝী-ঝুল গফূ- - - র। আল্লাযী-খলাক্ব সাবআ' সামা-ওয়া-তিং~~ ত্বিবা-ক্ব- ।

অর্থ ঃ তিনি যেমন সর্বশক্তিমান, তেমনি ক্ষমাশীল। (৩) তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সাতটি আসমান নির্মাণ করেছেন।

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾

উচ্চারণঃ মা-তার- ফী- খলক্বির রহমা-নি মিং~ ~ তাফা-ভুত, ফারজি'ইল বাছর, হাল তার- মিং~~ফুতু- - - র।

অর্থ ঃ মহান আল্লাহর সৃষ্টিকর্মে তোমরা কোনো দোষত্রুটি পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখো, কোথাও কোনো দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি ?

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ﴿٤﴾

উচ্চারণঃ ছুম~মারজিয়ি'ল বাছর কার্‌রতাইনি ইয়াং~~ ক্বলিব ইলাইকাল বাছরু খ-সিইয়াও~ ওয়াহুওয়া হাসী- - - র।

অর্থ ঃ বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমাদের দৃষ্টি ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে (তবু তুমি কোনো খুঁত খুঁজে পাবে না)।

১৯৪

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ

উচ্চারণঃ ওয়ালাক্বদ ঝাই ইয়ান্~ নাস সামা- - - - আদ্ দুনইয়া- বিমাছ-বি-হাঁ ওয়াজা ’আলনা-হা- রুজূ-মাল্ লিশ্‌শাইয়া-ত্বি-নি।

অর্থ ঃ আমি তোমাদের কাছের আকাশকে (পৃথিবী থেকে যে আকাশ তোমরা দেখো) অসংখ্য প্রদীপ (তারা) দিয়ে সুসজ্জিত ও উদ্ভাসিত করে দিয়েছি। শয়তানগুলোকে মেরে তাড়াবার জন্য এগুলোকেই উপায় ও মাধ্যম বানিয়েছি।

وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ

উচ্চারণ ঃ ওয়া ’আতাদনা- লাহুম ’আযা-বাস সা’ই- - - র। ওয়ালিল্লাযী-না কাফারু- বিরব্বিহিম্ ’আযা-বু জাহান্~নাম।

অর্থ ঃ আমিই প্রস্তুত করে রেখেছি এ শয়তানগুলো জন্য জলন্ত অগ্নিকুণ্ড। যেসব লোক তাদের রব্বকে অস্বীকার ও অমান্য করেছে, তাদের জন্য জাহান্নামের আজাব রয়েছে।

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝٦ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۝٧

উচ্চারণঃ ওয়া বি’সাল মাছী- - - র। ইযা- - - উলকু-ফী-হা- সামি’উ-লাহা-শাহী-ক্বও~ ওয়াহিইয়া তাফু- - - র।

অর্থ ঃ তা মূলতই অত্যন্ত খারাপ পরিণতির স্থান। তাকে যখন তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন শুনতে পাবে এর ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়ঙ্কর ধ্বনি।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝٨

উচ্চারণঃ তাকা-দু তামাইয়াঝু মিনাল গইজি, কুল্লামা- - - উলক্বিইয়া ফী-হা- ফাওজুং~~ সাআলাহুম্ খঝানাতুহা- - - আলাম ইয়া'তিকুম নাযি- - - র।

অর্থ ঃ উহা তখন উথাল-পাতল করতে থাকবে, ক্রোধ-আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় উহা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম হবে। প্রতিবারে যখনই তাতে কোন জনসমষ্টি তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তার প্রহরীরা সেই জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন সাবধানকারী কি তোমাদের কাছে আসে নাই।

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝٩

উচ্চারণঃ ক্ব-লূ- বালা- ক্বদজা- - - - আনা- নাযী-রুন, ফাকায্যাবনা- ওয়াক্বুলনা- মা- নাঝ্ঝালা ল্ল-হু মিং~~ শাইয়িন। ইন্ আং~~ তুম ইল্লা- ফী- দ্বলা-লিং~~ কা-বী- - - র।

অর্থ ঃ তাহারা জবাবে বলবে ঃ হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের নিকট এসেছিল; কিন্তু আমরা তাঁকে অমান্য ও অবিশ্বাস করেছি এবং বলেছি যে, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেন নাই। আসলে তোমরা খুব বেশী গুমরাহীতে নিমজ্জিত হইয়া আছ।

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑩

উচ্চারণঃ ওয়া ক্বা-লূ- লাওকুন্~ না- নাসমা'উ আও না'অক্বিলু মা- কুন্~ না- ফী- - - আছহাঁ- বিস্ সা'ই- - - র।

অর্থ ঃ আর তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি শুনতাম ও অনুধাবন করতাম তাহলে আজ আমাদের দাউ দাউ আগুনে জ্বলতে হত না।

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑪

উচ্চারণঃ ফা'তারফূ- বিযাম্~বিহিম, ফাসুহ্ক্বল লিআছহাঁ-বিস্ সা'য়ি- - - র।

অর্থ ঃ এভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করে নিবে। এই দোজখীদের উপর অভিশাপ।

পরীক্ষা–২৪

শূন্যস্থান পূরণ করি

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۨ ۝١

তাবা-র-কা

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ

আল্লাযী-

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝٢ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ

ওয়াহু

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ৩

মা-তার-

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ৪

ছুম্

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ

ওয়ালাক্বদ

وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ৫ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ

ওয়া

وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٦ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝٧

ওয়া

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝٨

তাকা-দু

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝٩

ক্বৃ-লূ-

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝١٠

ওয়া

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝١١

ফা'তারফূ

২৫তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: এখলাস	হাদীসের বাণী	বিষয়: জিকির
অর্থ ঃ আর তারা কেবল আল্লাহর মহব্বতে দরিদ্র, এতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। এবং তারা বলে আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই খাদ্য দান করছি, না আমরা তোমাদের নিকট প্রতিদান চাই আর না কৃতজ্ঞতা। আমরা আমাদের রবের তরফ হতে এক কঠিন ও ভয়ংকর দিনের আশঙ্কা করছি। (৭৬ আদ্-দাহর ঃ ৮-১০)		অর্থ ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে আর যে ব্যক্তি করে না এই দুইজনের উদাহরণ হইল জীবিত ও মৃতের মত। যে জিকির করে সে জীবিত আর যে জিকির করে না সে মৃত। (বুখারী, মুসলিম)	

বাংলা উচ্চারণে প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াকফ্ করা বা থামা হয়েছে

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾

উচ্চারণঃ (১) আল্‌হাঁম্‌দুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামী- - - ন। (২) আর্ রহঁমা-নির রহী- - - ম।

অর্থ ঃ (১) সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। (২) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۙ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۙ﴿۴﴾

উচ্চারণঃ (৩) মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দী- - - ন। (৪) ইয়া-কা না'বুদু ওয়াই ইয়া-কা নাস্‌তা'ই- - - ন।

অর্থ ঃ (৩) তিনি কিয়ামত দিনের মালিক। (৪) আমরা কেবল আপনার ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦

উচ্চারণঃ (৫) ইহ্দিনাছ ছির-ত্বল মুস্তাক্বী- - - ম। (৬) ছির-ত্বল ল্লাযি-না আন'আমতা 'আলাইহিম,
অর্থ ঃ (৫) আপনি আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন। (৬) ঐসব লোকের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

উচ্চারণ ঃ (৭) গইরিল মাগদু-বি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ব- - - - ললী- - - ন।
অর্থ ঃ (৭) তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

সূরা ইখলাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢

উচ্চারণঃ (১) কুল হুওয়াল্ল-হু আহাঁদ। (২) আল্ল-হুছ ছমাদ।
অর্থ ঃ (১) (হে নবী) বলুন আল্লাহ এক। (২) আল্লাহ কাহার মুখাপেক্ষী নন (সবই তাঁহার মুখাপেক্ষী)।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

উচ্চারণঃ (৩) লাম ইয়ালিদ্, ওয়ালাম ইয়ু-লাদ্। (৪) ওয়ালাম ইয়াকুল্ লাহু- কুফুওয়ান্ আহাদ্।

অর্থ ঃ (৩) আল্লাহ কাউকে জন্ম দেন নাই, আর কেহ আল্লাহকে জন্ম দেয় নাই। (৪) আল্লাহর সমকক্ষ কেহই নাই।

সূরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾

উচ্চারণঃ (১) কুল আ'উযুবিরব্বিল ফালাক্ব। (২) মিং~~ শার্‌রিমা- খলাক্ব।

অর্থ ঃ (১-২) বলুন আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের রবের। তার সৃষ্টির অনিষ্ট হতে।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾

উচ্চারণঃ (৩) ওয়া মিং~~ শার্‌রি গ-সিক্বিন্ ইযা- ওয়াক্বব্। (৪) ওয়া মিং~~ শার্‌রিন~ নাফফা-ছা-তি ফীল'উক্বাদ্।

অর্থ ঃ (৩) আর অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয় (৪) এবং গিরায় ফুঁক দানকারিনীর অনিষ্ট হতে।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

উচ্চারণঃ (৫) ওয়া মিং~~ শার্‌রি হাঁ-সিদিন্ ইযা- হাঁসাদ্।

অর্থ ঃ (৫) হিংসাকারীর হিংসার অনিষ্ট হতে।

সূরা নাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② اِلٰهِ النَّاسِ ③

উচ্চারণঃ (১) কুল আ'উ-যুবিরব্বিন্~ না- - - স। (২) মালিকিন্~ না- - - স। (৩) ইলা-হিন্~ না- - - স।
অর্থ ঃ (১-৩) বলুন আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের। মানুষের মালিকের। মানুষের ইলাহের।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④

উচ্চারণঃ (৪) মিং~~ শার্‌রিল্ ওয়াসওয়া-সিল খন্~না- - - স।
অর্থ ঃ (৪) তার অনিষ্ট হতে যে কুমন্ত্রণা প্রদান করে।

الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

উচ্চারণঃ (৫) আল্লাযী- ইয়ুওয়াসভিসু ফী-ছুদূ-রিন~না- - - স। (৬) মিনাল জিন্~নাতি ওয়ান্~ না- - - স।
অর্থ ঃ (৫) আর যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা প্রদান করে। (৬) জিন হোক আর মানুষ হোক।

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ① مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ②

উচ্চারণঃ (১) তাব্বাত্ ইয়াদা- - - আবী- লাহাবিও~ ওয়াতাব্। মা- - - আগ্‌না- ’আনহু মা-লুহু- ওয়ামা- কাসাব।
অর্থ ঃ (১) ধ্বংস হোক, আবু লাহাবের দুই হাত। আর সে নিজেও ধ্বংস হোক। (২) তার ধন সম্পদ কোন কাজে আসবে না।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ④

উচ্চারণঃ (৩) সাইয়াছলা- না-রং~~ যা-তা লাহাব্। (৪) ওয়ামরআতুহু- হাঁম্~ মা-লাতাল হাঁত্বাব্।
অর্থ ঃ (৩) শীঘ্রই সে আগুনের লেলিহান শিখায় প্রবেশ করবে। (৪) সাথে থাকবে তার স্ত্রী, যে কাঠ বহনকারিণী।

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ⑤

উচ্চারণঃ (৫) ফী- জী-দিহা- হাঁব্‌লুম~ মিম্~ মাসাদ্।
অর্থ ঃ (৫) তার গলায় থাকবে পাকানো রশি।

পরীক্ষা–২৫

শূন্যস্থান পূরণ করি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

আল্‌হাঁম্‌দু

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

মা-লিকি

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬

ইহ্‌দিনাছ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

গাইরিল

সূরা ইখলাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢

কুল

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

লাম

সূরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿٢﴾

কুল

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۙ﴿٤﴾

ওয়া মিং

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

ওয়া মিং

সূরা নাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣

কুল

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۥ الْخَنَّاسِ ۝٤

মিং

اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

আল্লাযী

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۟ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۟

তাব্বাত

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ۟ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ۟

সাইয়াছলা-

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۟

ফী-

২৬তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী	বিষয়: রোজা
অর্থ ঃ রমযান মাসই হল সে মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে যেন এ মাসে রোজা রাখে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না- যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (২ বাকরা ঃ ১৮৫)	

হাদীসের বাণী	বিষয়: জিকির
অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, দুইটি কলেমা এমন আছে যাহা আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়, জিহ্বায় অতি হালকা এবং মিজানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। সেই কলেমা দুইটি এই- সুব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুব্‌হানাল্লাহিল 'আজীম।	

বাংলা উচ্চারণে প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াকফ্ করা বা থামা হয়েছে

সূরা ইয়া-সীন ঃ ১-১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

يٰسٓ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾

উচ্চারণঃ (১) ইয়া- সী- - - - ন। (২) ওয়াল ক্বুরআ-নি-ল হাঁকী- - - ম। (৩) ইন~ নাকা লামিনাল মুরসালী- - - ন।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾

উচ্চারণঃ (৪) 'আলা- ছির-ত্বিম ~ মুস্‌তাক্বী- - - ম। (৫) তাং~~ঝী-লাল 'আঝী-ঝির রহী- - - ম।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ⑥

উচ্চারণঃ (৬) লিতুং~~ যির ক্বওমাম~ মা- - - উং~~যির আ-বা- - - - উহুম্ ফাহুম গ-ফিলূ- - - ন।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑦

উচ্চারণঃ (৭) লাক্বদ হাঁক্কল ক্বওলু 'আলা- - - আক্ছারিহিম ফাহুম লা- ইয়ু'-মিনূ- - - ন।

اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ⑧

উচ্চারণঃ (৮) ইন্~না- জা'আলনা- ফী- - - আ'না- ক্বিহিম্ আগলা-লাং~~ ফাহিইয়া ইলাল আযক্ব-নি ফাহুম~মুক্বমাহুঁ- - - ন।

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ⑨

উচ্চারণঃ (৯) ওয়াজা'আলনা- মিম্~বাইনি আইদী-হিম্ সাদ্দাও~ওয়ামিন খল্ফিহিম সাদ্দাং~~ ফাআগ্শাইনা-হুম্ ফাহুম লা-ইয়ুবছিরু- - - ন।

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾

উচ্চারণঃ (১০) ওয়াসাওয়া- - - - উন্ 'আলাইহিম আআং~~যারতাহুম্ আম লাম তুং~~ যিরহুম লা-ইয়ু'মিনূ- - - ন

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ

উচ্চারণঃ (১১) ইন্~নামা- তুং~~ যিরু মানিত্তাবা'আ-য যিকর ওয়াখশিইয়ার রহ্মা-না বিলগই-ব।

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ

উচ্চারণঃ ফাবাশশিরহু বিমাগ্ফিরতিও~ ওয়াআজরিং~~ কারী- - - ম। (১২) ইন্~না- নাহ্নু নুহ্ইল মাওতা- ওয়ানাকতুবু

مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۣ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾

উচ্চারণঃ মা- ক্বদ্দামূ- ওয়া আ-ছা-রহুম, ওয়া কুল্লা শাইয়িন্ আহ্ছইনা-হু ফী- - - ইমা-মিম ~ মুবী- - - ন।

পরীক্ষা–২৬

শূন্যস্থান পূরণ করি

প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াকফ্ করা বা থামা হয়েছে

يٰسٓ ۚ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾

إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ

مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ إِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۞

আল্লাহ তা’আলা ব্যতীত আর কোন মা‘বূদ নাই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর তা’আলার রাসূল।

২৭তম ঘন্টা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

কুরআনের বাণী

বিষয়: দান খয়রাত

অর্থ ঃ যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি দান খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন। তাদেরকে সৎপথে আনার দায় আপনার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থেই কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তাঁর পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। (২ বাকারা ঃ ২৭১-২৭২)

হাদীসের বাণী

বিষয়: জাহান্নাম

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা 'জব্বুল হাযান' হইতে নাজাত চাহিত থাক। সাহাবা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন 'জব্বুল হাযান' কি জিনিস? নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, জুবুল হাযান হইল জাহান্নামের একটি মাঠ। স্বয়ং জাহান্নাম, উহা হইতে দৈনিক একশতবার, নাজাত চায়। আরজ করা হইর, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! উহাতে কাহারা প্রবেশ করিবে? তিনি এরশাদ করিলেন, ঐ সমস্ত কুরআন পাঠকারী, যাহারা লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করে। (তিরমিযী)

বাংলা উচ্চারণে প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াকফ্ করা বা থামা হয়েছে

সূরা আর রহমান (১-১৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

اَلرَّحْمٰنُ ۙ﴿۱﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ﴿۲﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ﴿۳﴾

উচ্চারণঃ (১) আর্ রহমা- - - ন। (২) 'আল্লামাল কুরআ- - - ন। (৩) খলাক্ব-ল ইং~~সা- - - ন।

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿۴﴾ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۪ۙ﴿۵﴾

উচ্চারণঃ (৪) 'আল্লামাহুল বাইয়া- - - ন। (৫) আশ্‌শামসু ওয়ালক্বমারু বিহুঁসবা- - - ন।

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ⑥ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ⑦

উচ্চারণঃ (৬) ওয়ান~ নাজমু ওয়াশ্ শাজারু ইয়াস জুদা- - - ন। (৭) ওয়াস সামা- - - - আ রফা'আহা- ওয়াওয়াদ্ব'আল মী-ঝা- - - ন।

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ⑧ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ

উচ্চারণঃ (৮) আল্লা- তাত্বগও ফীল মী-ঝা- - - ন। (৯) ওয়া আক্বী-মুল ওয়াঝনা বিলক্বিছত্বি।

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ⑨ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ⑩

উচ্চারণঃ ওয়ালা-তুখসিরুল মী-ঝা- - - ন।
(১০) ওয়াল আরদ্ব ওয়াদ্ব'আহা- লিলআনা- - - ম।

فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ⑪

উচ্চারণঃ (১১) ফী-হা-ফা-কিহাতুও~ ওয়ান~ নাখলু যা-তুল আক্মা- - - ম।

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ⑫ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ⑬

উচ্চারণঃ (১২) ওয়াল হাঁব্বু যুল'আছফি ওয়ার রইহাঁ- - - ন। (১৩) ফাবিআইয়্যি আ-লা- - - -ই রব্বিকুমা- তুকাযযিবা- - - ন।

মাখরাজ (উচ্চারণের স্থান)-এর বিবরণ (রিভিশন)
আরবী হরফ ২৯টি, মাখরাজ ১৭টি

শতভাগ সহি শুদ্ধ আরবী হরফ উচ্চারণ শেখার জন্য একজন অভিজ্ঞ আলেমের (মাওলানা/ক্বারী/হাফেজ সাহেব) পরামর্শ নেয়া জরুরী।

মাখরাজ	বর্ণনা	হরফ		
১নং	কন্ঠনালীর শুরু হইতে উচ্চারিত হয়	ه হা	ء হামযা	
২নং	কন্ঠনালীর মধ্যখান হইতে উচ্চারিত হয়	ح হাঁ	ع ’আইন	
নোটঃ পরবর্তীতে বাংলা উচ্চারণে অনেক সময় ’আইনকে শুধু এই চিহ্ন ’□ দিয়ে লেখা হয়েছে।				
৩নং	কন্ঠনালীর শেষ হইতে উচ্চারিত হয়	خ খ	غ গইন	
৪নং	জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ق ক্বফ		
৫নং	জিহ্বার গোড়া হইতে একটু আগে বাড়াইয়া তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ك কাফ		
৬নং	জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ي ইয়া-	ش শী- - -ন	ج জী- - -ম

২২০

মাখরাজ	বর্ণনা	হরফ
৭নং	জিহ্বার গোড়ার (যে কোন এক দিকের) কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া	ض দ্বোয়াদ
৮নং	জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাইয়া	ل লাম
৯নং	জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ن নূ-ন
১০নং	জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ر র
১১নং	জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া	ت তা, د দাল, ط ত্বোয়া
১২নং	জিহ্বার আগা, সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সঙ্গে লাগাইয়া	ص ছোয়াদ, س সী- - -ন, ز ঝা
১৩নং	জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া (নরম)	ث ছা, ذ যাল, ظ জোয়া
১৪নং	নীচের ঠোটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া	ف ফা

মাখরাজ	বর্ণনা	হরফ
১৫নং	দুই ঠোঁটের মধ্যস্থল হইতে পড়া হয়	ب (বা), و (ওয়াও), م (মী-ম)
১৬নং	মুখের খালি জায়গা হইতে মাদের হরফ পড়া হয়	بَا (বা-), بِيْ (বি-), بُوْ (বু-)
১৭নং	নাকের বাঁশি হইতে গুন্নাহ্ পড়া হয়	اَمَّ (আম্~মা), اِنَّ (ইন্~না)

নোট ঃ (ا) আলিফে হরকত দিলে (ء) হামযার মত উচ্চারণ হয়।

দোয়া

হে আল্লাহ! আমাকে শত ভাগ সহি শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার তৌফিক দান করুন। আমীন॥

পরীক্ষা–২৭
শূন্যস্থান পূরণ করি
اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿٣﴾
আর্
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾
'আল্লামাহু
وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿٧﴾
ওয়ান্

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ۝٨ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ

আল্লা-

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝٩ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝١٠

ওয়ালা-

فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝١١

ফী-হা-

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

ওয়াল

আমার নিয়ত

ইন্‌শাআল্লাহ আমি আজ থেকে প্রতিদিন কুরআন শরীফ হতে একটি আয়াত হলেও পড়বো। হে আল্লাহ! আমাকে তৌফিক দান করুন। আমীন।